ভূগোল
পঞ্চম শ্রেণী

ভূগোল

পঞ্চম শ্রেণী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

নিবেদন

অল্পমূল্যে সহজবোধ্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত পাঠক্রম অনুসারে ভূগোল প্রকাশিত হল।

এই বইয়ে ভূগোলের কতকগুলি মূল তথ্য কিশোর মনের উপযোগী করে ধারাবন্ধভাবে ও সহজ ভাষায় পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো অনিবার্য ভুলত্রুটির সংশোধন অথবা বইটির উন্নতি-কল্পে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিমত বইটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় যথাযথ বিবেচিত হবে।

যাঁরা এই পুস্তক রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন শিক্ষা-অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই পাঠ্য-পুস্তক মুদ্রণের যাবতীয় কাগজ সুইডিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নিকট থেকে পাওয়া গেছে। সে কারণেই পুস্তকের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ করা সম্ভব হল। সুইডিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সরকারের শিক্ষানুরাগের পরিচায়ক এ দান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌,
কলিকাতা,
১ ডিসেম্বর, ১৯৬৬

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শিক্ষা-অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

ভূগোল

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি রাজ্য। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট অবিভক্ত বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশ ও পরে বিহারের পুরুলিয়া এবং পূর্ণিয়ার কিয়দংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত সিকিম ও ভুটান রাজ্য, পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ও আসাম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে নেপাল, বিহার ও উড়িষ্যা। প্রথম দেশ বিভাগের সময়, পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছিল ২৯,৩৪২ বর্গমাইল। কিন্তু পরে এর সঙ্গে কোচবিহার, চন্দননগর এবং বিহার থেকে পুরুলিয়া জেলা ও পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন হয়েছে ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল। এই রাজ্য দার্জিলিং জেলার উত্তর প্রান্ত থেকে ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৩৮৭ মাইল ও পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম সীমান্ত থেকে ২৪ পরগনা জেলার পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত প্রস্থে ১৯৮ মাইল। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কোনও কোনও স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, প্রস্থে মাত্র ছয় সাত মাইল।

ভূপ্রকৃতি—ভূপ্রকৃতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গকে পাঁচটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। (১) উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (২) পর্বতের পাদদেশে তরাই অঞ্চল (৩) পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চল (৪) গঙ্গা-ভাগীরথীর সমভূমি (৫) সুন্দরবনের নিম্নভূমি।

(১) দার্জিলিং জেলার বেশির ভাগ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। হিমালয় পর্বতমালার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত এই অঞ্চলের

কোন কোনও স্থান ৭০০০ ফিটেরও বেশী উঁচুতে অবস্থিত। এখানে সমতল ভূমি নেই—কেবল প্রস্তরময় উঁচু পর্বত। পর্বতগুলির মাঝে মাঝে গভীর উপত্যকা। এই অঞ্চলে খুব বেশী বৃষ্টি হয় বলে ঘন বনের সৃষ্টি হয়েছে। এই বনে ওক, দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

(২) হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ২৪ মাইল দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চলকে তরাই বলে। দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশ ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ এই তরাইয়ের অন্তর্গত। বেশী বৃষ্টি হওয়ার ফলে এই অঞ্চলটি আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর। এখানকার বনে বাঁশ, শাল, শিরীষ, শিমুল প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

(৩) বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ও পুরুলিয়া জেলা, মালভূমির অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলটি অসমতল—মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় ও বন আছে। বাঁকুড়া জেলার বিহারীনাথ ও শুশুনিয়া পাহাড় এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই অঞ্চলটির উত্তর-পশ্চিমে কয়লার খনি আছে। এখানে বৃষ্টি কম হয়। মৃত্তিকা লাল, কঠিন ও কাঁকরপূর্ণ। বনভূমিতে অর্জুন, শাল ও মহুয়া গাছের প্রাধান্য দেখা যায়।

(৪) তরাই অঞ্চলের দক্ষিণে এক বিরাট সমতল ভূভাগ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে। গঙ্গা (পদ্মা) এই অঞ্চলটিকে দুভাগে ভাগ করেছে। উত্তরের অপেক্ষাকৃত ছোট অংশটি প্রধানত গঠিত হয়েছে তিস্তা, জলঢাকা, মহানন্দা প্রভৃতি নদীর পলিমাটি দিয়ে আর দক্ষিণের বড় অংশটি গঠিত হয়েছে গঙ্গা (পদ্মা), ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীর পলিমাটি দিয়ে। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ উত্তরের ও নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ইত্যাদি জেলার কতকাংশ দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৫) ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশ এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তার নিকটবর্তী উপকূলভাগও উপরি উক্ত অঞ্চলের অন্তর্গত। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী নিম্নভূমি প্রায়ই জলমগ্ন থাকে। নদীবাহিত পলিমাটি জমে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সাগরদ্বীপ উল্লেখযোগ্য। এখানকার উপকূলের

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান নদনদী

নিম্নভূমিতে সুন্দরী গাছের বন থাকাতে এই অঞ্চলকে সুন্দরবন বলে। মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলে এই ধরনের দ্বীপ নাই তবে অনেক বালিয়াড়ি আছে।

নদী—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি। এই জন্য নদীগুলি হয় দক্ষিণাভিমুখে অথবা পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গা বা ভাগীরথী। গঙ্গা মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। প্রধান শাখা পূর্বদিকে পদ্মা নামে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। অপর শাখাটি ভাগীরথী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, চন্দননগর, কলকাতা, হাওড়া প্রভৃতি শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই শাখা সাগরদ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের নাম হুগলী। জলঙ্গী, খড়ি, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী প্রভৃতি উপনদীগুলি ভাগীরথীর পূর্ব দিক্ হতে ও অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি উপনদীগুলি ভাগীরথীর পশ্চিম দিক্ হতে মূল নদীতে পড়েছে। হুগলীর উত্তরে ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী থেকে সরস্বতী শাখানদীটি বের হয়েছে। বর্তমানে এই নদীটি প্রায় মজে গেছে। এ ছাড়া বিদ্যাধরী, কালিন্দী, পিয়ালী, মাতলা, রায়মঙ্গল প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছোট নদী ২৪ পরগনার দক্ষিণ অংশে প্রবাহিত।

ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর ও রূপনারায়ণ বিভিন্ন জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথী বা হুগলী নদীতে মিশেছে। সুবর্ণরেখা উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করে কিছুদূর প্রবাহিত হবার পর আবার উড়িষ্যায় প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কাঁসাই, শিলাই, দ্বারকেশ্বর, কোপাই, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি নদীগুলি ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে আগত। বর্ষাকালে বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল নদীতে প্রচুর জলবৃদ্ধি হয়। আবার শীতকালে বৃষ্টি না হওয়ায় জল প্রায় থাকে না বললেই চলে। বর্ষাকালে এই নদীগুলির জলের সঙ্গে প্রচুর পলিমাটি আসায় ক্রমে ক্রমে

পশ্চিম বঙ্গ

পাট
পাটকল
কয়লা
লৌহ
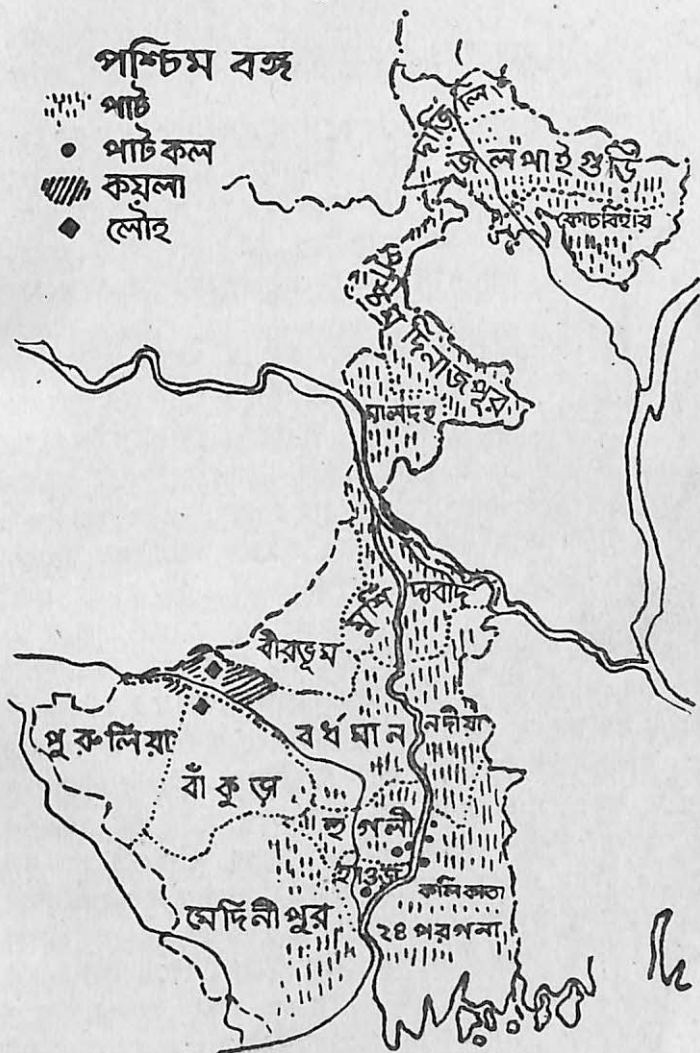
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
মালদহ
বীরভূম
বর্ধমান
নদীয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা
বঙ্গোপসাগর

নদীখাত ভরতি হয়ে যায়। সেজন্য প্রায় বর্ষাকালেই এইসব নদীতে বন্যা হয়।

এই নদীগুলি ছাড়া, উত্তর দিকের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে তিস্তা, আত্রেয়ী, করতোয়া, তোর্সা, মহানন্দা ও পুনর্ভবা দক্ষিণ দিকে এসে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট বলে এই নদীগুলিতে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই জল থাকে। বর্ষায় এই নদীগুলিতে মাঝে মাঝে বন্যা হয়।

জলবায়ু—পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। ভূমি নিম্ন, বৃষ্টিপাত পরিমিত ও সমুদ্র নিকটে বলে শীত ও গ্রীষ্ম তত প্রখর নয়। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশে শীত খুব তীব্র, কিন্তু দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু প্রায় সমভাবাপন্ন। পশ্চিমাংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও শুষ্ক। পশ্চিমবঙ্গের সমতল ভূমিতে গ্রীষ্মের গড় উষ্ণতা ৮০°—১১০° ফা কিন্তু শীতকালের উষ্ণতা ৫৫°—৬৫° ফা-এর বেশী হয় না।

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প বয়ে নিয়ে আসে ও পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত হয়। ঐ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ১২০ ইঞ্চির উপর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণে ও পশ্চিমে কম। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দক্ষিণভাগে বৃষ্টিপাত ৬০—৭০ ইঞ্চি, কিন্তু পশ্চিমে বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় বৃষ্টিপাত হয় মাত্র ৫০—৫৫ ইঞ্চি। দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটবর্তী জায়গায় বৃষ্টিপাত বেড়ে যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে ১০০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বইতে থাকে। এই বাতাস স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে বলে এতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। এজন্য শীতকালে সাধারণত বৃষ্টিপাত হয় না, ফলে জলবায়ু শুকনো থাকে।

চৈত্র, বৈশাখ ও আশ্বিনে পশ্চিমবঙ্গে ঝড়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

চৈত্র-বৈশাখের ঝড়কে 'কালবৈশাখী' ও অপরটিকে 'আশ্বিনের ঝড়' বলা হয়।

অরণ্যসম্পদ্—পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বর্গমাইল বনভূমি আছে; এর বেশির ভাগ অংশ সরকারের সংরক্ষিত। বনভূমি আরও বাড়ানোর জন্য প্রতি বৎসর বন-মহোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন থেকে সারবান্ কাঠ, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি থেকে সরকারের প্রতি বৎসর বহু লক্ষাধিক টাকা আয় হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুই বনভূমি হল উত্তরের তরাইয়ের বন ও দক্ষিণাংশে সুন্দরবন।

সুন্দরবনের জঙ্গলে সুন্দরী, গরাণ, গর্জন, গেঁওয়া, কেওড়া প্রভৃতি নানারকম জ্বালানি-কাঠের গাছ জন্মে। এইসব গাছের মধ্যে সুন্দরী গাছ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য; এই গাছের কাঠ গাঢ় লাল, শক্ত, সুন্দর ও দামী। গরাণ কাঠও যথেষ্ট মূল্যবান্। সাধারণ আসবাবপত্র তৈয়ারি করতেও এইসব কাঠ ব্যবহৃত হয়। শিমুল, গেঁওয়া, ছাতিম ও পিটুলী গাছ থেকে দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তৈয়ারী হয়। এই বনে প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা ও হোগ্লা জন্মে। গোলপাতা ঘর ছাওয়ার কাজে লাগে। হোগ্লাপাতার সাহায্যে ঘরের বেড়া ও চাটাই ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। এছাড়া এই বনে প্রচুর মধু, নারকেল ও সুপারি পাওয়া যায়।

তরাই অঞ্চলের উচ্চতর অংশে পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি উঁচু ও খাড়া গাছ জন্মে। এইসব গাছের নরম কাঠ থেকে প্যাকিং বাক্স, দেশলাই ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। পর্বতের পাদদেশে সেগুন, শাল, শিশু, জারুল, বাঁশ ও বেত প্রভৃতির গভীর বন আছে। এখানে সিঙ্কোনা গাছেরও চাষ হয়। সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন প্রস্তুত করা হয়।

এই দুইটি বড় অরণ্য অঞ্চল ছাড়াও মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার জায়গায় জায়গায় বন দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল বনে শাল, মহুয়া, শিমুল, বাবলা, পলাশ, কুল প্রভৃতি গাছ জন্মে। পলাশ, কুল ও বাবলা গাছে লাক্ষা কীট পালা হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহ জেলায় তুঁতগাছে রেশম কীটের চাষ হয়।

পশ্চিম বঙ্গ
ধান
চা
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
গঙ্গা নদী
দামোদর নদ
বীরভূম
বর্ধমান
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
হুগলী
মেদিনীপুর
ব ঙ্গো প সা গ র
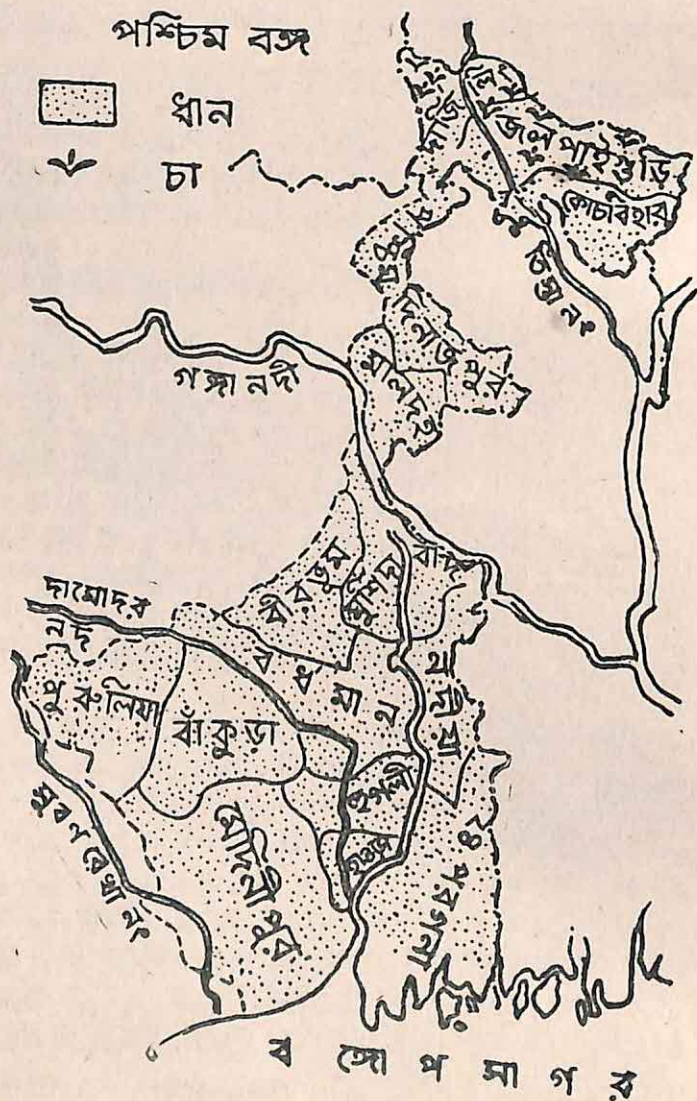
এগুলি ছাড়া গ্রামাঞ্চলে আম, জাম, কাঁঠাল, শিমুল প্রভৃতি গাছ যথেষ্ট জন্মে। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের কাঠ দিয়ে নানারকম জিনিস তৈয়ারী হয়। বনাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে—সব জায়গাতেই বাঁশ জন্মে। সমুদ্রের কাছে নারিকেল গাছ প্রচুর দেখা যায়।

খনিজদ্রব্য—ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে খনিজদ্রব্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ ও আসানসোলে অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। এইসব খনি হতে প্রচুর কয়লা তোলা হয়। কয়লা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দার্জিলিং জেলাতেও নিকৃষ্ট ধরনের কিছু কয়লা পাওয়া যায়। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় কিছু আকরিক লোহাও পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলায় কিছু কিছু অভ্র ও বর্ধমান জেলায় অনেক কয়লাখনি আছে। এ ছাড়া মালভূমি অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ চীনামাটি, চুনাপাথর ও উলফ্রাম পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা সুন্দরবন অঞ্চলে ভূগর্ভে বিরাট্ তৈলখনি আছে।

প্রধান প্রধান শস্য—পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল প্রাচীন শিলা-গঠিত বলে তত উর্বর নয়। কিন্তু সমভূমি অঞ্চল পলিমাটি দিয়ে গঠিত বলে যথেষ্ট উর্বর। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেজন্য নানা রকম শস্য এখানে ভাল জন্মে। শীতকালে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি প্রায় হয় না। সে সময় রবিশস্যের চাষ হয়।

ধান—পলিগঠিত উর্বর নিচু জমি, উষ্ণ জলবায়ু ও প্রচুর বৃষ্টিপাত ধান চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই ধান জন্মে। বৎসরের প্রথম দিকে কালবৈশাখীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আউশ ধানের বীজ বোনা হয়; ফসল কাটা হয় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে। তারপর বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমন ধানের চাষ আরম্ভ হয়; ফসল কাটা হয় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে। আমন ধানই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল। কার্তিক-অগ্রহায়ণের দিকে আবার বোরো ধানের বীজ বপন করা হয়; এই ফসল চৈত্র-বৈশাখ মাসে কাটা হয়। যদিও ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শস্য কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ফলন আমাদের দেশে অনেক কম।

আজকাল নানারকম সার ও বীজ সরবরাহ করে এবং চাষীদের নূতন পদ্ধতিতে চাষ শিখিয়ে ধানের ফলন বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় ধান বেশী উৎপন্ন হয়। তবে উৎকৃষ্ট ধান পশ্চিম দিনাজপুরে জন্মে। পশ্চিমের কয়েকটি জেলায় জমি বিশেষ উর্বর নয় বলে ও বৃষ্টি কম বলে, বৎসরে মাত্র একবার আমন ধানের চাষ হয়। এসব জায়গায় জলসেচের সাহায্যে আমন ও আউশ দুরকম ধানই উৎপাদন করা উচিত।

ডাল—উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ধানের পরেই ডালের স্থান। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ডালের চাষ বেশী হয়। অন্যান্য প্রায় সব জেলাতেই রবিশস্য হিসাবে অল্পবিস্তর ডালের চাষ হয়ে থাকে। এখানে মসুর, মুগ, কলাই ও খেসারির ডালের চাষই বেশী হয়।

পাট—নিচু ও অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত পলি-জমিতেই পাটের চাষ ভাল হয়। সেজন্য ভাগীরথীর উভয় তীরে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও ২৪ পরগনা জেলায় পাট চাষ বেশী হয়। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার নিচু সমতল ভূমিতেও পাট ভাল জন্মে। ভারত বিভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ অনেক বেড়ে গেছে।

আখ—সমতল জায়গায় দোআঁশ জমিতে আখ জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কিছু কিছু আখের চাষ হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি গঙ্গার নিকটবর্তী পলিময়, অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা আখ চাষের পক্ষে সুবিধাজনক।

চা—চা পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে যেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় অথচ জল দাঁড়ায় না সে সব জায়গায় অনেক চা-বাগান আছে। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট চা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় জন্মে।

তৈলবীজ—পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে সরিষা, চীনাবাদাম, তিল ও তিসি উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও নদীয়া জেলাতে তৈলবীজের চাষ বেশী হয়।

গম—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় এবং মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বাঁকুড়ায় কিছু কিছু গমের চাষ হয়। গমের জমিতে যবও হয়।

জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় **তামাক**; পার্বত্য ও সমতলভূমি অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টি কম হয় সেখানে **ভুট্টা**; মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় **কার্পাস**; দার্জিলিং-এর নিকট মংপুতে **সিঙ্কোনা** ও মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় রেশম কীটের খাদ্য হিসাবে **তুঁতগাছের** চাষ হয়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় কুল, পলাশ ও কুসুম গাছে **লাক্ষা** কীট পালা হয়। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের **আম** প্রসিদ্ধ।

জলসেচ—পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সমান বৃষ্টিপাত হয় না। বর্ধমান বিভাগে বৃষ্টিপাত কিছু কম হয়। তাই এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল হতে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থাই এসব অঞ্চলে অধিক প্রচলিত। ইংরেজ আমলে এই অঞ্চলে কয়েকটি খালের সংস্কার করা হয় ও নূতন কয়েকটি খাল কাটা হয়। এই খালগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর খাল, বর্ধমান জেলার দামোদর খাল, বর্ধমান ও হুগলী জেলার ইডেন খাল, বাঁকুড়ার শালবাঁধ ও আমজোড় খাল এবং বীরভূমের বক্রেশ্বর ও কাশীনালা খাল প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি আরও কয়েকটি খালের সংস্কার করা হয়েছে। এ সকল খালের জলে পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে সাত লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচ করা হয়।

প্রয়োজনের তুলনায় এই সমস্ত খাল যথেষ্ট নয়। সেজন্য বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি জলসেচের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হচ্ছে।

দামোদর পরিকল্পনা

দামোদর এবং তাহার উপনদীতে বাঁধ দিয়ে ৪টি স্থানে বড় বড় জলাশয় নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষায় এইসব জলাশয়ে জল সঞ্চয় করে রাখা হয় এবং বর্ষার পর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাল দিয়ে আবশ্যক মতো জল সরবরাহ করা হয়। এই পরিকল্পনায় বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার প্রায় ২৭ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার ফলে বন্যা নিরোধ করা গেছে ও সুলভে বিদ্যুৎ উৎপাদন

করা হচ্ছে। জলপথে কলকাতা বন্দর থেকে রানীগঞ্জ প্রভৃতি কয়লার খনি অঞ্চলে ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে বৎসরের সব ঋতুতে যাতায়াত করার খাল কাটা হয়েছে, তবে এখনও নিয়মিত নৌকা চলাচল শুরু হয়নি। ময়ূরাক্ষী নদীর উপরে ও বিহারে মেসাঞ্জোরে একটি বাঁধ এবং সিউড়ির কাছে তিলপাড়ায় একটি কপাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

তিলপাড়া থেকে দুটি বড় খালে জল নিয়ে, তার থেকে ছোট ছোট খালে চারিদিকে জল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাতে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ১৮ লক্ষ বিঘা জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কংসাবতী নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা শেষ হলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে জলসেচের ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

ইহা ছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কায় গঙ্গার উপর একটি বড় বাঁধ নির্মাণ করে ভাগীরথীকে পুষ্ট করার জন্য, খাল দিয়ে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা চলেছে। এসব বড় পরিকল্পনা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদপ্তর বহু ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার কাজ শেষ করেছে এবং এখনও করছে।

শিল্প—পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। এখানে নানাপ্রকার শিল্পের উপযোগী বহু প্রকার কাঁচামালও পাওয়া যায়। কলকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, জলপথ ও রেলপথে যাতায়াতের সুবিধা, প্রচুর জল, শ্রমিক ও মূলধন ইত্যাদি থাকায় পশ্চিমবঙ্গ একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এখানে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প দুই-ই আছে।

যন্ত্রশিল্প—কলকাতার কাছে হুগলী নদীর উভয় তীরে উত্তরে বাঁশবেড়িয়া থেকে দক্ষিণে বিরলাপুর পর্যন্ত প্রায় ৪৫ মাইল স্থানের মধ্যে প্রচুর কলকারখানা থাকায় এই অঞ্চলটিকে কলকাতা শিল্পাঞ্চল নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই শিল্পাঞ্চলে পাটশিল্পই প্রধান। পাটশিল্পের পরেই এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্থান। এ ছাড়া এ অঞ্চলে কাপড়, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান, রং, কাচ ও চীনামাটির

জিনিসপত্র, এ্যালুমিনিয়াম, তামা, পিতলের জিনিসপত্র, রবার, দেশলাই, কাগজ, তামাক, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈয়ারির বহু রকমের কলকারখানা আছে।

পাটশিল্প—পশ্চিমবঙ্গ পাটশিল্পে খুব উন্নত। হুগলী নদীর উভয় তীরে প্রায় ১০০টি পাটকল ও ৩২টি চাপকল আছে। চাপকলে পাটের গাঁট চাপ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। পাটের কলে প্রচুর পরিমাণে চট, থলে ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। চট, দড়ি, থলে ও পাটের গাঁট বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। বস্ত্রশিল্পেও ভারতে, গুজরাট ও মাদ্রাজের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৩০টি কাপড়ের কল আছে। কাচের শিশি, বোতল, চিমনি, গেলাস ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য কলকাতা ও তার নিকটবর্তী স্থানে ৩৪টি কাচের কারখানা আছে। এত বেশী কাচের কারখানা অন্য কোনও রাজ্যে নেই। কাগজ শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে ৬টি বড় কাগজের কল আছে। পশ্চিমবঙ্গে ৯টি দেশলাই কারখানার ৮টিই কলকাতার অতি কাছে অবস্থিত। রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র প্রস্তুত করবার জন্যও কতকগুলি বৃহৎ কারখানা কলকাতা ও তার শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার নিকটে একটি বড় মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা ও বজবজের কাছে বাটানগরে বিরাট্ জুতোর কারখানা খুব প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া নানারকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পাখা প্রভৃতি তৈয়ারি করার অনেক কারখানা, বেলুড়ের লোহ ও এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, লিলুয়া ও কাঁচড়াপাড়ায় রেলগাড়ি মেরামতের কারখানা, খিদিরপুরে জাহাজ মেরামতের কারখানা এবং ছোট বড় বহু ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, হাওড়ায় ও কলকাতার চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় শিল্পকেন্দ্র। বার্নপুর, কুলটি, বরাকর, দুর্গাপুরের লৌহ ইস্পাতের কারখানা ও কোকচুল্লী, চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা, রানীগঞ্জে কাগজের কল ও আসানসোলের নিকট সাইকেল ও এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ **চা-শিল্পের** জন্য প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় বহু চা-বাগান ও তৎ-সংলগ্ন চায়ের কারখানা আছে। এখানকার চা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় চাল কল আছে। নদীয়া জেলায় পলাশীতে চিনির কল ও খড়গ্‌পুরে বিখ্যাত রেলওয়ে কারখানা আছে।

কুটিরশিল্প—কুটিরশিল্পেও পশ্চিমবঙ্গ বেশ উন্নত। যদিও বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা এবং লোকের রুচি পরিবর্তনের দরুন কুটির-শিল্প অবনতির দিকে যাচ্ছে তবু এখনও বহু লোক কুটিরশিল্প অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করে।

এখানকার কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প সর্বপ্রধান। ধনেখালি, ফরাসডাঙ্গা, বেগমপুর, শান্তিপুর, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের তাঁতের কাপড় এবং মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও বিষ্ণুপুরের রেশমের কাপড় প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, মেদিনীপুরের মাদুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও দাঁইহাটের কাঁসা পিতলের বাসন ও মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের জিনিস প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরের শাঁখের জিনিস, বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরের ছুরি, কাঁচি ও কোদাল প্রসিদ্ধ। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আরও বহু রকমের কুটিরশিল্প আছে। এর মধ্যে তেলের ঘানি, গুড়, বিড়ি, দড়ি, সতরঞ্চি, কাঠের আসবাবপত্র, সোনা-রুপার গহনা, খেলনা ও কাগজ উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্য—দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা এবং বিদেশজাত দ্রব্য দেশে আমদানি করাকে **বহির্বাণিজ্য** বলে। বিদেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য প্রধানত কলকাতা বন্দর দিয়ে হয়ে থাকে। নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য স্থলপথে দার্জিলিং জেলার ভিতর দিয়ে চলে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, কয়লা, চামড়া, রেশম ইত্যাদি, ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো এবং ভারতের বাহিরেও রপ্তানি হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিদেশ থেকে তামা, পেট্রোলিয়াম, নানাপ্রকার কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, কার্পাস, রবার, রবারজাত দ্রব্য, রেশম, কাগজ, ঔষধ, প্রসাধন দ্রব্য, মসলা, কাচ ইত্যাদি আমদানি করে। ভারতের বিভিন্ন

অংশ হতে চিনি, কাপড়, কার্পাস, সূতো, তেল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পশ্চিমবঙ্গে আমদানি হয়। এই সমস্ত জিনিস যে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনেই আমদানি করা হয় তা নয়; অনেক সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের দ্রব্যাদিও প্রয়োজনবোধে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে আমদানি রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

যানবাহন ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত এবং পরিবহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে। পূর্বে এদেশে স্থলপথে ঘোড়া ও গরুর গাড়ির সাহায্যে ও জলপথে নৌকার সাহায্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। বর্তমানে সে জায়গায় স্থলপথে রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি ও জলপথে স্টীমার, মোটর বোট এবং আকাশ-পথে বিমানযোগে অতি দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে এখনও গ্রামাঞ্চলে যানবাহনের ব্যবস্থা অনেকটা পূর্বের মতোই রয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রেলপথসমূহের কেন্দ্র কলকাতা। যে সব রেলপথ উত্তর ও পূর্ব দিকে গিয়েছে, সেগুলি শিয়ালদহ থেকে এবং যেগুলি পশ্চিম দিকে গিয়েছে, সেগুলি হাওড়া থেকে আরম্ভ হয়েছে। কলকাতা হতে **পূর্ব রেলপথ** রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের সীমানা পর্যন্ত গিয়েছে। হাওড়া থেকে এই রেলপথ উত্তর-পশ্চিমে বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে মোগলসরাই পর্যন্ত গিয়েছে। **দক্ষিণ-পূর্ব** রেলপথ হাওড়া থেকে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের দিকে গিয়েছে। **উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত** রেলপথ বিহারের পূর্বাংশ হতে পশ্চিমবাংলার উত্তর অংশের মধ্য দিয়ে আসামে প্রবেশ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি অনেক জায়গায় মজে যাওয়ায় নদীপথে আগে নৌকা ও স্টীমারে চলাচলের যেমন সুবিধা ছিল এখন আর তেমন নাই। এখানকার জলপথ বা নৌপথের মধ্যে ভাগীরথী প্রধান। এই নদী দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ কলকাতা পর্যন্ত আসে। কলকাতা এবং পূর্ব-পাকিস্তান ও আসামের মধ্যে মালবাহী স্টীমার নদীপথে যাতায়াত করে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বড় নদী, হিজলীখাল,

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চল
লৌহ ও ইস্পাত
কাপড়ের কল
কাগজের কল
চিনির কল
মোটর গাড়ী
ইঞ্জিন তৈরী
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
পশ্চিম দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
চিত্তরঞ্জন
বার্ণপুর
দুর্গাপুর
বর্ধমান
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
উত্তরপাড়া
টিটাগর
হাওড়া
কলিকাতা
২৪ পরগনা
মেদিনীপুর

ঈস্টার্ন ক্যানেল প্রভৃতির মধ্য দিয়েও অনেক মালবাহী নৌকা যাতায়াত করে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু পাকা রাস্তা আছে। এদের মধ্যে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রধান। এই পথ হাওড়া থেকে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ, দিল্লি হয়ে একেবারে পশ্চিম-পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়েছে। পূর্বদিকে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, যশোহর রোড ও পশ্চিমে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, মেদিনীপুর-রানীগঞ্জ রোড প্রসিদ্ধ। কলকাতা থেকে সুদীর্ঘ রাস্তা উত্তরে দার্জিলিং জেলার সীমানা পর্যন্ত গিয়েছে। এ ছাড়া প্রতি জেলাতেই আজকাল বহু পাকা ও কাঁচা রাস্তা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিমানপথসমূহের কেন্দ্র দমদম। এখান থেকে পৃথিবীর নানা স্থানে বিমান চলাচল করে। রাজ্যের উত্তর অংশ ও ভারতের বিভিন্ন অংশের সহিত এখান থেকে বিমানপথে যোগাযোগ আছে।

লোকের জীবিকা—পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের কিছু বেশী লোক (শতকরা ৫৪ জন) প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। সাধারণত তিন শ্রেণীর চাষী দেখা যায়; যেমন—(১) যারা নিজের জমি চাষ করে (২) যারা ভাগে চাষ করে এবং (৩) যারা চাষী-মজুর। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাষীদের অবস্থা মন্দ নয়, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা খুবই খারাপ। এজন্য যাদের চাষবাসের আয় থেকে সংসার চলে না তারা অবসর সময়ে অন্যান্য কাজকর্ম করে সংসার চালায়। গ্রামের বহু চাষী-মজুর এজন্য শিল্পাঞ্চলে, কয়লার খনিতে ও চা-বাগানে কাজ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু কুটিরশিল্পের প্রচলন আছে। গ্রামের কিছু লোক বিভিন্ন কুটিরশিল্পেও নিযুক্ত আছে। ধোপা, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, কর্মকার প্রভৃতিরা তাদের জাতিগত বৃত্তির উপর নির্ভর করে সংসার চালায়। শিক্ষিতদের মধ্যে বহুলোক কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, এঞ্জিনিয়ার। এ ছাড়া শিল্পাঞ্চলে, কলকারখানায় আপিস আদালতে বহুলোক কাজ

করে থাকে। ট্রাম, বাস, লরি, ট্যাক্সি ইত্যাদি চালানোর কাজেও বেশ কিছু লোক নিযুক্ত আছে। দোকানদারি, আড়তদারি, দালালি ইত্যাদি নানারকম ছোটখাট ব্যবসা করেও কিছু লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

লোকসংখ্যা অনুযায়ী অঞ্চল—পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল। গত ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে এ রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ৩,৪৯,২৬,২৭৯। এখানে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনে লোকসংখ্যা দিনের পর দিন আরও বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে ১০২৯ জন লোক বাস করে। ভারতের মধ্যে একমাত্র কেরালা ছাড়া আর কোথাও এত ঘনবসতি নেই। কিন্তু সব জায়গাতেই বসতির ঘনত্ব একরূপ নয়। যেখানে জীবিকা অর্জনের সুবিধা আছে, খাদ্যদ্রব্য সহজে পাওয়া যায়, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বা যাতায়াতের সুবিধা আছে সেসব জায়গাতেই লোকবসতি বেশী। সাধারণত শিল্পাঞ্চলেই লোকবসতি সবচেয়ে বেশী ঘন। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগনা জেলায় হুগলী নদীর উভয় তীরে অসংখ্য কলকারখানা থাকায় লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন। এই শিল্পাঞ্চলে লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে ৪৮,০০০—৫০,০০০এর মধ্যে। এরূপ ঘনবসতি পৃথিবীর কম জায়গাতেই আছে।

রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার খনি থাকায় এবং আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে বহু কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় এই অঞ্চলের লোকবসতিও অত্যন্ত ঘন। কলকাতা শিল্পাঞ্চলের পরেই এই অঞ্চলের লোকবসতির ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও কতকগুলি শিল্পকেন্দ্র আছে। সেজন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে এগারশতেরও কিছু অধিক।

নদীয়া জেলার নবদ্বীপেও লোকবসতি বেশ ঘন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু বাস্তুহারা এখানে এসে বসবাস করাতে নদীয়া জেলাতেও লোকবসতি প্রতি বর্গমাইলে এগারশতের কিছু অধিক। মেদিনীপুর, বীরভূম ও মালদহ কৃষিপ্রধান জেলা। সেজন্য এসব জেলায় লোকসংখ্যা

বেশী। প্রতি বর্গমাইলে আটশতের কিছু অধিক। বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, পুরুলিয়া এইসব জেলায় প্রতি বর্গমাইলে ছয়শতের কিছু অধিক লোক বাস করে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি বিশেষ করে দার্জিলিং জেলায় যাতায়াতের অসুবিধা, ও কৃষিযোগ্য ভূমি কম। শীতকালে আবার খুব শীত। এজন্য এসব জায়গায় লোকবসতি কম—প্রতি বর্গমাইলে পাঁচশতের সামান্য অধিক।

পশ্চিমবঙ্গে ১৮৪টি শহর ও ৩৮,৪৬৫টি গ্রাম আছে। এই শহরগুলির মধ্যে ১২টি বড় শহর বা নগর।* কলকাতা সব চাইতে বড়।

শাসনতান্ত্রিক বিভাগ—শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমস্ত পশ্চিম-বঙ্গকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) প্রেসিডেন্সি বিভাগ (২) বর্ধমান বিভাগ ও (৩) জলপাইগুড়ি বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগকে আবার কয়টি জেলায় ভাগ করা হয়েছে। পাঁচটি জেলা নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ছয়টি জেলা নিয়ে বর্ধমান বিভাগ এবং পাঁচটি জেলা নিয়ে জলপাইগুড়ি বিভাগ গঠিত। জেলাগুলিকে আবার মহকুমায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক মহকুমার অধীনে কয়েকটি থানা আছে। থানার অধীনে আবার কতগুলি অঞ্চল আছে। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি অঞ্চল গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তাকে 'রাজ্যপাল' বলা হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজ্য শাসন করেন। বিভাগের শাসন-কর্তাকে 'কমিশনার' বলা হয়। জেলার শাসনকর্তাকে 'ম্যাজিস্ট্রেট' বা জেলাশাসক বলা হয়। মহকুমার শাসনকর্তাকে বলা হয় 'মহকুমাশাসক' বা 'এস. ডি. ও.'। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 'দারোগা' ও অঞ্চলের প্রধান কর্মকর্তাকে 'অঞ্চল-প্রধান' বলে।

চতুর্থ শ্রেণীর ভূগোলেই পশ্চিমবঙ্গের বিভাগ ও তার অধীন জেলা ও শহরগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে; সেজন্য এখানে শুধু বিভাগ তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

---

*যে শহরে এক লক্ষের উপর লোক বাস করে তাহাকে নগর বলা হয়।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ—কলকাতা, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও হাওড়া—এই পাঁচটি জেলা নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিভাগ গঠিত। এই বিভাগের উত্তরে জলপাইগুড়ি বিভাগ, পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বর্ধমান বিভাগ। এই বিভাগের আয়তন ৯৪৭০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১,৫২,৫০,০১৫।

এই বিভাগের সর্ব দক্ষিণে নিম্ন ও আর্দ্র সুন্দরবন। পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলে এখানকার জমি খুব উর্বরা।

ভাগীরথী বা হুগলী এই বিভাগের প্রধান নদী। অন্যান্য নদীর নাম ইছামতী, মাতলা প্রভৃতি। এই নদীগুলি দক্ষিণবাহিনী।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে **ধান** ও **পাট** প্রধান। তা ছাড়া আখ, তামাক, নানাপ্রকার রবিশস্য ও নানাবিধ ফল জন্মে। দক্ষিণে সুন্দরবনে প্রচুর কাঠ ও মধু পাওয়া যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে রেশম ও তাঁতবস্ত্র, পিতল, কাঁসার বাসন, হাতির দাঁতের জিনিস প্রসিদ্ধ। বড় বড় কলকারখানায় পাটের দ্রব্য, কাপড়, কাগজ, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ ও চীনামাটির দ্রব্য, এ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

এই বিভাগের দক্ষিণে হুগলী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত কলকাতা পৃথিবীর বৃহৎ নগরগুলির অন্যতম। ইহা একটি বড় বন্দরও। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে,—দক্ষিণে বজবজ থেকে উত্তরে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত হুগলী নদীর পূর্ব তীরে একটি বিরাট্ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। হুগলীর পশ্চিম তীরেও হাওড়ায় আরেকটি শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। দুইটিকে একত্রে কলকাতার শিল্পাঞ্চল বলা হয়। এই শিল্পাঞ্চলে পাট সংক্রান্ত ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকায় এ অঞ্চলের লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। প্রতি বর্গ মাইলে ৪৮,০০০—৫০,০০০ লোক বাস করে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোক ও পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বহু উদ্বাস্তু এই শিল্পাঞ্চলে বাস করে। এ জায়গা একটি জনবহুল বসতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

হুগলী নদীর তীরে বহু শিল্পনগরী বর্তমান। এদের মধ্যে

কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটী, ভাটপাড়া, টিটাগড়, বারাকপুর, ইছাপুর, আগরপাড়া, দমদম ও বজবজ প্রধান। অন্যান্য শহরের মধ্যে কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর কুটিরশিল্পের জন্য, নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলে, মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর মুসলমান আমলের পুরানো শহর ও নানাপ্রকার কুটিরশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ভাগীরথী বা হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত হাওড়া একটি শিল্পনগরী। এখানে অসংখ্য ছোট ছোট ইন্‌জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা আছে। একটি বিরাট্ পুল দিয়ে কলকাতার সঙ্গে হাওড়া যুক্ত।

বর্ধমান বিভাগ—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া—এই ছয়টি জেলা নিয়ে বর্ধমান বিভাগ গঠিত। এই বিভাগের উত্তরে সাঁওতাল পরগনা, পূর্বে ভাগীরথী নদী ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বিভাগের আয়তন ১৬০১৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১,৪১,২৬,৮০৬।

বর্ধমান বিভাগের পূর্বাংশ পলিমাটি দিয়ে গড়া ও নিচু। পশ্চিমাংশের ভূমি বন্ধুর, কঙ্করময় ও অনুর্বর। পশ্চিমাংশে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পাহাড় ও জঙ্গল আছে এবং এ অঞ্চলের জলবায়ু পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শুষ্কতর ও চরমভাবাপন্ন।

অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর ও কাঁসাই এই বিভাগের প্রধান নদী। জমির ঢাল পূর্ব কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বলে নদীগুলি প্রায়ই পূর্ববাহিনী। বর্ষার জলে পুষ্ট বলে নদীগুলিতে বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে কিন্তু শীতকালে জলাভাবে শুকিয়ে যায়। ধানই বর্ধমান বিভাগের প্রধান কৃষিজাত সম্পদ্। এ ছাড়া আলু, পাট, সরষে, আখ প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ্ও কম নয়। মহুয়া ও শালের বন থেকে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বর্ধমান বিভাগই খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও সামান্য আকরিক লোহা ও অভ্র পাওয়া যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বর্ধমান বিভাগের রেশমবস্ত্র, তাঁতবস্ত্র,

পিতলের বাসন, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি ও গালার জিনিসপত্র প্রধান। এ ছাড়া বড় বড় কলকারখানায় পাটের জিনিস, কাপড়, লোহা, কাগজ, কাচ, রেলের ইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, ওষুধ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কলকাতা শিল্পাঞ্চলের মতো দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ ও আসানসোলকে কেন্দ্র করে আর একটি শিল্পাঞ্চল এ বিভাগে গড়ে উঠেছে। এই শিল্পাঞ্চলে প্রচুর কয়লা ও নিকটে আকরিক লোহা থাকায় এটি ভারতের মধ্যে একটি প্রধান লৌহশিল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এখানে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। প্রতি বর্গমাইলে ৪৮,০০০ জন লোক বাস করে। এই অঞ্চলের শহরের মধ্যে **দুর্গাপুর, আসানসোল, বার্নপুর** ও **হীরাপুর** লৌহ ও ইস্পাতের এবং লৌহজাত দ্রব্যের কারখানার জন্য, **চিত্তরঞ্জন** রেল ইঞ্জিন তৈয়ারির জন্য, **রানীগঞ্জ** কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। অন্যান্য শহরের মধ্যে কাঞ্চননগর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, রামপুরহাট নানাবিধ কুটিরশিল্পের জন্য এবং বোলপুর-শান্তিনিকেতন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর জন্য প্রসিদ্ধ। তারকেশ্বর, বক্রেশ্বর প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান। **খড়গপুর** ও **আদ্রা** বড় রেলওয়ে জংশন।

জলপাইগুড়ি বিভাগ—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ—এই পাঁচটি জেলা নিয়ে এই বিভাগ গঠিত। এই বিভাগের উত্তরে হিমালয়, পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান, দক্ষিণে প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও পূর্ব-পাকিস্তান, পশ্চিমে নেপাল ও বিহার। এই বিভাগের আয়তন ৮৩৪৪ বর্গমাইল ও লোক-সংখ্যা ৫৫,৪৯,৪৫৮।

এই বিভাগের উত্তরাংশে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল থেকে জমি ক্রমে দক্ষিণ দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে। এই বিভাগের উত্তরাঞ্চল শীতপ্রধান।

তিস্তা ও মহানন্দা এই বিভাগের প্রধান নদী। তরাই অঞ্চলের অরণ্যে প্রচুর কাঠ ও মধু পাওয়া যায়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার চা ও কমলালেবু প্রধান।

মালদহ এই বিভাগের মুসলমান আমলের পুরানো শহর। এখানে নানাপ্রকার কুটিরশিল্প আছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর স্থান বলে প্রসিদ্ধ।

ভারত ইউনিয়ন

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। ভারতের একেবারে পশ্চিম ও পূর্বদিকে দু'টি অংশ নিয়ে পাকিস্তান নামে নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। বাকী অংশের নাম ভারত ইউনিয়ন বা ভারত যুক্তরাষ্ট্র।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর জুড়ে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত হিমালয় ও দক্ষিণে বিশাল ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ভারতের পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব-পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান ও আরব সাগর। এদেশের আয়তন প্রায় সাড়ে বার লক্ষ বর্গমাইল এবং আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মতো।

উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের দৈর্ঘ্য প্রায় দু'হাজার মাইল এবং পশ্চিমে কচ্ছ থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত এর বিস্তৃতিও প্রায় দু'হাজার মাইল।

প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ—ভূ-প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী এই দেশকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল।
(২) গঙ্গা-বিধৌত সমভূমি।
(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি।
(৪) পূর্ব ও পশ্চিমের উপকূলভূমি।

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল**—ভারত ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিম পামীর মালভূমি থেকে কারাকোরাম পর্বত বের হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত রয়েছে। কারাকোরামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গড্‌উইন অস্টিন (২৮,২৫৮ ফিট উচ্চ)। এরই দক্ষিণে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারত ইউনিয়নের ১৫০০ মাইল ব্যাপী উত্তর সীমা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট (২৯,০০২ ফিট) পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহা নেপাল ও চীন সীমান্তে অবস্থিত।

ভারত
প্রাকৃতিক ভূভাগ
পর্বত
নদী
মরুভূমি
চী ন
তি ব্ব ত
আফগানিস্তান
পা কি স্তা ন
মালবের মালভূমি
আ র ব
সা গ র
ব ঙ্গো প সা গ র
ভা র ত ম হা সা গ র

ইহা ছাড়া নাঙ্গা পর্বত, নন্দাদেবী, ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি হিমালয়ের অন্যান্য আরও বহু শৃঙ্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত থেকে পাটকই, নাগা ও লুসাই নামে তিনটি পর্বত পর পর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত রয়েছে। নাগা পর্বত থেকে খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড় পশ্চিম দিকে আসামের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এই সকল পর্বতমালার মাঝে মাঝে গভীর উপত্যকা ও গিরিপথ আছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় এইসব গিরিপথ বরফে ঢাকা থাকে। গিরিপথগুলির মধ্যে জোজিলা, সিপকি, সাসার ইত্যাদি প্রধান।

হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে বাঁশ, বেত প্রভৃতির গভীর অরণ্য আছে। উচ্চ অঞ্চলে ওক, শাল, খয়ের ইত্যাদি বৃক্ষ এবং আরও উঁচুতে ফার, পাইন, দেবদারু ইত্যাদি বৃক্ষের অরণ্য আছে। হিমালয়ের শিখরদেশ চির তুষারে আবৃত থাকে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সব নদী এই তুষার-গলা জলে পুষ্ট।

(২) **গঙ্গা-বিধৌত সমভূমি**—এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি পঞ্জাব থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে এই সমভূমি ১৫০০ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১৫০—২৫০ মাইল প্রশস্ত। এর পশ্চিমাংশে আরাবল্লী পর্বত অবস্থিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির এবং উহাদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদীর পলি দ্বারা এখানকার সমভূমি গঠিত হয়েছে বলে ইহা খুব উর্বর। এই সমভূমির মধ্যভাগ (উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর বিহার) নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা অপেক্ষা শুষ্ক ও উষ্ণ। পশ্চিমাংশে বৃষ্টি আরও কম, উষ্ণতার প্রকোপ আরও বেশী। গম, যব, আখ পশ্চিমাংশের এবং ধান ও পাট পূর্বাংশের প্রধান শস্য। শিল্পে ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ। এই সব কারণে এখানকার লোকবসতি খুব ঘন।

সমভূমি অঞ্চলের নদনদী—উত্তরের নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান। সিন্ধুনদ-গঠিত প্রায় সমস্ত অঞ্চল পশ্চিম-পাকিস্তান ও ব্রহ্মপুত্র নদ-গঠিত সমভূমির নিম্নভাগের বেশী অংশ পূর্ব-পাকিস্তানে পড়েছে। সুতরাং সমভূমি অঞ্চলের সমস্ত অংশকেই প্রায় গাঙ্গেয় সমভূমি বলা যেতে পারে। এই গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলটি

খুবই বড়, আয়তনে ভারত রাষ্ট্রের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। **গঙ্গানদী** (প্রায় ১৫৫০ মাইল দীর্ঘ) হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে প্রবেশ করেছে। সমভূমি অঞ্চলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজমহল পাহাড়ের উত্তরাংশ ঘুরে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। ভগবানগোলার কাছে ভাগীরথী নামে এর একটি শাখা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অপর শাখা পদ্মা নামে পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী ও মহানন্দা বামতীরের এবং যমুনা, শোন, চম্বল, বেতোয়া গঙ্গার দক্ষিণ তীরের উপনদী।

সিন্ধুনদ (প্রায় ১৮০০ মাইল দীর্ঘ)—তিব্বতে মানস সরোবরের পশ্চিম থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পড়েছে। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটি এর প্রধান উপনদী। দেশ বিভাগের ফলে শতদ্রু ও বিপাশা নদী শুধু ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ (প্রায় ১৮০০ মাইল দীর্ঘ)—তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব মুখে তিব্বতের উপর দিয়ে প্রায় ৯০০ মাইল প্রবাহিত হয়েছে। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্তে সাদিয়ার কাছে আসামে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং পরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তিস্তা এর প্রধান উপনদী।

(৩) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি**—গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণে দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অবস্থিত। মালভূমিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা—(ক) মধ্য ভারতের মালভূমি ও (খ) দক্ষিণাপথের মালভূমি। মধ্য ভারতের মালভূমি পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত থেকে রাজমহলের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মালভূমির দক্ষিণে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত পরস্পর সমান্তরালভাবে প্রসারিত রয়েছে।

দক্ষিণাপথের মালভূমি তাপ্তী নদী থেকে প্রায় কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর উত্তর অংশ প্রশস্ত ও দক্ষিণ অংশ ক্রমশ সরু

হয়ে গেছে। এই মালভূমির পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতমালা অবস্থিত। দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত। পশ্চিমঘাটে নাসিকের কাছে থলঘাট, পুণার কাছে ভোরঘাট এবং নীলগিরির দক্ষিণে পালঘাট গিরিপথ অবস্থিত।

সমগ্র মালভূমি অঞ্চলের গড় উচ্চতা ২০০০ ফিট। এর অধিকাংশই কঠিন শিলা দিয়ে গড়া। উত্তর-পশ্চিমে কিছু অংশ লাভা দিয়ে গড়া। এখানে কৃষ্ণমৃত্তিকা আছে। মধ্য ভারতের মালভূমি দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঢালু, কিন্তু দক্ষিণাপথের মালভূমি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঢালু। মালভূমির পূর্ব প্রান্তে ছোটনাগপুর অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পশ্চিমঘাটের পশ্চিম দিকের ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু পূর্ব দিকের ঢালে বৃষ্টি কম হওয়ায় দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থলে মালভূমি শুষ্ক ও অনুর্বর। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল কার্পাস চাষের পক্ষে ও পশ্চিম উপকূল ধান চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

দাক্ষিণাত্যের নদনদী—মধ্য ভারতের অমরকণ্টক পর্বত থেকে **নর্মদা** নদী ও মহাদেব পর্বত থেকে **তাপ্তী** নদী উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে কাম্বে উপসাগরে পড়েছে। এই দুটি নদী ছাড়া দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রায় সব নদী পূর্ববাহিনী। **গোদাবরী, কৃষ্ণা** ও **কাবেরী** পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ইন্দ্রাবতী, প্রাণহিতা ও মঞ্জিরা গোদাবরীর উপনদী, ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার উপনদী। কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত বিখ্যাত।

মহানদী—মধ্য প্রদেশের উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী মহানদীর উপনদী। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জল খুবই কম থাকে।

(৪) **পূর্ব ও পশ্চিমের উপকূলভূমি**—ভারতের উপকূল ভাগ সর্বত্র সমভূমি। পশ্চিম উপকূলের উত্তর ভাগকে কঙ্কণ উপকূল ও দক্ষিণ ভাগকে মালাবার উপকূল বলে। এই উপকূলের সমভূমি মাত্র ৩০—৪০ মাইল প্রশস্ত। পশ্চিমঘাট অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে—সেজন্য এখানে প্রচুর ধান জন্মে। পূর্ব উপকূলের নাম

করমণ্ডল উপকূল। এই উপকূলে নদী মোহনায় পলিগঠিত ভূভাগ বেশ প্রশস্ত ও উর্বর। ধান এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

জলবায়ু—ভারতবর্ষ দক্ষিণে ৮° উঃ অক্ষাংশ থেকে উত্তরে ৩৭° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, সমুদ্র থেকে দূরত্ব ইত্যাদির পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু দেখা যায়। বিষুবরেখা ভারতের ৮° দক্ষিণে অবস্থিত, এবং কর্কটক্রান্তি ভারতকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করাতে উত্তর ভারত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ও দক্ষিণ ভারত উষ্ণ মণ্ডলের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারত একটি মালভূমি এবং এর তিন দিকে সমুদ্র থাকায় দক্ষিণ ভারতে শীত ও গ্রীষ্ম তত প্রখর নয়। উত্তর ভারত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হলেও সাধারণত ইহার পশ্চিম দিকের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন,—পূর্বদিকের জলবায়ু মৃদু। রাজস্থানের মরুভূমিতে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ (গড় উষ্ণতা ৯০°—৯৫° ফা) কিন্তু শীতকালে যথেষ্ট শীত (গড় উষ্ণতা ৪০°—৩৫° ফা)। পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় ও সমুদ্র কাছে থাকায় জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ।

হিমালয়ে অবস্থিত দার্জিলিং ও সিমলা প্রভৃতি শহর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত বলে, গ্রীষ্মকালেও খুব শীতল থাকে।

সমুদ্র তীরে অবস্থিত স্থানগুলিতে শীত ও গ্রীষ্মের প্রখরতা কম—কিন্তু সমুদ্র থেকে দূরে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত জায়গাগুলিতে শীত ও গ্রীষ্ম দু'য়েরই প্রখরতা বেশী। এইজন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজের জলবায়ু মনোরম কিন্তু বিলাসপুর, ভূপাল প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে বেশ শীত।

ভারতের জলবায়ুর উপর মৌসুমীবায়ুর প্রভাব খুব বেশী। এই বায়ু গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে ও শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করে।

গ্রীষ্মকালে উত্তর ভারতের স্থলভাগ অত্যন্ত তেতে যায়, ফলে বায়ু উত্তপ্ত ও লঘু হয়ে উপরে উঠে যায়। এই শূন্যস্থান পূরণ করবার

জন্য ভারত মহাসাগর থেকে শীতল বায়ু উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু বিষুবরেখা পার হয়ে ডান দিকে ঘুরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে ভারতের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু-প্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে আসে বলে এর নাম দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু, এই গ্রীষ্মকালীন উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ জলরাশির উপর দিয়ে এতদূর আসে বলে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে আনে। আরব সাগর থেকে আগত বায়ু প্রথমে পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পেয়ে উপরে ওঠে এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ঘনীভূত হয়ে বারিবর্ষণ করে। এজন্য মালাবার উপকূলে এই সময়ে ১০০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই বায়ু যতই উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় ততই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমতে থাকে। পশ্চিমঘাটের পূর্ব অঞ্চল ও দক্ষিণাপথের মালভূমিতে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ খুবই কম (২০—৩০ ইঞ্চি)। সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা বরাবর অগ্রসর হয়ে অমরকণ্টক অঞ্চলে বাধা পায় বলে সেখানে মৌসুমী বায়ু যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু এই বায়ু রাজস্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময়ে কোনও বাধা পায় না বলে সেখানে অতি অল্পই বৃষ্টি হয় (গড়ে ১০ ইঞ্চিরও কম)। ফলে থর মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গোপসাগর থেকে আগত বায়ুপ্রবাহ আসামের পর্বতমালা ও হিমালয় পর্বতে বাধা পায়। তাই বর্ষাকালে আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আসামের খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি, মসিনরাম ইত্যাদি স্থানে বৎসরে ৫০০ ইঞ্চিরও বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এই বায়ুপ্রবাহ হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং হিমালয়ের পাদদেশে এবং বঙ্গদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বায়ুপ্রবাহ যতই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় ততই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। রাজস্থানের পশ্চিমাংশ ও পশ্চিম-পাকিস্তানে এই মৌসুমী বায়ুর প্রভাব প্রায় অনুভব করাই যায় না।

শীতকালে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের উপরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন উত্তর ভারত থেকে বেশী চাপের বাতাস নিম্নচাপের দিকে ধাবিত হয়। গাঙ্গেয়

উপত্যকা ধরে ভারতের পূর্বপ্রান্তে এসে এই বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে প্রবাহিত হয় বলে এর নাম উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। এই বায়ুপ্রবাহ বরাবর স্থল-ভাগের উপর দিয়ে আসে বলে এতে কোনও জলীয় বাষ্প থাকে না। সেজন্য এই বায়ু থেকে উত্তর ভারতে কোথাও বৃষ্টিপাত হয় না। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই বায়ু কিছু জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুও এই উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে সমুদ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এই দুই বায়ুপ্রবাহ পূর্বঘাট পর্বতে বাধা পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত করে। এজন্য মাদ্রাজ অঞ্চলে বৎসরে দু'বার বর্ষাঋতু দেখা যায়।

প্রধান শস্য—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে প্রায় শতকরা ৭৭ জন লোক কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন বলে এদেশের নানা অংশে নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ধান—ধান ভারতের সর্বপ্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ও মুখ্য খাদ্যশস্য। পলিগঠিত সমভূমি, প্রচুর উত্তাপ ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ধান চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এজন্য নিম্ন নদী উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চল ধানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ, মাদ্রাজ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর ধান জন্মে।

গম—গমের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় না। উত্তাপও মাঝামাঝি রকমের দরকার। সেজন্য গম ভারতের শীতপ্রধান অঞ্চলের শীতকালীন শস্য। উত্তর প্রদেশ ও পূর্ব পঞ্জাবের বিভিন্ন নদী উপত্যকাতে অধিক পরিমাণে এবং মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারের নানাস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। এদেশের প্রায় অর্ধেক গম জলসেচের উপর নির্ভরশীল।

যব—গম চাষের উপযোগী জমিতে যবও জন্মে। বিহার ও উত্তর-প্রদেশে যবের চাষ হয়।

ভুট্টা—যেখানে বৃষ্টিপাত মাঝারি, জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, সেখানে

ভারতের গম ও কফির উৎপত্তি স্থান

ভাল ভুট্টা জন্মে। ভুট্টা ভারতের প্রায় সর্বত্রই হয়। পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে প্রচুর ভুট্টা জন্মে।

জোয়ার, বাজরা ও রাগি—অল্প বৃষ্টি হয় এমন অঞ্চলে এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে এই সব ফসল জন্মে। রাজস্থান, মধ্যভারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমিতেই এ-সবের অধিক পরিমাণে চাষ হয়।

ডাল—ভারতবাসীর একটি প্রধান খাদ্য। মুগ, মসুর, অড়হর, ছোলা প্রভৃতি নানাপ্রকার ডাল ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই জন্মে। উত্তর প্রদেশে সব চেয়ে বেশী ডাল জন্মে।

আখ—উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে আখ ভাল জন্মে। আখ উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন নদী উপত্যকাতে এদেশের অধিকাংশ আখ উৎপন্ন হয়। তারপর বিহারের স্থান। পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যাতেও আখ উৎপন্ন হয়।

তৈলবীজ—তিসি, সরিষা, চীনাবাদাম, রেড়ী, তিল প্রভৃতি তৈলবীজ ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মে। ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক তৈলবীজ জন্মে। তৈলবীজের মধ্যে চীনাবাদামই বেশী জন্মায় ও সমুদ্রের উপকূলে নারিকেল বেশী জন্মে।

কার্পাস—দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের কৃষ্ণ-মৃত্তিকা কার্পাস বা তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ কার্পাস উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। জলসেচের সাহায্যে পঞ্জাবে, উত্তর-প্রদেশে ও মাদ্রাজে উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মে।

পাট—উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে পাট জন্মায়। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আর্দ্র পলিমাটি পাট চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের পরেই পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান। বিহার ও আসামেও যথেষ্ট পাট জন্মে।

পানীয় দ্রব্য—চা—পর্বতের ঢালু অংশে যেখানে জল জমে না, অথচ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেখানে চা ভাল জন্মে। আসামে, পশ্চিম-বঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়, কেরালা ও মাদ্রাজের নীলগিরি পর্বতে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। উত্তর প্রদেশের দেরাদুন অঞ্চলে

ও পঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়ও চা জন্মে। এখানকার মোট চা উৎপাদনের ও রপ্তানির পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

কফি—মহীশূর, কেরালা ও মাদ্রাজের দক্ষিণ অংশে পাহাড়ের ঢালে কফি জন্মায়।

অন্যান্য দ্রব্য—তামাক—অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে তামাক বেশী জন্মে। তামাক উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

রবার—কেরালা, মাদ্রাজ ও মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণাংশের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে কিছু রবার গাছ জন্মে।

সিঙ্কোনা—দার্জিলিং জেলায়, আসাম ও নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষ হয়।

খনিজ দ্রব্য—ভারতে নানাপ্রকার খনিজ সম্পদ্ আছে, কিন্তু সেগুলি প্রধানত ছোটনাগপুরের মালভূমিতে ও তারই সংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়। এদেশের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লোহা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ ও কয়লা প্রধান।

কয়লা—পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ এবং বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলে এদেশের ৯০% কয়লা পাওয়া যায়। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। মাদ্রাজ, রাজস্থান ও আসামে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়।

লোহা—বিহারের সিংভূম জেলায়, উড়িষ্যার নানা স্থানে, মাদ্রাজের সালেম অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে প্রচুর উৎকৃষ্ট আকরিক লোহা পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ—ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে এদেশের প্রায় ৬০% ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এবং মহীশূরেও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

অভ্র—পৃথিবীর অধিকাংশ অভ্র ভারতে পাওয়া যায়। বিহারের হাজারিবাগ, মুঙ্গের ও গয়া জেলায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলায় অভ্র পাওয়া যায়। রাজস্থানের আজমীর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানেও কিছু অভ্র পাওয়া যায়।
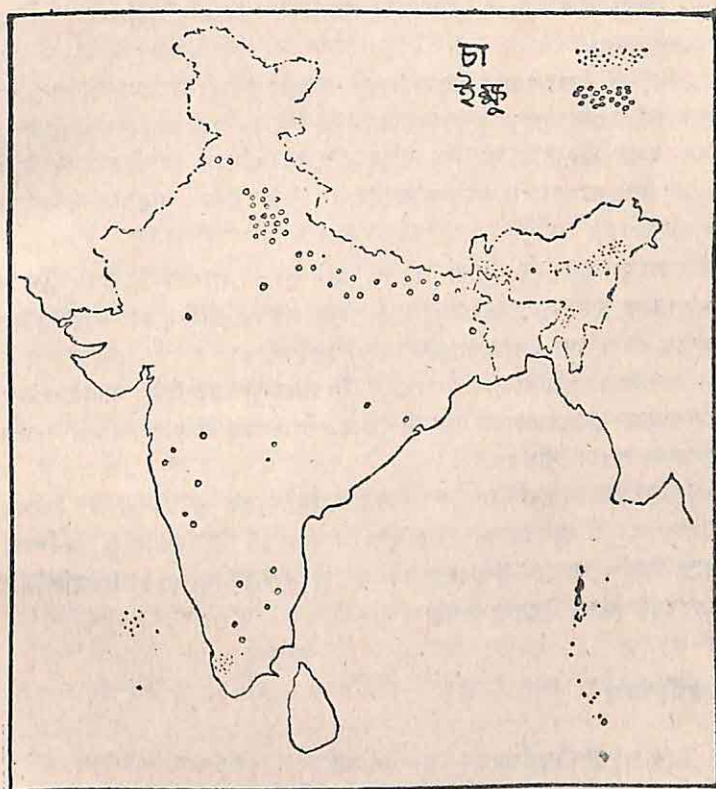
ভারতের চা ও ইক্ষুর উৎপত্তি স্থান

তামা—বিহারের ঘাটশিলার কাছে মোসাবনিতে তাম্রখনি আছে। আসাম, দার্জিলিং, সিকিম এবং রাজস্থানের ক্ষেত্রীতেও তাম্রখনি আছে।

সোনা—মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি থেকে অধিকাংশ সোনা পাওয়া যায়।

খনিজ তৈল—আসামের ডিগবয় অঞ্চলে তৈলখনি আছে। সম্প্রতি গুজরাট রাজ্যে কাম্বে উপসাগরের নিকট তৈলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সঞ্চয় এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ তৈলের খনিতে পরিণত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলেও খনিজ তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

লবণ—পঞ্জাবের মণ্ডিতে খনিজ লবণ পাওয়া যায়। দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রের জল হতে প্রচুর লবণ তৈরী হয়। রাজস্থানের সম্বর ও পুষ্কর হ্রদ অঞ্চলেও লবণ তৈরী হয়।

অন্যান্য খনিজ দ্রব্য—বক্সাইট, জিপসাম্, ক্রোমাইট, অ্যাসবেস্টস্, কেওলিন, সোরা, ফায়ার-ক্লে, উলফ্রাম, থোরিয়াম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যও ভারতে পাওয়া যায়।

শিল্পজাত দ্রব্য—প্রাচীন কাল থেকেই ভারত কুটির-শিল্পে বিশেষ উন্নত। দেশী ও বিদেশী বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটির-শিল্প ক্রমে লোপ পেয়ে যন্ত্র-শিল্পের প্রসার বেড়ে চলেছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি শিল্প উল্লেখযোগ্য:

বয়নশিল্প

(ক) **কার্পাস-শিল্প**—বর্তমানে ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প। এদেশে ৪৫০টি কলে সুতা কাটা ও কাপড় তৈরী হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গেই অধিকাংশ কাপড়ের কল আছে। তাঁতের কাপড় ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়; কিন্তু মাদ্রাজের ও পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের তাঁতের কাপড় অধিক সমাদৃত।

(খ) **পাট-শিল্প**—ভারতের ১১৫টি কলে পাটের দড়ি, চট, থলে প্রভৃতি তৈরী হয়। কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল পাট-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। হুগলী নদীর উভয় তীরে ১০৬টি পাটের কল আছে।

(গ) **রেশম-শিল্প**—ভারতের বহুস্থানে কুটির-শিল্প হিসাবে ১১৫টি কারখানায় রেশমের গুটি থেকে খাঁটি ও মিশ্রিত রেশম কাপড় তৈরী হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরালায় কার্পাস, কাঠের মণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে কৃত্রিম রেশম তৈরি করা হয়।

(ঘ) **পশম-শিল্প**—ভারতে বহুস্থানে কুটির-শিল্প হিসাবে ৪৫টি কারখানায় দেশী ও বিদেশী পশমের সাহায্যে গালিচা, শাল, কম্বল প্রভৃতি তৈরী হয়। উত্তরপ্রদেশের **কানপুর**, পঞ্জাবের **গুরুদাসপুর**, **অমৃতসর** ও কাশ্মীরের **শ্রীনগর** পশম-শিল্পের কেন্দ্র।

লোহা ও ইস্পাত-শিল্প—বিহারের জামসেদপুরে এশিয়ার মধ্যে একটি বৃহত্তম লোহা ও ইস্পাতের কারখানা। সেখানে কড়ি, বরগা, রেল-লাইন, গাড়ি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী হয়। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, বার্নপুর ও কুলটি, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, উড়িষ্যার রৌরকেল্লা, মহীশূরের **ভদ্রাবতী** অন্যান্য প্রধান লোহা ও ইস্পাত-শিল্পের কেন্দ্র। অন্ধ্রপ্রদেশের **বিশাখাপত্তনম্**-এ জাহাজ নির্মাণের, মহীশূরের **ব্যাঙ্গালোরে** বিমানপোত নির্মাণের, পশ্চিমবঙ্গের **উত্তরপাড়ার** কাছে হিন্দ্ মোটরস্-এ এবং **বোম্বাই** ও **মাদ্রাজে** মোটরগাড়ি নির্মাণের এবং পশ্চিমবঙ্গের **চিত্তরঞ্জনে** রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য বিরাট্ কারখানা আছে।

শর্করা-শিল্প—ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চিনি ও গুড় তৈরী হয়। সমগ্র ভারতে ১৫০টি চিনির কলের অর্ধেকের বেশী চিনির কল **উত্তরপ্রদেশে** আছে। উত্তর বিহারেও অনেকগুলি চিনির কল আছে।

কাগজ-শিল্প—পশ্চিমবঙ্গের **টিটাগড়ে**, **রানীগঞ্জে**, উত্তরপ্রদেশের **লক্ষ্ণৌ**, সাহারাণপুর, কানপুরে, বিহারের **ডালমিয়ানগরে**, উড়িষ্যার,

আসামের ধুবড়িতে, মধ্যপ্রদেশের নেপানগরে ও আরও কতকগুলি ছোট ছোট কেন্দ্রে কাগজ প্রস্তুত হয়।

চর্ম-শিল্প—পশ্চিমবঙ্গের **বাটানগর**, উত্তরপ্রদেশের **কানপুর** এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া মাদ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যও চর্মশিল্পে উন্নত। সুটকেস, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি নানারূপ চামড়ার জিনিস এদেশে প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়।

এছাড়া বড় বড় শহরে ও শহরতলীতে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, ওষুধ প্রস্তুতের কারখানা, এ্যালুমিনিয়াম, লোহা, কাচ প্রভৃতির কারখানা, রং, সাবান, দেশলাই, তৈল প্রভৃতির কারখানা আছে। সিন্ধ্রির সার প্রস্তুতের কারখানা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম সার প্রস্তুতের কেন্দ্র। ডালমিয়ানগরের সিমেন্টের কারখানাও একটি বিরাট্ সিমেন্ট প্রস্তুতের কেন্দ্র।

কুটির-শিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড় ও রেশমী পশমী কাপড় ছাড়া জয়পুর মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কাঁসা, পিতল ও তামার বাসনের উপর কাজ, রাজস্থানের পাথর ও কাঠের শিল্প, মহীশূরের হাতির দাঁতের কাজ উল্লেখযোগ্য।

যানবাহন ব্যবস্থা—এদেশে আগেকার দিনে স্থলপথে গরুর গাড়ি, ঘোড়া, পাল্কি ইত্যাদি যানবাহনরূপে ব্যবহার করা হত এবং জলপথে বিভিন্ন রকমের নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজকাল দ্রুত যাতায়াতের প্রয়োজনে চলাচলের ব্যবস্থা বিশেষ উন্নতিলাভ করেছে। বর্তমানে যানবাহন ব্যবস্থা প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত।

রেলপথ—ভারত যুক্তরাষ্ট্রে রেলপথের দৈর্ঘ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশী। এদেশের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৬,০০০ কিলোমিটার। কিন্তু তাও দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। রেলপথগুলি প্রধানত বড় বড় বন্দর ও নগরগুলিকে যোগ করেছে। ভারতে রেলপথগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত এবং নিম্নলিখিত নয়টি অঞ্চলে বিভক্ত।

(১) **নদার্ন রেলওয়ে**—রাজস্থানের কতক অংশ, পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থান, উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ এবং বিহারের উত্তর-পশ্চিম

অংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। দিল্লি সদর কার্যালয়। যোধপুর, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, সিমলা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

(২) **ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে**—পঞ্জাবের পশ্চিম দিকের কতক অংশ, রাজস্থানের অধিকাংশ, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে এই রেলপথ বিস্তৃত। জয়পুর, আজমীর, আহমদাবাদ, সুরাট, বরোদা প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। এই বিভাগের রেলপথের সদর কার্যালয় বোম্বাই।

(৩) **নর্থ-ঈস্টার্ন রেলওয়ে**—উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে এবং বিহারের উত্তর অংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। আগ্রা, বেরিলি, এলাহাবাদ, কানপুর, বেনারস, দ্বারভাঙ্গা, বারৌণি, কাটিহার প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। এই বিভাগের রেলপথের সদর কার্যালয় উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর।

(৪) **নর্থ-ঈস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে**—বিহারের পূর্ব অংশ, পশ্চিম-বঙ্গের উত্তর অংশ এবং সমগ্র আসামে এই রেলপথ বিস্তৃত। কাটিহার, শিলিগুড়ি, গৌহাটি, লামডিং, সদিয়া প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। এই বিভাগের রেলপথের সদর কার্যালয় পাণ্ডু।

(৫) **সেন্ট্রাল রেলওয়ে**—উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ অংশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের কতক অংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। ঝাঁসি, ভূপাল, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। এই অঞ্চলের প্রধান কার্যালয় বোম্বাই।

(৬) **ঈস্টার্ন রেলওয়ে**—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এই রেলপথ বিস্তৃত। হাওড়া, ধানবাদ, ভাগলপুর, গয়া প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। এই বিভাগের প্রধান কার্যালয় কলকাতা।

(৭) **সাউথ-ঈস্টার্ন রেলওয়ে**—পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এই রেলপথ বিস্তৃত। খড়গপুর, কটক, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপত্তনম্, নাগপুর প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। এই বিভাগের প্রধান কার্যালয়ও কলকাতা।

(৮) **সাদার্ন রেলওয়ে**—মাদ্রাজ, কেরালা, মহীশূর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহে এই রেলপথ বিস্তৃত। মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর,

মহীশূর, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। সাদার্ন রেলের সদর কার্যালয় মাদ্রাজ।

(৯) ইহা ছাড়া সাউথ-সেন্ট্রাল রেলওয়ে নামে একটি নূতন অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এই রেলপথ মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশে বিস্তৃত। ইহার প্রধান কার্যালয় সেকেন্দ্রাবাদ।

স্থলপথ—ভারত যুক্তরাষ্ট্রে তিন লক্ষ মাইলের কিছু বেশী যান-বাহনের উপযোগী স্থলপথ আছে। ইহার প্রায় ৪০% পাকা রাস্তা। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এদেশের সবচেয়ে পুরানো ও বিখ্যাত স্থলপথ। এই সড়ক কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের পেশোয়ার পর্যন্ত চলে গেছে।

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর থেকে নাগপুরের মধ্য দিয়ে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত **গ্রেট ডেকান রোডও** বিখ্যাত। এখন ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকটি জাতীয় রাজপথ (National Highways) নির্মিত হচ্ছে। এর ফলে কলকাতা, নাগপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লি পরস্পরের সহিত সোজাসুজি যুক্ত হয়েছে এবং একটি পথ দিল্লি থেকে আসাম পর্যন্ত গিয়েছে। এ ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রধান শহরগুলিকে যুক্ত করে রাষ্ট্রীয় রাজপথ (State Highways) এবং গ্রাম অঞ্চলকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য জেলা পথও (District Highways) তৈরী হচ্ছে।

জলপথ—ভারতের বিভিন্ন নদী ও খাল সমূহের মধ্য দিয়ে প্রায় ২৫,০০০ মাইল জলপথে যাতায়াত করা যায়। সমুদ্রপথেও এদেশের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে উপকূল বাণিজ্য চলে। কয়েকটি বড় বন্দরের মারফত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যও চলে।

বিমান পথ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি বিমান কোম্পানির বিমানসমূহ নিয়মিতভাবে এদেশের উপর দিয়ে পৃথিবীর নানা দিকে যাতায়াত করে। এই বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যে B.O.A.C., P.A.A., T.W.A., K.L.M. ও পাকিস্তানের ইন্টার ন্যাশন্যাল এয়ার-ওয়েজ প্রভৃতি বিখ্যাত। দমদম (কলকাতা), সান্ট্রাক্রুজ (বোম্বাই) এবং পালাম (দিল্লি) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটিসহ এদেশে প্রায়

১৪০টি বিমানঘাঁটি আছে। ভারতের নিজস্ব বিমানপোতসমূহ ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ করপোরেশনের পরিচালনাধীনে।

বিমানপোত, জাহাজ, নৌকো, রেলগাড়ি প্রভৃতি ছাড়াও শহরে ট্রাম গাড়ি, মোটর গাড়ি, বাস্, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি, রিক্শা ইত্যাদিও যানবাহন রূপে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিবরণ—প্রায় দু'শ বছর ইংরেজ রাজত্বের পর ১৯৪৭ খিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ হলে ১৯৫০ খিস্টাব্দের ২৬ জানুআরি সেই সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পূর্বেকার প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির কিছু রদবদল করে কতকগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনকালে ভারতবর্ষে অনেকগুলি দেশীয় করদ রাজ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সেগুলির প্রায় সবই নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তাকে রাষ্ট্রপতি বলা হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সহায়তায় শাসন পরিচালনা করেন। এই মন্ত্রিমণ্ডলী লোকসভার কাছে তাঁদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী দিয়ে গঠিত সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার বলা হয়। শাসনকার্য চালান ব্যাপারে এঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। রাজ্যের প্রধান শাসককে রাজ্যপাল বলে। তিনি এবং তাঁর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাসহ গঠিত সরকারকে রাজ্য সরকার বলা হয়। এই রাজ্য সরকার রাজ্যের যাবতীয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যের শাসনকার্য চালান ব্যাপারে এঁরা রাজ্যের আইন সভার কাছে দায়ী থাকেন।

প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ ও প্রসিদ্ধ নগর

বর্তমানে ১৭টি রাজ্যপাল বা গভর্নর শাসিত রাজ্য ও ১১টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল আছে। গভর্নর শাসিত রাজ্যসমূহের মধ্যে

আয়তন হিসাবে মধ্যপ্রদেশ বৃহত্তম ও কেরালা ক্ষুদ্রতম। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কেবলমাত্র কেরালার আয়তন অপেক্ষা বেশী। লোকসংখ্যা হিসাবে উত্তরপ্রদেশ প্রথম ও নাগাভূমি রাজ্যের লোকসংখ্যা সবচেয়ে কম।

গভর্ণর বা রাজ্যপাল শাসিত রাজ্য

আসাম—আসাম ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে হিমালয় পর্বত, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে পূর্ব-পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ।

ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর উপত্যকা ও তাদের মধ্যস্থিত গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, নাগা ও লুসাই প্রভৃতি পাহাড় নিয়ে এই প্রদেশ গঠিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এইসব পাহাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় রাজ্যের সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জি পৃথিবীর অন্যতম বৃষ্টিবহুল স্থান; এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০০″-রও অধিক। অত্যধিক বৃষ্টির ফলে আসামে গভীর ও সুবিস্তৃত অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিরাট্ বনাঞ্চলে শাল, সেগুন, জারুল, শিমুল, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মে। সমভূমিতে ধান ও পাট এবং পাহাড়ের ঢালে চা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কার্পাস, আলু এবং আখ যথেষ্ট জন্মে। এই রাজ্যে পেট্রোলিয়াম, চুনাপাথর পাওয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রশিল্পে এই রাজ্য উন্নত নয়। চা-শিল্পই এখানকার প্রধান শিল্প। কুটির শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্প বিখ্যাত।

প্রধান নগর—**শিলং** আসামের রাজধানী ও একটি মনোরম পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। **গৌহাটী** ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এই রাজ্যের সর্বপ্রধান শহর ও বাণিজ্যস্থান। ইহার নিকট **কামাখ্যাতে** বিখ্যাত হিন্দু মন্দির আছে। **ডিগবয়** তৈলখনির জন্য প্রসিদ্ধ। **ডিব্রুগড়, সদিয়া, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী, শিবসাগর** প্রভৃতি শহর প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান।

পশ্চিমবঙ্গ—ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

বিহার—উত্তরে নেপাল রাজ্য, পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং

চীন
তিব্বত
হিমালয় পর্বত
পশ্চিম সীমান্ত এলাকা
ভুটান
পশ্চিম বঙ্গ
ব্রহ্মপুত্র নদ
গোয়ালপাড়া
গৌহাটি
আসাম
শিলং
চেরাপুঞ্জি
ডিব্রুগড়
শিব সাগর
নাগা পর্বত
নাগাল্যান্ড
কোহিমা
শিলচর
মণিপুর
ইম্ফল
ব্রহ্মদেশ
পূর্ব পাকিস্তান
আগরতলা
বঙ্গোপসাগর

আসাম

রাজনৈতিক

পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। এই রাজ্যের উত্তরে কতকাংশে তরাই অঞ্চল, মধ্যে গঙ্গা অববাহিকার সমভূমি, দক্ষিণে ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমি। গঙ্গা এবং তার উপনদী শোন, গন্ডক, ঘর্ঘরা ও কুশী এ রাজ্যের প্রধান নদনদী। এই রাজ্যে বৃষ্টিপাত মাঝারি রকমের, জলবায়ু আর্দ্র এবং নাতিশীতোষ্ণ। উত্তর গাঙ্গেয় সমভূমিতে ধান, গম, যব, ভুট্টা, তামাক, আখ, বিভিন্ন প্রকার রবিশস্য এবং তৈলবীজ জন্মে। ছোটনাগপুরের মালভূমিতে কয়লা, লোহা, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চীনামাটি, চুনাপাথর ও সিমেন্টের উপাদান পাওয়া যায়। এত খনিজ দ্রব্যের একত্র সমাবেশ হওয়ায় এ অঞ্চলটি আধুনিক যন্ত্রশিল্পে অতিশয় উন্নত। জামসেদপুরে একটি বৃহৎ লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া এখানকার ডালমিয়ানগরের সিমেন্টের কারখানা ও সিন্ধ্রির সার প্রস্তুতের কারখানাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রধান নগর—গঙ্গা নদীর তীরে **পাটনা** এ রাজ্যের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। **গয়া** হিন্দুদের তীর্থস্থান। **রাঁচি** স্বাস্থ্যকর স্থান, বিহারের রাজ্যপালের গ্রীষ্মবাস ও শিল্পকেন্দ্র। **হাজারিবাগ, দেওঘর, মধুপুর, গিরিডি, ঘাটশিলা** প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস। ছোটনাগপুরের **ধানবাদ, ঝরিয়া,** গিরিডি, **কোডারমা** প্রভৃতি খনিজ শিল্পের কেন্দ্র। **ভাগলপুর** রেশম শিল্পের কেন্দ্র ও **মুঙ্গের** বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **জামসেদপুর,** ডালমিয়ানগর, সিন্ধ্রি, মুরি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র।

উড়িষ্যা—উড়িষ্যার উত্তরে বিহার, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণে অন্ধ্র প্রদেশ ও বঙ্গোপসাগর। এই রাজ্যের উত্তরাংশ পার্বত্য ও বনময় মালভূমি এবং দক্ষিণাংশ মহানদী ও তার উপনদী ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীর পলিগঠিত সমভূমি। জলবায়ু বাংলাদেশের মত আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। বৃষ্টিপাত সাধারণত ৫৫—৬০ ইঞ্চির মধ্যে। উষ্ণ ও আর্দ্র, ব-দ্বীপ ও উপত্যকায় উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা ৮০ ভাগ ধান। ইহা ভিন্ন আখ, তামাক, তৈলবীজ ও প্রচুর নারিকেলও জন্মে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এখানে প্রচুর লোহা ও কয়লা পাওয়া যায়। নানাস্থানে কিছু অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথরও

পাওয়া যায়। এজন্য বর্তমানে লৌহ খনি অঞ্চলে রৌরকেল্লাতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

প্রধান নগর—মহানদীর তীরে অবস্থিত কটক এই রাজ্যের সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ও পূর্বের রাজধানী। রেলপথ, জলপথ ও স্থলপথের সংযোগস্থলে কটক অবস্থিত। কটকের দক্ষিণে অবস্থিত ভুবনেশ্বর এই রাজ্যের নূতন রাজধানী। সম্বলপুর একটি শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। সম্বলপুরের কাছে মহানদীর উপর হীরাকুঁদ বাঁধ প্রসিদ্ধ। পুরী ও গোপালপুর সমুদ্রোপকূলে স্বাস্থ্যনিবাস। পুরী জগন্নাথ দেবের মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ—হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। পুরীর নিকটবর্তী কোনারকের সূর্যমন্দির প্রসিদ্ধ।

উত্তরপ্রদেশ—এই রাজ্যের উত্তরে হিমাচল প্রদেশ ও নেপাল, পূর্বে বিহার, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমে রাজস্থান, দিল্লি ও পঞ্জাব।

এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সুবিস্তৃত গাঙ্গেয় সমভূমির এবং দক্ষিণে মধ্যভারতের মালভূমির কিছু অংশ। উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে নন্দাদেবী, (২৫,৬৬০ ফিট উচ্চ) কেদারনাথ, বদ্রীনাথ প্রভৃতি হিমালয়ের কয়েকটি উচ্চ শৃঙ্গ অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার উৎস গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী হিমবাহও এই পার্বত্য অংশে অবস্থিত। মধ্যের বিস্তৃত সমতল অঞ্চলের উপর দিয়ে গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা, রামগঙ্গা ও গোমতী নদী প্রবাহিত। পশ্চিম বাংলার তুলনায় এখানকার জলবায়ু অধিক শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন। বৃষ্টিপাত যথেষ্ট কম (৩০—৪০ ইঞ্চির মধ্যে)। এজন্য সমতল অঞ্চলে সমস্ত নদীগুলি থেকে খাল কেটে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে আখ, গম, যব ও ভুট্টা প্রধান। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আখ, গম ও ভুট্টা এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। ধান, কার্পাস, তৈলবীজ ও নানাপ্রকার রবিশস্যও এখানে যথেষ্ট জন্মে। এ ছাড়া দূন উপত্যকায় চা এবং গাজিপুরে আফিং উৎপন্ন হয়। শিল্পেও এ রাজ্য যথেষ্ট উন্নত। এখানে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চিনির কল আছে। এ ছাড়া তৈলের কল, কার্পাস ও রেশম বস্ত্র, গালিচা, সতরঞ্চ, কার্পেট, কাচের ও

উত্তর প্রদেশ

রাজনৈতিক

কাঁসা পিতলের বাসন ইত্যাদি বহুবিধ কুটির শিল্পে এ রাজ্য বিশেষ উন্নত।

প্রধান নগর—গোমতী নদীতীরে অবস্থিত **লক্ষ্মৌ** কয়েকটি রেল-পথের সংযোগস্থল এবং এই রাজ্যের রাজধানী। এখানকার নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য বিখ্যাত। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে **এলাহাবাদের** নিকট-বর্তী **প্রয়াগ** হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ। **বারাণসী** বা **কাশী** হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। ইহা রেশম শিল্পের কেন্দ্র। **কানপুর, মির্জাপুর, মোরাদাবাদ** শিল্পপ্রধান স্থান ও বাণিজ্য কেন্দ্র। **আগ্রা** যমুনাতীরে অবস্থিত মুসলমান বাদশাহ্‌দের প্রাচীন রাজধানী। এখানকার তাজমহল জগদ্বিখ্যাত। **আলিগড়** মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাখন ও ঘি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। **হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন** হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। **মুসৌরি, নৈনিতাল, আলমোড়া** ও **দেরাদুন** প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস। **গোরক্ষপুর** উত্তর-পূর্ব রেলপথের সদর কার্যালয়। **মীরাট** ও **বেরিলি** উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশের দুইটি বড় শহর।

পঞ্জাব[১]—**পঞ্জাব** ভারতের অন্যতম সীমান্ত প্রদেশ—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে কাশ্মীর ও জম্মু, পূর্বে উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণে রাজস্থান এবং পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান।

উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালয় অঞ্চলের পাদদেশে অনুচ্চ শিবালিক পর্বতশ্রেণী বর্তমান। অবশিষ্ট অংশ প্রায় সমতল। **শতদ্রু** ও **বিপাশা** এখানকার প্রধান নদী। শতদ্রুর ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ বিখ্যাত। ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর সামান্য অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে গরম খুব বেশী, বৃষ্টিপাত কম। মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে মাত্র ২০—৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে যথেষ্ট শীত। ঘূর্ণিবাত্যার ফলে কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টি হয়।

---

[১] সম্প্রতি পঞ্জাব রাজ্যকে পঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুইটি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে।

উত্তম জলসেচ ব্যবস্থার ফলে এখানে প্রচুর গম, দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস, যব, ভুট্টা, তামাক, তৈলবীজ ও আখ জন্মে। বহুস্থানে পশু-পালন করা হয়। পশম শিল্প, কারু শিল্প, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চিনি, দেশলাই ইত্যাদি বিশেষ উন্নত।

প্রধান নগর—চন্ডীগড় একটি আধুনিক শহর ও এই দুই রাজ্যের যুগ্ম রাজধানী এবং কেন্দ্র-শাসিত। জলন্ধর বিভিন্ন রেলপথের সংযোগ-স্থল, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনানিবাস। অমৃতসর রেলপথের কেন্দ্রস্থল ও পশম শিল্পের কেন্দ্র এবং শিখদিগের প্রধান তীর্থস্থান—স্বর্ণমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। লুধিয়ানা কার্পাস, রেশম ও পশম শিল্পের কেন্দ্র। আম্বালা, পাতিয়ালা, ভাতিন্দা বড় শহর। ধরমশালা ও কসৌলি বিখ্যাত শৈলনিবাস। পানিপথ ও কুরুক্ষেত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান।

মধ্যপ্রদেশ—ভারতের মধ্যভাগে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তরাংশে মধ্যপ্রদেশ অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে উত্তরপ্রদেশ, পূর্বে বিহার ও উড়িষ্যা, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং পশ্চিমে গুজরাট রাজ্য ও রাজস্থান।

এই রাজ্যের উত্তর অংশে বিন্ধ্য পর্বত ও তার দক্ষিণে সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল পর্বত বিস্তৃত থাকায় উত্তরাংশ উচ্চ মালভূমি। সাতপুরা পর্বতের দক্ষিণের স্থানসমূহ প্রধানত কৃষ্ণমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। নর্মদা, তাপ্তী, ওয়ার্ধা, ওয়েনগঙ্গা, ইন্দ্রাবতী ও মহানদী এই রাজ্যের প্রধান নদী। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। ৩০—৪০ ইঞ্চির মধ্যে বৃষ্টিপাত হয়। উচ্চ মালভূমি অঞ্চল ছাড়া গ্রীষ্মের উত্তাপও যথেষ্ট প্রখর। শীতকালে বেশ শীত।

নদী উপত্যকায় ধান ও কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস জন্মে। উচ্চ অঞ্চলে কিছু গম, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। বনাঞ্চলে শাল, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান্ কাঠ ও লাক্ষা পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ, সামান্য কয়লা ও লোহা পাওয়া যায়। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে ভিলাইতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের এক বিরাট্ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া কার্পাস, রেশম শিল্পে, কারু শিল্পে ও প্রস্তর শিল্পে এই রাজ্য যথেষ্ট উন্নত।

মধ্যপ্রদেশ

রাজনৈতিক

প্রধান নগর—**ভূপাল** এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। নর্মদার তীরে অবস্থিত **জব্বলপুর** কার্পাস, প্রস্তর ইত্যাদি শিল্পের কেন্দ্র। ইহার নিকট মার্বেল পাথরের পাহাড়ে নর্মদার সুন্দর জলপ্রপাত আছে। **পাঁচমারি** স্বাস্থ্যনিবাস ও রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। **রায়পুর, বিলাসপুর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী** প্রভৃতি পুরাতন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ভিলাই** লোহা ও ইস্পাত শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র।

গুজরাট—ভারতের পশ্চিম সীমান্তের রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরে পশ্চিম-পাকিস্তান ও রাজস্থান, পূর্বে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র রাজ্য ও পশ্চিমে আরব সাগর। এ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে বিস্তীর্ণ সমভূমি, তার উত্তর অংশ বালুকাময়। দক্ষিণে কৃষ্ণ-মৃত্তিকাময় নিম্ন মালভূমি। নর্মদা ও তাপ্তী নদী এই রাজ্যের দক্ষিণ অংশের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পড়েছে। উপকূল অংশে সমুদ্রের প্রভাবে শীত ও গ্রীষ্মকালের তাপের পার্থক্য কম। দেশের অভ্যন্তরে যথেষ্ট উত্তাপ। নর্মদা ও তাপ্তী উপত্যকায় বেশ বৃষ্টি হয়—কিন্তু উত্তরে ক্রমে ক্রমে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে **কার্পাস, ধান,** তৈলবীজ ও খনিজ তৈল প্রধান। উপকূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। এখানে ছোট বড় অনেকগুলি বন্দর আছে। কার্পাস শিল্পে এই রাজ্য বিশেষ উন্নত। এ ছাড়া কৃত্রিম রেশম, কাগজ ও নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা আছে।

প্রধান নগর—**আহমদাবাদ** এ রাজ্যের সর্বপ্রধান নগর ও ভারতের কার্পাস শিল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্র। বর্তমানে ইহা গুজরাট রাজ্যের রাজধানী। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে 'গান্ধীনগরে' এ রাজ্যের স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হবে। **বরোদা** এই রাজ্যের দ্বিতীয় নগর, বস্ত্র ও অন্যান্য বহু শিল্পের কেন্দ্র। **রাজকোট, ভুজ, জামনগর** অন্যান্য প্রধান নগর। **কান্দালা** এ রাজ্যের সর্বপ্রধান বন্দর।

মহারাষ্ট্র—এই রাজ্যের উত্তরে গুজরাট রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মহীশূর ও অন্ধ্র প্রদেশ এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

উপকূলভাগে সংকীর্ণ সমভূমি। এই সমভূমির পূর্বদিকে পশ্চিম-ঘাট পর্বতশ্রেণী প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। পশ্চিমঘাট

রাজস্থান
রাণ অঞ্চল
গুজরাট
কান্দলা
আহমদাবাদ
জামনগর
রাজকোট
বরোদা
নর্মদা নদী
মহারাষ্ট্র
আরব সাগর

গুজরাট

রাজনৈতিক

প্রধান নগর—**ভূপাল** এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। নর্মদার তীরে অবস্থিত **জব্বলপুর** কার্পাস, প্রস্তর ইত্যাদি শিল্পের কেন্দ্র। ইহার নিকট মার্বেল পাথরের পাহাড়ে নর্মদার সুন্দর জলপ্রপাত আছে। **পাঁচমারি** স্বাস্থ্যনিবাস ও রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। **রায়পুর, বিলাসপুর, ইন্দোর, উজ্জয়িনী** প্রভৃতি পুরাতন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ভিলাই** লোহা ও ইস্পাত শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র।

গুজরাট—ভারতের পশ্চিম সীমান্তের রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরে পশ্চিম-পাকিস্তান ও রাজস্থান, পূর্বে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র রাজ্য ও পশ্চিমে আরব সাগর। এ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে বিস্তীর্ণ সমভূমি, তার উত্তর অংশ বালুকাময়। দক্ষিণে কৃষ্ণ-মৃত্তিকাময় নিম্ন মালভূমি। নর্মদা ও তাপ্তী নদী এই রাজ্যের দক্ষিণ অংশের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পড়েছে। উপকূল অংশে সমুদ্রের প্রভাবে শীত ও গ্রীষ্মকালের তাপের পার্থক্য কম। দেশের অভ্যন্তরে যথেষ্ট উত্তাপ। নর্মদা ও তাপ্তী উপত্যকায় বেশ বৃষ্টি হয়—কিন্তু উত্তরে ক্রমে ক্রমে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে **কার্পাস, ধান,** তৈলবীজ ও খনিজ তৈল প্রধান। উপকূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। এখানে ছোট বড় অনেকগুলি বন্দর আছে। কার্পাস শিল্পে এই রাজ্য বিশেষ উন্নত। এ ছাড়া কৃত্রিম রেশম, কাগজ ও নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা আছে।

প্রধান নগর—**আহমদাবাদ** এ রাজ্যের সর্বপ্রধান নগর ও ভারতের কার্পাস শিল্পের দ্বিতীয় কেন্দ্র। বর্তমানে ইহা গুজরাট রাজ্যের রাজধানী। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে 'গান্ধীনগরে' এ রাজ্যের স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হবে। **বরোদা** এই রাজ্যের দ্বিতীয় নগর, বস্ত্র ও অন্যান্য বহু শিল্পের কেন্দ্র। **রাজকোট, ভুজ, জামনগর** অন্যান্য প্রধান নগর। **কান্দালা** এ রাজ্যের সর্বপ্রধান বন্দর।

মহারাষ্ট্র—এই রাজ্যের উত্তরে গুজরাট রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মহীশূর ও অন্ধ্র প্রদেশ এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

উপকূলভাগে সংকীর্ণ সমভূমি। এই সমভূমির পূর্বদিকে পশ্চিম-ঘাট পর্বতশ্রেণী প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। পশ্চিমঘাট

পঃ পাকিস্থান
রাজস্থান
রাণ অঞ্চল
গুজরাট
ভুজ
কান্দলা
আহমদাবাদ
জামনগর
রাজকোট
কাম্বে
বরোদা
নর্মদা নদী
মহারাষ্ট্র
আরব
সাগর

গুজরাট

রাজনৈতিক

মহারাষ্ট্র

রাজনৈতিক

পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে গোদাবরী ও কৃষ্ণা তাদের উপনদীসহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। উপকূল অংশে সমুদ্রের প্রভাবে জলবায়ু সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে কম-বেশী ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় কিন্তু পূর্ব ঢালে বৃষ্টি অনেক কম এবং শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপও অধিক।

এখানকার কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস, উপকূল অঞ্চলে প্রচুর ধান, নারিকেল ও মালভূমির বিভিন্ন স্থানে জোয়ার, বাজরা, আখ, ভুট্টা ও নানাপ্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ প্রধান। পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। এই রাজ্য শিল্পে ও বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নত। বোম্বাই, নাগপুর, ওয়ার্ধা প্রভৃতি ভারতের কার্পাস শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। ইহা ভিন্ন এখানে কৃত্রিম রেশম, নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা এবং খনিজ তৈল শোধনের কেন্দ্র আছে।

প্রধান নগর—বোম্বাই এই রাজ্যের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ভারতের অন্যতম প্রধান নগর ও বন্দর। নাগপুর এই রাজ্যের দ্বিতীয় নগর ও কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র। পুনা, মহাবালেশ্বর ও নাসিক পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। শোলাপুর, ওয়ার্ধা, ঔরঙ্গাবাদ, ভাণ্ডারা এখানকার অন্যান্য নগর ও শিল্পকেন্দ্র। ট্রম্বেতে আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

অন্ধ্র প্রদেশ—দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পূর্ব অংশে অন্ধ্র প্রদেশ অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে মহারাষ্ট্র রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে মাদ্রাজ, পশ্চিমে মহীশূর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য।

এই রাজ্যের উপকূল অংশ সমভূমি, তার পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও তার উপনদী তুঙ্গভদ্রা এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। উপকূলের সমভূমিতে সমুদ্রের প্রভাবে শীত গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য খুবই কম, কিন্তু মধ্যভাগের সমভূমিতে পার্থক্য প্রচুর। গ্রীষ্মে ও শীতে বৎসরে দুবার বৃষ্টি হয়। এখানে প্রচুর ধান ও চীনাবাদাম এবং যথেষ্ট পরিমাণে গম, ভুট্টা, কার্পাস, আখ, তামাক ও

অন্ধ্রপ্রদেশ
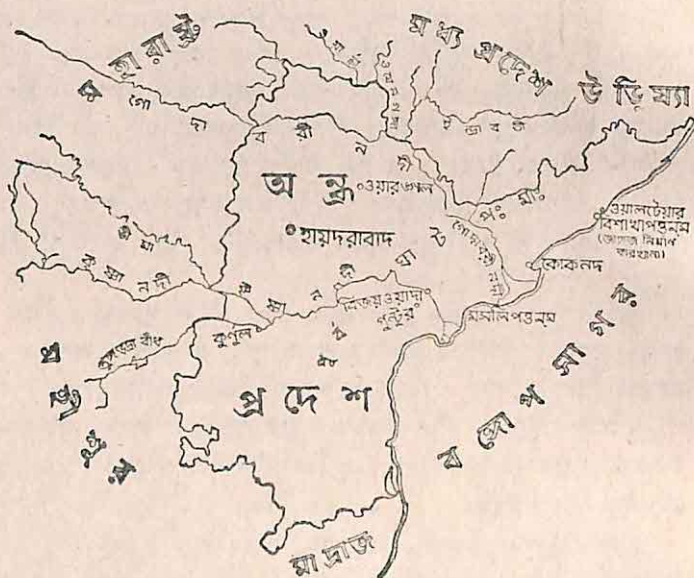
রাজনৈতিক

নানাপ্রকার ডাল জন্মে। এখানে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ এবং অল্প পরিমাণে কয়লা ও অভ্র পাওয়া যায়। ভারতের সর্বপ্রধান জাহাজ নির্মাণের কারখানা এই রাজ্যেই অবস্থিত। এখানে কাগজ, কাচ, সিমেন্ট, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করবার কারখানাও আছে।

প্রধান নগর—**হায়দরাবাদ** এই রাজ্যের রাজধানী; দক্ষিণ ভারতের মালভূমির উপর সর্বপ্রধান শহর। **বিশাখাপত্তনম্** এ রাজ্যের সর্বপ্রধান বন্দর ও ভারতের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। **মসলিপত্তনম্** ও **কোকনদ** অন্যান্য বন্দর। **বিজয়ওয়াদা, কর্ণুল, গুণ্টুর, ওয়ারঙ্গল** প্রভৃতি অন্যান্য বড় শহর। **ওয়ালটেয়ার** সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যনিবাস।

মাদ্রাজ—ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এই রাজ্য অবস্থিত। এর উত্তরে মহীশূর ও অন্ধ্র রাজ্য, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে কেরালা ও মহীশূর রাজ্য।

এই রাজ্যের পূর্ব উপকূলে সমভূমি আছে, তার পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী বহুদূর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। পূর্বঘাটের পশ্চিমদিকের অংশ মালভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে নীলগিরি পর্বত। কাবেরী এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

মালভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্ম অথবা শীতের তীব্রতা অনুভূত হয় না। উপকূল অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে ৪০ ইঞ্চি। মাদ্রাজে বৎসরে দুবার বর্ষা হয়।

নদীর ব-দ্বীপগুলিতে ও উপত্যকায় জলসেচের সাহায্যে প্রচুর **ধান** উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন প্রচুর **কার্পাস, নারিকেল** ও **চীনাবাদাম** কিছু কিছু আখ, তৈলবীজ, তামাক ইত্যাদিও উৎপন্ন হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, সীসা এবং সমুদ্রে শঙ্খ ও মুক্তা পাওয়া যায়। বয়ন শিল্পে এই রাজ্য যথেষ্ট উন্নত। ইহা ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি, চিনি, নারিকেল তেল, দড়ি, ম্যাটিং ইত্যাদি তৈরির কলকারখানা আছে।

প্রধান নগর—**মাদ্রাজ** এই রাজ্যের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। ভারতের বন্দরসমূহের মধ্যে এর স্থান তৃতীয় কিন্তু নগর হিসাবে ইহা চতুর্থ। **তিরুচিরাপল্লী** (ত্রিচিনাপল্লী) ও **ডিণ্ডিগাল** চুরুট

তৈরির কেন্দ্র। সালেম লৌহশিল্পের ও তাঞ্জোর কার্পাসশিল্পের কেন্দ্র। উৎকামন্ড বা উটি ও কোইম্বাটুর বিখ্যাত শৈলনিবাস। রামেশ্বর, কাঞ্জিভেরাম, মাদুরাই, নাগের কইল (কন্যাকুমারিকা) হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। নেগাপট্টম, তুতিকোরিন প্রভৃতি অন্যান্য বন্দর।

মহীশূর—এই রাজ্যের উত্তরে মহারাষ্ট্র রাজ্য, পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ, দক্ষিণে মাদ্রাজ ও কেরালা রাজ্য ও পশ্চিমে আরব সাগর। রাজ্যটি দাক্ষিণাত্য মালভূমির সর্বোচ্চ অংশে অবস্থিত। এর তিনদিক্ই পর্বতদ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট পবর্তমালা, পূর্বে পূর্বঘাট ও দক্ষিণে নীলগিরি পর্বত। কাবেরী ও কৃষ্ণা এখানকার প্রধান নদী। দক্ষিণ-পূর্ব অংশে কাবেরী নদীর বিখ্যাত শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত অবস্থিত।

এই রাজ্য উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হলেও উচ্চ মালভূমি হওয়াতে জলবায়ু আরামদায়ক। পশ্চিমাংশে গ্রীষ্মকালে বেশী বৃষ্টি হয় এবং পূর্ব অংশে শীতকালে কিছু বৃষ্টি হয়।

পশ্চিম দিকের উচ্চ অংশে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ায় চন্দন, সেগুন, কফি, সিঙ্কোনা প্রভৃতি গাছ জন্মে। পশ্চিমে আখ, কার্পাস, নারিকেল ও ধান এবং পূর্ব দিকের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অংশে রাগি, বাজরা ইত্যাদি জন্মে। এই রাজ্যের কোলার খনিতে স্বর্ণ ও বাবাবুদানে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। নানাবিধ শিল্পেও এদেশ উন্নত।

প্রধান নগর—ব্যাঙ্গালোর (৩১০০′ উচ্চ) এই রাজ্যের বৃহত্তম নগর ও রাজধানী; বহু রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। মহীশূর এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ও শিল্পকেন্দ্র। কোলার স্বর্ণখনির জন্য প্রসিদ্ধ। বেলগাঁও, ধারওয়ার ও বেলারী কার্পাসশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ভদ্রাবতী লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের কেন্দ্র। ম্যাঙ্গালোর প্রধান বন্দর।

কেরালা—দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে এই রাজ্য অবস্থিত। উত্তরে মহীশূর রাজ্য, পূর্বে মাদ্রাজ, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর। এ রাজ্যের পশ্চিম অংশ সমভূমি।

পূর্বে কার্দামম পর্বত ও আন্নামালাই পর্বতের কিয়দংশ থাকায় পূর্ব-দিক্ উচ্চ। এখানকার প্রধান নদী পেরিয়ার।

এখানকার পার্বত্য অঞ্চলের উত্তাপ মৃদু, সমভূমি অঞ্চল ও উপকূলের তাপও অন্যান্য স্থানের তুলনায় কম। গ্রীষ্মকালে এখানে খুব বেশী বৃষ্টি হয় (১০০ ইঞ্চির অধিক)। পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেগুন, মেহগিনি, চন্দনকাঠ, চা, রবার ইত্যাদি পাওয়া যায়। সমভূমিতে ধান, গম, ডাল জন্মে। সুপারি, নারিকেল ও রবার গাছ উপকূলে প্রচুর জন্মায়। এ্যালুমিনিয়াম, কার্পাস, সিমেন্ট ইত্যাদি বহুবিধ শিল্পে এ রাজ্য উন্নত।

প্রধান নগর—**ত্রিবান্দ্রম** এই রাজ্যের রাজধানী ও একটি বড় বন্দর। **কোচিন** এই রাজ্যের প্রধান বন্দর। **আর্নাকোলম্, কুইলোন, এলেপ্পি, কালিকট** অন্যান্য বন্দর। **আলওয়ে** এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বড় কেন্দ্র।

রাজস্থান—এই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান, উত্তর-পূর্বে পঞ্জাব, পূর্বে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে গুজরাট রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান।

এই রাজ্যের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে আরাবল্লী পর্বত দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তৃত রয়েছে। অন্যান্য স্থান নিম্ন মালভূমি। মধ্যে মধ্যে বহু বালিয়াড়ি ও ছোট ছোট পাহাড় আছে। চম্বল এখানকার প্রধান নদী। এই রাজ্যের জলবায়ু চরম প্রকৃতির। শীত গ্রীষ্ম ও দিনরাত্রি উভয়ের উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশী। পশ্চিম অংশ বৃষ্টিহীন। পূর্ব অংশে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য পশ্চিম-পাকিস্তানের থর মরুভূমি এই রাজ্যের পশ্চিম অংশেও কিছুদূর বিস্তৃত। এই মরুভূমি অঞ্চলে সম্বর প্রভৃতি কতগুলি লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে। গ্রীষ্মকালে এগুলি প্রায়ই শুষ্ক থাকে।

মরু ও মরুপ্রায় ভূমি বলে এদেশে চাষ-আবাদ খুব কম হয়, তবে জলসেচের সাহায্যে কিছু ফসল উৎপন্ন করা যায়। রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছু গম, যব, জোয়ার ও তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। সম্বর ও অন্যান্য হ্রদের জল থেকে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। এই রাজ্য খনিজ

সম্পদে সমৃদ্ধ। চুনাপাথর, জিপসাম, সীসা ও রূপা পাওয়া যায়। এ রাজ্যের প্রস্তরশিল্প, কারুশিল্প ও বস্ত্রশিল্প বিখ্যাত।

প্রধান নগর—**জয়পুর** এই রাজ্যের প্রধান নগর, রাজধানী এবং রাজপুতানার বৃহত্তম শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র। **যোধপুর** রাজপুতানার প্রাচীন রাজধানী এবং একটি প্রসিদ্ধ বিমানঘাঁটি। **উদয়পুর, চিতোর** রাজপুতানার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। **বিকানীর** একটি প্রাচীন শহর, এখানকার পশমশিল্প উন্নত। **আবু** একটি স্বাস্থ্যনিবাস ও জৈনদের তীর্থস্থান।

জম্মু ও কাশ্মীর—উত্তর সীমান্তে ভারতের এই রাজ্য অবস্থিত। এর উত্তরে আফগানিস্তান ও চীন, পূর্বে তিব্বত, দক্ষিণে পূর্ব-পঞ্জাব রাজ্য ও পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান। এই রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণ দিকের জম্মুপ্রদেশ একটি অনুচ্চ মালভূমি। উত্তর ও মধ্যভাগের উপর দিয়ে কয়েকটি উচ্চ পর্বতশ্রেণী এই রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এদের মধ্যে গভীর উপত্যকা আছে। সর্ব দক্ষিণে বিতস্তা নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকা। একেই কাশ্মীর উপত্যকা (৫০০০—৬০০০ ফিট উচ্চ) বলে। চমৎকার জলবায়ু ও সৌন্দর্যের জন্য এই উপত্যকা ভূস্বর্গ নামে খ্যাত। সিন্ধু ও তার কয়েকটি উপনদী এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

এখানে গ্রীষ্মকাল আরামদায়ক, তখন সামান্য (১৫—২৫ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে তীব্র শীত; অধিকাংশ স্থান তখন তুষারাবৃত থাকে।

গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য, আপেল, পীচ, আঙ্গুর, বেদানা ইত্যাদি নানাপ্রকার ফল এখানে জন্মে। তৃণভূমিতে প্রচুর মেষপালন করা হয়। পশমশিল্পে ভারতের মধ্যে এ-রাজ্য শ্রেষ্ঠ। কাঠ ও ধাতুর উপর খোদাই-শিল্পের জন্যও কাশ্মীর বিখ্যাত। কয়েকটি স্থানে কয়লা, তাম্র, স্লেট ও চীনামাটির খনি আছে।

প্রধান নগর—**শ্রীনগর** (৫,২০০ ফিট উচ্চ) এই রাজ্যের রাজধানী, বাণিজ্যকেন্দ্র, প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস এবং কাঠ, রেশম ও পশমশিল্পের কেন্দ্র। **বরমূলা**—এখানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। **ইস্‌লামাবাদ**

একটি বড় শহর। **লেহ্** (১১,৫০০ ফিট উচ্চ) গিরিপথের দ্বারে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। জম্মু—শীতকালীন রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

নাগাল্যান্ড—আসামের পূর্বপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরে ও পশ্চিমে আসাম প্রদেশ, পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণে মণিপুর রাজ্য। **কোহিমা** এই রাজ্যের রাজধানী।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

দিল্লি—পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন দিল্লি, ও নিকটস্থ কিছু স্থান এবং উত্তরপ্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চলের কিছু জায়গা নিয়ে দিল্লি রাজ্য গঠিত হয়েছে। দিল্লি কেবলমাত্র এই রাজ্যের রাজধানী নয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরও রাজধানী। বিভিন্ন রেলপথ, স্থলপথ ও বিমানপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং পশম, রেশম, কার্পাস, চিনি, জরির কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল।

হিমাচল প্রদেশ[১]—হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্য পঞ্জাবের উত্তর-পূর্বে ও হরিয়ানার উত্তরে অবস্থিত। **সিমলা** এই রাজ্যের রাজধানী ও একটি প্রসিদ্ধ শৈলনিবাস। **কসৌলি, ডালহৌসি** সুন্দর শৈলনিবাস।

ত্রিপুরা—আসামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ক্ষুদ্র অরণ্যময় রাজ্য। গোমতী প্রধান নদী। উপত্যকা অঞ্চলে ধান, পাট, আখ ও কার্পাস জন্মে। **আগরতলা** এখানকার রাজধানী।

মণিপুর—আসামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য। প্রশস্ত উপত্যকায় ধান, আখ, ডাল, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার তাঁতের কাপড় ও বাসনপত্র প্রসিদ্ধ। **ইম্ফল** এখানকার রাজধানী।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (NEFA)—আসামের উত্তর-পূর্ব

---

[১] বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—ভাষাভিত্তিক প্রদেশ হিসাবে পঞ্জাব বিভক্ত হলে পঞ্জাবের উত্তরাংশের কিছু অংশ হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হিমাচল প্রদেশকে একটি অখণ্ড রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে।

অংশে অবস্থিত একটি পার্বত্য অঞ্চল। আসামের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে এই অঞ্চল শাসন করেন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এখানকার দ্বীপগুলি বন্ধুর ও অরণ্যে আবৃত। এখানে ধান, নারিকেল ও নানারূপ মূল্যবান্ কাঠ পাওয়া যায়। পোর্টব্লেয়ার এখানকার রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

লাক্ষাদিভ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ—কেরালা রাজ্যের পশ্চিমে আরব সাগরে এই ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এ অঞ্চলে প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায়।

গোয়া, দমন, দিউ—পূর্বে এই স্থানগুলি পর্তুগীজ অধিকৃত ছিল। বর্তমানে এই স্থানগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। নারিকেল, আম, আনারস, কলা ইত্যাদি ফল উৎপাদনের জন্য গোয়া প্রসিদ্ধ। পাঞ্জিম এখানকার রাজধানী। মর্মাগাঁও প্রধান বন্দর।

দাদরা এবং নাগার হাভেলী—পূর্বে এই স্থানগুলি পর্তুগীজ অধিকৃত ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন।

পণ্ডিচেরী, কারিকাল, মাহে—পূর্বে এই স্থানগুলি ফরাসী অধিকৃত ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। এ সকল অঞ্চলে নারিকেল ও ধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পণ্ডিচেরী এই অঞ্চলের রাজধানী।

চণ্ডীগড়ের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেশী রাজ্য

সিকিম—পশ্চিমবঙ্গের ঠিক উত্তরে, হিমালয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র সিকিম রাজ্য অবস্থিত। রাজধানী গ্যাংটক এখানকার প্রধান শহর।

ভুটান—সিকিমের পূর্বদিকে ভুটান আর একটি পার্বত্য রাজ্য। পর্বতের অরণ্য থেকে বহু প্রকার কাঠ, গালা, রেশম, মৃগনাভি ও মোম পাওয়া যায়। বর্তমান রাজধানী থিমঠাং। পুনাখা এ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী।

পৃথিবী পরিচয়

রাত্রে নির্মল আকাশের দিকে চাইলে বহু জ্যোতিষ্ক দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীও এরূপ একটি জ্যোতিষ্ক। অনন্ত শূন্যে নির্দিষ্ট পথে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে একটি সমতল ক্ষেত্র বলে মনে হয়। কিন্তু নানারকম পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর আকার গোল, তবে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত কিছুটা চাপা।

ভূগোলক পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তবিন্দুকে উত্তরমেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তবিন্দুকে দক্ষিণমেরু বলা হয়। এই দুইটি মেরুবিন্দুকে যে কাল্পনিক সরল রেখা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে—সেই রেখাকে মেরুরেখা বলে। পৃথিবী এই মেরুরেখার উপর আবর্তন করে। উত্তর ও দক্ষিণমেরু থেকে সমান দূরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আর একটি কল্পিত রেখা বৃত্তের আকারে ভূগোলককে বেষ্টন

করে আছে। এই রেখার নাম নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা। এই রেখাটির উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত পৃথিবীর দুটি অংশকে যথাক্রমে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়।

পৃথিবীর আয়তন প্রায় ১৯¾ কোটি বর্গমাইল, পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল ও ব্যাস প্রায় ৮ হাজার মাইল। ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে কোনও উড়োজাহাজের পৃথিবীর পরিধি ঘুরে আসতে ৪ দিন ৪ ঘণ্টা লাগবে।

পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। এই স্থলভাগ সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশকে একটি মহাদেশ বলা হয়। পৃথিবীর এই সাতটি মহাদেশের নাম (১) এশিয়া (২) ইউরোপ (৩) উত্তর আমেরিকা (৪) দক্ষিণ আমেরিকা (৫) আফ্রিকা (৬) অস্ট্রেলেশিয়া (অস্ট্রেলিয়া ও তৎসংলগ্ন দ্বীপসমূহ) (৭) আন্টার্কটিকা। এদের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ আয়তনে সবচেয়ে বড়। তারপর যথাক্রমে আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলেশিয়া এবং আন্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশ। কুমেরু মহাদেশের অন্তর্গত সমস্ত জায়গা এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। সর্বক্ষণ তুষার ঝড় ও তুষারপাতের জন্য এইসব স্থান দুর্গম।

পৃথিবীর জলভাগকেও প্রধান পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রত্যেক অংশকে মহাসাগর বলা হয়। এদের নাম (১) প্রশান্ত মহাসাগর (২) আটলান্টিক মহাসাগর (৩) ভারত মহাসাগর (৪) উত্তর বা সুমেরু মহাসাগর এবং (৫) দক্ষিণ বা কুমেরু মহাসাগর।

প্রশান্ত মহাসাগর সর্বাপেক্ষা বড়। তারপর যথাক্রমে আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর এবং সবচেয়ে ছোট দক্ষিণ মহাসাগর। এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বে আফ্রিকা ও ইউরোপ, পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর বা সুমেরু মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর যথাক্রমে পৃথিবীর সব চাইতে উত্তরে ও সব চাইতে দক্ষিণে।

এশিয়া

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। উত্তর গোলার্ধের সুমেরু মহাসাগরের উপকূল থেকে দক্ষিণে প্রায় নিরক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়া পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

এই মহাদেশের উত্তরে সুমেরু মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে উরাল পর্বত, ককেশাস পর্বত, কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর।

প্রধান প্রধান পর্বত—এশিয়ার মধ্যভাগে এক বিশাল পার্বত্য ভূভাগ আছে। এরই মধ্যস্থলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উঁচু পামীর মালভূমি অবস্থিত। পামীর মালভূমিকে কেন্দ্র করে পূর্বে তিব্বতের মালভূমি ও পশ্চিমে ইরানের মালভূমি। পামীর মালভূমি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে **হিমালয় ও কারাকোরাম**, পূর্বদিকে **আলটিনটাগ** ও **কিউনলুন** পর্বত-শ্রেণী, উত্তর-পূর্বে **তিয়ানশান** পর্বতশ্রেণী, পশ্চিম দিকে **হিন্দুকুশ** এবং দক্ষিণে **সুলেমান** পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত রয়েছে। কিউনলুন ও আলটিনটাগ পর্বত তিব্বত মালভূমির উত্তরে, ও হিমালয় পর্বতশ্রেণী দক্ষিণে অবস্থিত। তিয়ানশান পর্বতমালার উত্তর-পূর্বে **আলতাই, ইয়াব্লোনাই** ও **স্তানোভাই** পর্বতমালা এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইরান মালভূমির উত্তরে **এলবুর্জ** এবং দক্ষিণে **জাগ্রস** পর্বত। এশিয়া মাইনরের উত্তরে **পন্টিক** পর্বত ও দক্ষিণে **টরাস** পর্বত। **ককেশাস** পর্বত কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যে অবস্থিত।

হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত-শিখর মাউন্ট এভারেস্ট (২৯০০২ ফিট) হিমালয়েরই একটি শৃঙ্গ। হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে সুবিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণী আসামের মধ্যে **পাটকাই, নাগা, লুসাই** এবং ব্রহ্মদেশে **আরাকান ইয়োমা** ও **পেগু ইয়োমা** নামে প্রসারিত রয়েছে। এছাড়া দাক্ষিণাত্যে বিন্ধ্য-পর্বত, পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা অবস্থিত। জাপানের আগ্নেয় পর্বতমালার মধ্যে ফুজিয়ামা বিখ্যাত।

নদনদী—উত্তরবাহিনী **ওবি** ও **ইনিসি নদী** এশিয়ার মধ্যাংশের উচ্চভূমি থেকে ও **লেনা** নদী বৈকাল হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তর মহাসাগরে পড়েছে। **আমুর, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং** নদী, সকলেই পূর্ববাহিনী; মধ্য এশিয়ার পার্বত্য ভূভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত বিভিন্ন উপসাগরে পড়েছে। ইয়াংসিকিয়াং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। এশিয়ার অন্যান্য প্রধান নদী প্রায় সকলেই দক্ষিণবাহিনী। **মেকং** ইন্দোচীনের মধ্য দিয়ে, **ইরাবতী** ও **সালুয়েন** ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শ্যাম ও মার্তাবান উপসাগরে পড়েছে। **ব্রহ্মপুত্র** ও **গঙ্গা** ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে এবং **সিন্ধুনদ** পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে আরব সাগরে পড়েছে। **টাইগ্রীস** ও **ইউফ্রেটিস** নদী আর্মেনিয়ার মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ইরাকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, মিলিত স্রোত সাট-এল-আরব নামে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে **মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী** বঙ্গোপসাগরে এবং **নর্মদা** ও **তাপ্তী** আরব সাগরে পড়েছে।

মরুভূমি—**আরব** ও **সিরিয়া** দেশের মরুভূমি এবং রাজপুতানার **থর** মরুভূমি প্রসিদ্ধ। এগুলি ছাড়া মধ্য এশিয়ায় **টাকলামাকান** ও উত্তর চীনের **গোবি** মরুভূমি প্রসিদ্ধ।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান নগর

সাইবেরিয়া—এশিয়ার উত্তরে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত পৃথিবীর বৃহত্তম অঞ্চল। এর উত্তর অংশ তুন্দ্রা অঞ্চল, মধ্য ভাগে সরল বর্গীয় বৃক্ষের বন, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে তৃণভূমি আছে। অরণ্যাঞ্চল থেকে পশুর লোম, কাঠ ও কাষ্ঠমণ্ড পাওয়া যায়। তৃণভূমি অঞ্চলে প্রচুর গম, যব, রাই, তিসি ইত্যাদি ও দক্ষিণের শুষ্ক অঞ্চলে কার্পাস, ধান, ইক্ষু ইত্যাদি নানারকম ফসল উৎপন্ন হয়। খনিজ সম্পদেও এদেশ সমৃদ্ধ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, টিন ও তাম্র

এশিয়া
প্রাকৃতিক
তিব্বতের মালভূমি
আরব সাগর
ভারত মহাসাগর

প্রধান। আজকাল এদেশে দক্ষিণাংশে অনেক কলকারখানা গড়ে উঠেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো থেকে পূর্বে জাপান সাগরের তীরে **ভ্লাডিভোস্টক** বন্দর পর্যন্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ এই অঞ্চলে বিস্তৃত রয়েছে। **ইর্খুটস্ক** প্রধান শহর, বাণিজ্যপ্রধান স্থান ও শিল্পকেন্দ্র। সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বপ্রান্তে **ভার্খয়ানস্ক** পৃথিবীর শীতলতম স্থান। **ওমস্ক**, **টোমস্ক** বাণিজ্যপ্রধান স্থান। **বুখারা** ও **সমরখন্দ** ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর।

চীনসাধারণতন্ত্র—সাইবেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। খাস চীন, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও সিনকিয়াং নিয়ে এই গণতন্ত্র গঠিত। দেশের বেশির ভাগ অংশই পার্বত্য বা উচ্চভূমি। তার মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক উঁচু। পূর্ব অংশে নদীর উপত্যকাগুলি কিন্তু সমভূমি। চীনে, বিশেষ করে এই উপত্যকাগুলিতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক লোক বাস করে। ধান, গম, সোয়াবিন, আখ, তামাক ইত্যাদি ফসল এই উপত্যকা-গুলিতে প্রচুর জন্মে। এদেশ খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। কয়লা, লোহা, টাংস্টেন, এন্টিমনি, টিন ইত্যাদি খনিজ দ্রব্যও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলি অবলম্বন করে এখানে লোহা, কার্পাস, রেশম, রাসায়নিক প্রভৃতি নানারকম বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে। রাজধানী **পিকিং**। **সাংহাই** ইয়াংসি নদীর মোহনায় চীনের সর্বপ্রধান বন্দর। **ক্যান্টন**, **টিয়েনসিন** অন্যান্য প্রসিদ্ধ বন্দর। **হ্যাংকো** প্রধান নদী-বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। **নানকিং** ও চুংকিং প্রাচীন রাজধানী ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র। **মুকদেন** ও **হার্বিন** বড় রেলওয়ে জংশন ও শিল্পকেন্দ্র। **লাসা** তিব্বতের রাজধানী।

তাইওয়ান—তাইওয়ান মূল চীন ভূখন্ড থেকে ১০০ মাইলের মধ্যে চীন সাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। তাইওয়ান স্বাধীন রাজ্য। ক্ষেত্রফল ১৩,৮৯০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১১,৩৭৫,০৮৫। ভূ-প্রকৃতি পর্বতময়। জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের মত। উৎপন্ন দ্রব্য ধান, রাঙাআলু, **চা** ও কর্পূর। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, তাম্র ও

গন্ধক। **তাইপে** প্রধান শহর ও রাজধানী। **কাওহিউ** ও **কিলাং** দুইটি বন্দর।

কোরিয়া—চীনের উত্তর-পূর্বে অরণ্যময় পার্বত্য উপদ্বীপ। ইহা উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত। **সিউল** দক্ষিণ কোরিয়ার ও **পাইয়ংজং** উত্তর কোরিয়ার রাজধানী।

জাপান—এশিয়ার পূর্ব অংশে প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট বড় বহু দ্বীপ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত। এই দেশের এক-চতুর্থাংশ স্থান পর্বতময়। পর্বতগুলির বেশির ভাগ আগ্নেয়। এখানে চাষের জমি কম থাকা সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ও পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে প্রচুর ধান, গম, যব, সোয়াবিন, চা ইত্যাদির চাষ হয়। রেশম-শিল্পের প্রয়োজনে প্রচুর তুঁত গাছের চাষও হয়। এ দেশ খনিজ সম্পদে একেবারে সমৃদ্ধ নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপান এশিয়ার মধ্যে সব চাইতে শিল্পোন্নত দেশ। বয়ন-শিল্প, লৌহ-শিল্প এবং রাসায়নিক-শিল্পে এই দেশ পাশ্চাত্ত্যের যে-কোনও শিল্পোন্নত দেশের সমকক্ষ। রাজধানী **টোকিও** প্রসিদ্ধ শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম নগর। **ইয়াকোহামা** প্রধান বন্দর। **ওসাকা** জাপানের দ্বিতীয় নগর ও বস্ত্র-শিল্পের বড় কেন্দ্র। **কোবে, নাগাসাকি, কিয়াটো, নাগোয়া, আকিটা** অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র ও বন্দর।

ভারত ইউনিয়ন বা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে।

নেপাল—ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দিকে হিমালয় অঞ্চলে নেপাল একটি পার্বত্য রাজ্য। অরণ্য অঞ্চলে প্রচুর মূল্যবান্ কাঠ ও উপত্যকাতে ধান, ডাল, তৈলবীজ ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। **কাঠমাণ্ডু** এই রাজ্যের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

পাকিস্তান—এই দেশ দুই অংশে বিভক্ত। পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তান। মধ্যে বিশাল ভারত ইউনিয়ন অবস্থিত থাকাতে উভয় অংশের মধ্যে কোনও সরাসরি সংযোগ নেই। পশ্চিম-পাকিস্তান পর্বতময়। এখানে বৃষ্টি কম হয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান নদী-বিধৌত নিচু সমতলভূমি। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গম ও তুলা পশ্চিম-পাকিস্তানের এবং ধান ও পাট পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান ফসল।

পাকিস্তান খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ নয়। **রাওয়ালপিণ্ডি** সম্প্রতি পাকিস্তানের রাজধানী। সিন্ধুনদের ব-দ্বীপে **করাচী** প্রধান বন্দর। **লাহোর** পশ্চিম-পাকিস্তানের এবং **ঢাকা** পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। **চট্টগ্রাম** পাকিস্তানের দ্বিতীয় বন্দর।

ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র—ভারতের পূর্বে এই দেশ অবস্থিত। ব্রহ্মদেশ পার্বত্য ও অরণ্যময়। এখানকার অরণ্যে নানা রকম মূল্যবান্ কাঠ ও ইরাবতী নদীর উপত্যকায় খনিজ তৈল পাওয়া যায়। নদীর উপত্যকায় প্রচুর ধান জন্মে। ধান, কাঠ ও খনিজ তেল এখানকার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। রাজধানী **রেঙ্গুন** রেঙ্গুন নদীর ধারে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বন্দর। **মৌলমেন** এ দেশের দ্বিতীয় বন্দর। **আকিয়াব** ও **ট্যাভয়** অন্যান্য বন্দর। **মান্দালয়** প্রাচীন রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ নদী-বন্দর।

সিংহল—ভারতের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সিংহল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখানে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম উভয় প্রকার বায়ুর প্রভাবে বছরে দু'বার বর্ষা হয়। ধান, চা, তামাক, কফি, রবার প্রভৃতি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। নানা প্রকার খনিজ ও সমুদ্রজাত দ্রব্যও এখানে পাওয়া যায়। **কলম্বো** রাজধানী ও সর্বপ্রধান বন্দর। **কান্দি** একটি বড় শহর; **জাফনা** ও **ত্রিঙ্কোমালি** বড় বন্দর।

থাইল্যান্ড (শ্যাম)—ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিকে এই রাজ্য অবস্থিত। মেনাম উপত্যকার উর্বর ভূমিতে ধান, তামাক, তুলা, নারকেল প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর সেগুন গাছ জন্মে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিন ও উলফ্রাম প্রধান। রাজধানী **ব্যাঙ্কক** এখানকার বৃহত্তম নগর ও বন্দর।

ল্যাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনাম—থাইল্যান্ডের পূর্ব দিকে ল্যাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনাম দেশ। একমাত্র উপত্যকা ও ব-দ্বীপে সমভূমি দেখা যায়। অন্যত্র উচ্চভূমি। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে এখানে নদী উপত্যকায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। এছাড়া কার্পাস, ভুট্টা, আখ, চা ইত্যাদিও জন্মে।

ল্যাওসের রাজধানী **ভিয়েঁতিয়েন**। লুয়াংপ্রবং একটি বড় শহর।

কম্বোডিয়া—ল্যাওসের দক্ষিণে অবস্থিত। মেকং নদীর তীরে অবস্থিত **নম্পেন** এ দেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

ভিয়েৎনাম—ভিয়েৎনাম কম্বোডিয়া ও ল্যাওসের পূর্বে অবস্থিত। ইহা আগেকার টংকিং, আনাম ও কোচিন চীন নিয়ে গঠিত। দেশটি প্রায় সমান দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। **হ্যানয়** উত্তর ভিয়েৎনামের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। **সাইগন** দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

মালয়েশিয়া—থাইল্যান্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মালয় এবং বোর্নিও দ্বীপের সাবাহ (নর্থ বোর্নিও) ও সারাওয়াককে লইয়া গঠিত। এখানে ধান, আখ, তামাক, চা প্রভৃতি জন্মে। পৃথিবীর অর্ধেক রবার এখানে উৎপন্ন হয়। টিন প্রধান খনিজ দ্রব্য। **কুয়ালালামপুর** এই দেশের রাজধানী। **জর্জ টাউন** ও **মালাক্কা** প্রধান নগর ও বন্দর।

দক্ষিণ দিকের সিঙ্গাপুর দ্বীপ এবং আশেপাশের ছোট কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে একটি পৃথক্ রাজ্য গঠিত হয়েছে। রাজধানী **সিঙ্গাপুর**, পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়।

ইন্দোনেশিয়া—মালয়েশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে বালি, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিওর কিয়দংশ ও সেলিবিস ইত্যাদি বহু দ্বীপ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত। জাভা এই দ্বীপগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত। ইহা খুব ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। পলিমাটি ও আগ্নেয় পর্বতের ভস্মে গঠিত বলে এই দ্বীপগুলির মাটি খুব উর্বর। ধান, মসলা, সাগু, চিনি, তামাক, রবার, কলা ইত্যাদি এখানে প্রচুর জন্মায়। এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েক স্থানে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও টিনের খনি আছে। **জাকার্তা** রাজধানী, জাভা দ্বীপে অবস্থিত; রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান নগর ও বন্দর। **সুরাবায়া** ও **ম্যাকাসার** অন্য প্রধান বন্দর।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ—ইন্দোনেশিয়ার উত্তরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এখানে মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে ধান, কলা, আখ, তামাক, শণ ইত্যাদি জন্মে। রাজধানী **ম্যানিলা** একটি বৃহৎ বন্দর ও চুরুটের জন্য বিখ্যাত।

আফগানিস্তান—পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান

একটি মালভূমির দেশ। শীতল অথচ অল্প বৃষ্টি হয় বলে এখানে গম, যব ও বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মে। **কাবুল** রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। **কান্দাহার** ও **হিরাট** অপর দুইটি নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

ইরান—আফগানিস্তানের পশ্চিমে ইরান একটি পর্বতবেষ্টিত মরুময় মালভূমির দেশ। পারস্য উপসাগরের উপকূলে বহু তৈলখনি আছে। যব, তামাক, রেশম ও খেজুর উৎপন্ন দ্রব্য। **তেহেরান** রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ইস্পাহান** ও **তাব্রিজ** প্রাচীন নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **বন্দর আব্বাস** প্রধান নগর। **আবাদান** তৈল শোধন ও রপ্তানি করবার বৃহৎ কেন্দ্র।

ইরাক—ইরানের পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় ইরাক দেশ অবস্থিত। এখানে বৃষ্টিপাত কম ও জলবায়ু প্রায় মরু-ভূমির মতো। এখানে গম, ভুট্টা, তামাক ও পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ খেজুর জন্মে। এখানেও বহু তৈলখনি আছে। **বাগদাদ** এ দেশের রাজধানী ও বড় বিমানবন্দর। **মোসুল** একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। **বসরা** খেজুর রপ্তানির প্রধান বন্দর।

আরব—এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। আটটি স্বাধীন ও কয়েকটি অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য নিয়ে এই দেশ গঠিত। দেশটির পশ্চিম অংশ উচ্চভূমি ও পূর্ব অংশ বিস্তৃত সমভূমি। এই দেশের অধিকাংশ স্থানই মরুভূমি। খেজুর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পূর্ব দিকের নিম্নভূমি ও বাহেরিন দ্বীপে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। **মক্কা** হেজাজের রাজধানী ও হজরত মহম্মদের জন্মস্থান। **মদিনা** মহম্মদের সমাধি-ক্ষেত্র। এজন্য মক্কা ও মদিনা মুসলমানদের তীর্থস্থান। **রিয়াধ** সৌদি আরবের রাজধানী। **জিদ্দা** লোহিত সাগরের তীরে বড় বন্দর।

এডেন—আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত এডেন ইংলন্ডের একটি উপনিবেশ ছিল। বর্তমানে স্বাধীন। বড় **বন্দর**, পোতাশ্রয় ও নৌ-বিমানঘাঁটিও বটে।

আনাটোলিয়া বা তুরস্ক—এশিয়ার সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত মালভূমির দেশ। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাবে এখানে নানারকম ফল ও প্রচুর

গম উৎপন্ন হয়। খনিজ তৈল ও অন্যান্য দ্রব্যও কিছু পাওয়া যায়। **আঙ্কারা** রাজধানী ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র। **স্মার্না** প্রসিদ্ধ বন্দর।

লেবানন—ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত লেবানন একটি ক্ষুদ্র দেশ। **বিরুট** এ দেশের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্র। **ত্রিপোলি** বন্দর থেকে খনিজ তৈল রপ্তানি হয়।

সিরিয়া—লেবাননের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এ দেশের বেশির ভাগ মরুভূমি। **দামস্কাস** সিরিয়ার রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **আলেপ্পো** সিরিয়ার বন্দর।

ইস্রায়েল রাষ্ট্র—লেবাননের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে ইস্রায়েল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজধানী **জেরুসালেম**। **হাইফা** খনিজ তৈল রপ্তানির বন্দর। **টেলআভিব** প্রধান বন্দর।

জর্ডন—সিরিয়ার দক্ষিণে একটি মরুপ্রায় দেশ। রাজধানী **আম্মান**।

ইউরোপ

এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ। এশিয়া ও ইউরোপ পরস্পর যুক্ত বলে এই দুইটি মহাদেশকে একত্রে ইউরেশিয়া বলে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত এশিয়ার একটি বৃহৎ উপদ্বীপ মাত্র। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া ইউরোপ অন্যান্য মহাদেশ অপেক্ষা আয়তনে ছোট।

ইউরোপের উত্তরে উত্তর-মহাসাগর, পূর্বে ইউরাল পর্বত, কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস্ পর্বত, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর।

প্রধান প্রধান পর্বত—ইউরোপের দক্ষিণাংশের বিস্তৃত স্থান জুড়ে উচ্চপর্বত ও মালভূমি অবস্থিত। ইটালির উত্তরে অবস্থিত আলপস্ পর্বতমালা এদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত। উচ্চতম শৃঙ্গ মঁব্লা ১৫,৭৮০ ফিট উচ্চ। আলপসের পূর্ব প্রান্ত থেকে বহু শাখা বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হয়েছে। এদের মধ্যে **ডিনারিক আলপস্** কিছুদূর দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে **পিণ্ডাস্** ও **রুডোপ** নামে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। অপর এক শ্রেণীতে কার্পেথিয়ান পর্বত, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে **ট্রান্সিলভেনিয়ান আলপস্** ও **বল্কান পর্বতমালা** নামে পরিচিত হয়েছে। আলপসের দক্ষিণ দিকে আপেনাইন পর্বত ইটালির মধ্য দিয়ে সিসিলি দ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত। স্পেনের দক্ষিণে অবস্থিত **সিয়ারা-নেভেডা** ও উত্তরে **সিয়ারামোরেনা। পীরেনিজ** ও **ক্যান্টাব্রিয়ান** পর্বতশ্রেণী ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে ব্যবধান গড়েছে। পীরেনিজ পর্বতের দক্ষিণে মেসেটা মালভূমি ও উত্তরে ফ্রান্সের মালভূমি। আলপসের উত্তর দিকে **জুরা** পর্বত ও কয়েকটি অনুচ্চ মালভূমি এবং উত্তর-পূর্বে **ভোজ পর্বত** ও **ব্ল্যাক ফরেস্ট** মালভূমি অবস্থিত। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে **স্ক্যান্ডেনেভিয়ার পার্বত্য** মালভূমি অবস্থিত।

ইউরোপে অনেকগুলি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি আছে। তাদের মধ্যে সিসিলি দ্বীপে **এট্না**, লিপারি দ্বীপে **স্ট্রম্বুলি**, ইটালিতে **বিসুবিয়াস** ও আইসল্যান্ডে **হেক্লা** প্রসিদ্ধ।

ইউরোপ
প্রাকৃতিক
কাস্পিয়ান
সাগর
কৃষ্ণ সাগর
উত্তর সাগর
আড্রিয়াটিক সাগর
আটলান্টিক
মহাসাগর
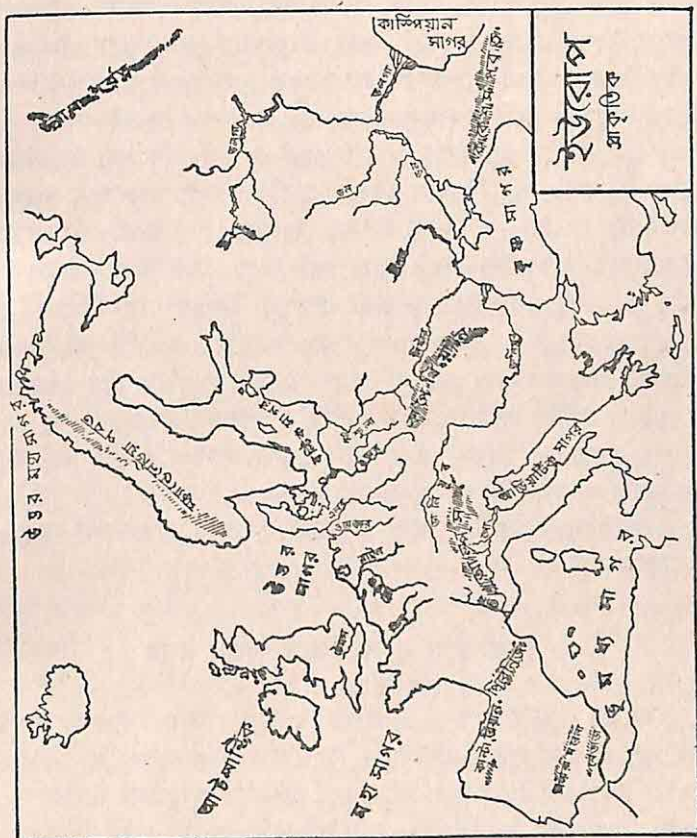
নদী—ইউরোপের দক্ষিণ অংশের পার্বত্য অঞ্চল এই মহাদেশের জলবিভাজিকা। এইজন্য অধিকাংশ নদীই দক্ষিণ ইউরোপের এই উচ্চ অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর ও দক্ষিণের সমুদ্রে পড়েছে। এই অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে **ভিশ্চুলা, ওডার, ওয়েজার, এলব, রাইন, মিউজ** ও **সীন** উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে যথাক্রমে বাল্টিক সাগর, উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলে পড়েছে। ঐ অঞ্চল থেকেই উৎপন্ন হয়ে **রোন** ও **পো** দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরে ও **ডানিয়ুব** মধ্য ইউরোপের সাতটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে। এতগুলি রাজ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক কারণে ডানিয়ুবকে ইউরোপের সর্বপ্রধান নদী বলে গণ্য করা হয়। **ভল্গা** ইউরোপের দীর্ঘতম নদী। রাশিয়ার ভাল্ডাই পর্বতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ভল্গা কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে। **ডন, নিপার, নিস্টার** ভাল্ডাই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে রাশিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নদীগুলি অত্যন্ত ছোট। এদের মধ্যে **টেমস্** সর্বপ্রধান। টেমস্ ও রাইন নদী ক্ষুদ্র হলেও এ দুটি নদী দিয়ে যাতায়াত ও প্রচুর বাণিজ্য চলে

মরুভূমি—পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ইউরোপ মহাদেশেই কোনও মরুভূমি নেই।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান নগর

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ—ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। গ্রেটব্রিটেন, আয়ার্ল্যান্ড ও কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ক্ষুদ্র এবং লোকসংখ্যা কম হলেও এটা পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশ। কার্পাস, লোহা ও পশমজাত দ্রব্যই এখানকার প্রধান শিল্প। কয়লা প্রধান খনিজ সম্পদ্। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থান উচ্চভূমি। সুতরাং কৃষির উপযোগী জমি অত্যন্ত কম। সমভূমিতে গম, ওট ও প্রচুর আলু জন্মে। টেমস্ নদীর তীরে ইংলণ্ডের

রাজধানী **লন্ডন** এক অতি বৃহৎ নগর এবং প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। লিভারপুল, হাল, সাউদামটন প্রভৃতিও বৃহৎ বন্দর। **শেফিল্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, লাঙকাশায়ার, বার্মিংহাম** ও **গ্লাসগো** শিল্পপ্রধান শহর। **অক্সফোর্ড** ও **কেম্ব্রিজ** শিক্ষাকেন্দ্র। **এডিনবরা** স্কটল্যান্ডের ও **ডাবলিন** স্বাধীন আয়ার্ল্যান্ডের রাজধানী।

ফ্রান্স—ইউরোপের পশ্চিম অংশে এই দেশ অবস্থিত। দেশের অধিকাংশ স্থান সমভূমি হওয়ায় ও খনিজ সম্পদ্ কম থাকায় ফ্রান্স একটি কৃষিপ্রধান দেশ। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, রাই, প্রচুর আঙগুর ও নানারকম ফল প্রধান। এ দেশের শিল্পের মধ্যে মদ ও রেশম বিখ্যাত। রাজধানী **প্যারিস** ফ্রান্সের সর্বপ্রধান নগর ও শিল্প-কেন্দ্র। **লিল্, রুয়েন্স, লিয়ন্স** প্রভৃতি এক একটি শিল্পকেন্দ্র। **মার্সেলিস্** ও **হাভার** দুটি বন্দর। **বোর্দো** মদ রপ্তানির অপর একটি বন্দর।

বেলজিয়াম—এই ক্ষুদ্র দেশটি ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে অবস্থিত। আয়তনে ছোট হলেও দেশটি নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য ও শিল্পে সমৃদ্ধ। বেশির ভাগ সমভূমি বলে বেলজিয়াম একটি কৃষিপ্রধান দেশ। **ব্রুসেলস্** রাজধানী ও প্রধান নগর। **এন্টোআর্প**-ও বড় একটি নগর।

লুক্সেমবুর্গ—বেলজিয়ামের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। লোহা ও ইস্পাত শিল্পে উন্নত। **লুক্সেমবুর্গ** এখানকার রাজধানী।

নরওয়ে—ইউরোপের উত্তরে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপের পশ্চিম অংশে একটি পার্বত্য দেশ। এ দেশে সরল বর্গীয় বৃক্ষের বন আছে বলে কাঠের মন্ড ও সেই থেকে প্রচুর কাগজ তৈরী হয়। **অস্‌লো** রাজধানী। ইউরোপের সর্বোত্তরে অবস্থিত **হামারফেস্ট** এখানকার প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানে গ্রীষ্মকালে রাত্রেও সূর্য অস্ত যায় না বলে একে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলা হয়।

সুইডেন—এই দেশটি স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের পূর্ব দিকের অংশ। এখানকার উত্তর দিক্ পার্বত্য ভূমি কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বিস্তীর্ণ সমভূমি আছে। এখানেও সরল বর্গীয় বৃক্ষের বন থাকাতে

ইহার পূর্বাংশ সোভিয়েট এবং পশ্চিমাংশ মিত্রশক্তির অধীন ছিল, এখন পশ্চিমাংশ স্বাধীন। এই দেশের উত্তরাংশের সমভূমি কৃষিপ্রধান—বীট ও আলু উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। গম, যব, রাই ইত্যাদিও কিছু পরিমাণে জন্মে। মধ্য ও দক্ষিণাংশের উচ্চভূমি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় এ দেশ পৃথিবীতে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশে পরিগণিত হয়েছে। লৌহ ও কার্পাসজাত দ্রব্য ও নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্য এ দেশের প্রধান শিল্প। পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী **বন** একটি শিল্প-কেন্দ্র। পূর্বাংশের রাজধানী **ঈস্ট বার্লিন** রেলপথ, জলপথ ও বিমান-পথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। **মিউনিক, নুর্নবার্গ**, ডুসেলডর্ফ, কোলন, **ড্রেসডেন** ও **লিপজিগ** বিখ্যাত শিল্পপ্রধান শহর। **হাম্বুর্গ**, ব্রেমেন, **কিল** প্রধান বন্দর।

সুইজারল্যান্ড—জার্মানীর দক্ষিণে আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে এই দেশটি অবস্থিত। এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। ইহা একটি শিল্পপ্রধান দেশ। শিল্পের মধ্যে ঘড়ি, হাল্‌কা যন্ত্রপাতি, লেস্‌ ও বস্ত্র বিখ্যাত। **বার্ণ** এ দেশের রাজধানী। **জুরিক** বৃহত্তম নগর ও শিল্পকেন্দ্র। **জেনেভা** ঘড়ি নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ।

অস্ট্রিয়া—সুইজারল্যান্ডের পূর্ব দিকে আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে এই দেশ অবস্থিত। এ দেশের নানা স্থানে কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। ডানিয়ুব নদীর উপত্যকায় **ভিয়েনা** এ দেশের রাজধানী। ইহা একটি শিল্পকেন্দ্র ও বড় রেলওয়ে জংশন।

চেকোশ্লোভাকিয়া—অস্ট্রিয়ার উত্তরে এই পার্বত্য দেশ অবস্থিত। এ দেশের পার্বত্য অঞ্চল খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। কাচ, কাগজ, লোহা ও ইস্পাত, পশম ও চামড়াজাত দ্রব্যের শিল্পায়ন এ দেশের প্রধান শিল্প। **প্রাগ** এ দেশের রাজধানী ও শিল্পকেন্দ্র। **লিন্‌** পৃথিবীবিখ্যাত বাটা কোম্পানির পাদুকা-শিল্পের কেন্দ্র। **পিল্‌সেন** ও **ব্রুন** অন্যান্য শিল্পনগর।

হাঙ্গারী—অস্ট্রিয়ার পূর্বে অবস্থিত। দেশটির বেশির ভাগ ডানিয়ুব নদীর পলিগঠিত সমভূমি বলে এখানে প্রচুর গম, যব, রাই, ওট ও ভুট্টা জন্মে। পার্বত্য অঞ্চলে যথেষ্ট খনিজ সম্পদ্‌ আছে। **বুডাপেস্ট**

এদেশের রাজধানী ও শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। এই নগরটি ডানিয়ুব নদীর দুই তীরে অবস্থিত।

রুমানিয়া—হাঙ্গারীর পূর্ব দিকে রুমানিয়া দেশ। দেশটির বেশির ভাগ পর্বতময়। দক্ষিণ ও পূর্বের সমভূমিতে প্রচুর শস্যাদি জন্মে। পার্বত্য অঞ্চলে খনিজ তেল ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। ডানিয়ুবের উপত্যকায় **বুখারেস্ট** এদেশের রাজধানী ও প্রধান শিল্প-কেন্দ্র। **কন্সটাৎসা** তেল রপ্তানির বন্দর।

স্পেন—ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্পেন দেশ অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয়। মেসেটা মালভূমির বেশির ভাগ এই দেশে অবস্থিত বলে দেশের অভ্যন্তর ভাগ বৃষ্টিহীন তৃণভূমি। এই তৃণভূমিতে প্রচুর মেরিনো মেষ পালন করা হয়। এখানকার নানাস্থানে যথেষ্ট খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। নদী উপত্যকা ও সমভূমিতে ভূমধ্য-সাগরীয় ফল ও শস্য জন্মায়। **মাদ্রিদ** এদেশের রাজধানী। **বার্সিলোনা** সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর ও বন্দর।

পর্তুগাল—স্পেনের পশ্চিমদিকে আটলান্টিক উপকূলে ক্ষুদ্র পর্তুগাল দেশ। রাজধানী **লিস্‌বন** ও **পোর্টো** মদ রপ্তানির জন্য বিখ্যাত বন্দর।

জিব্রাল্টার—স্পেনের দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ মুখে অবস্থিত ব্রিটিশের অধীন বন্দর ও নৌঘাঁটি।

ইটালি—এই দেশটি ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। দেশটির উত্তরাংশে পার্বত্য অঞ্চল মধ্যে সমভূমি ও দক্ষিণাংশেও পার্বত্য অঞ্চল। সমভূমিতে জলসেচের সাহায্যে প্রচুর ধান জন্মে। অন্যান্য স্থানে প্রচুর ভূমধ্যসাগরীয় ফল ও তুঁত গাছ হয়। **রোম** এদেশের রাজধানী, প্রধান নগর ও প্রাচীন শিল্পকলার কেন্দ্র। **মিলান** দ্বিতীয় নগর, রেশম ও পশম শিল্পের কেন্দ্র। **জেনোয়া** সর্বপ্রধান বন্দর। **ভেনিস** ও **নেপলস্‌** অন্যান্য বন্দর। **টুরিন** রেশম শিল্পের কেন্দ্র।

যুগোশ্লাভিয়া—ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে পার্বত্য বল্কান উপদ্বীপের একটি দেশ। জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় বলে সমভূমিতে

ভূমধ্যসাগরীয় ফল ও গম জন্মে। বেলগ্রেড এখানকার রাজধানী। জাগ্রেব প্রধান শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

বুলগেরিয়া—যুগোশ্লাভিয়ার পূর্বে বলকান উপদ্বীপে একটি কৃষি-প্রধান দেশ। **সোফিয়া** এদেশের রাজধানী ও রেলপথের কেন্দ্র। **ভার্না** প্রধান বন্দর।

আলবেনিয়া—যুগোশ্লাভিয়ার দক্ষিণে ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য। এখানকার রাজধানী টিরানা। স্কুটারী প্রধান নগর।

গ্রীস—বলকান উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণে গ্রীস অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। পার্বত্য অনুর্বর ভূমিতে মেষপালন প্রধান উপজীবিকা। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু প্রভাবে প্রচুর ফল ও কিছু গম জন্মে। এথেন্স এদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। পিরিয়াস্, স্যালোনিকা অন্যান্য বন্দর।

তুরস্ক—এই দেশ দুই অংশে বিভক্ত। মর্মর সাগরের উত্তর দিকের অংশ ইউরোপের অন্তর্গত আর দক্ষিণ দিকের অংশ এশিয়ার অন্তর্গত। **ইস্তাম্বুল** ইউরোপীয় অংশের প্রধান নগর ও বন্দর। **আড্রিয়ানোপল** প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

আফ্রিকা

সমগ্র ইউরেশীয় ভূভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। আয়তন হিসাবে আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এশিয়ার পরেই এর স্থান। মহাদেশটির উত্তরার্ধ দক্ষিণার্ধ অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। বেশির ভাগই নিম্ন মালভূমি।

এই মহাদেশের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিতসাগর ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। পূর্বে সুয়েজ যোজক দিয়ে এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এখন এই যোজকের মধ্য দিয়ে খাল কাটা হয়েছে।

প্রধান প্রধান পর্বত—আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে **আটলাস** পর্বতমালা অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমের নিম্ন মালভূমিতে **টিবেস্টি, ক্যামেরুন** ও **ফুটাজালন** পর্বত অবস্থিত। পূর্বের মালভূমি অঞ্চলের **কেনিয়া, আবিসিনিয়া, কিলিমানজারো** ও **রুয়েনজারি** পর্বত বিখ্যাত। কিলিমানজারো (১৯,৬৮০ ফিট) আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত। দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলে **ড্রাকেন্সবার্গ** ও **নিউভেল্ড** পর্বত অবস্থিত।

নদী—নীল, কঙ্গো, নাইজার ও জাম্বেজি এই চারটি আফ্রিকার প্রধান নদী। এই নদীগুলি খরস্রোতা ও জলপ্রপাতবহুল। সেজন্য এদের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে বেশী দূর যাওয়া যায় না।

নীলনদ—আফ্রিকার সর্বপ্রধান এবং পৃথিবীর তৃতীয় দীর্ঘতম নদ। ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে নীল আলবার্ট হ্রদে পড়েছে। পরে সুদান ও মিশর দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। ব্লুনীল ও আটবারা এর প্রধান উপনদী।

কঙ্গো—নিয়াসা হ্রদের পশ্চিমের মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে কঙ্গো-দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। **স্ট্যানলী জলপ্রপাত** এই নদীর উৎপত্তি স্থানের অনতিদূরে এবং **লিভিংস্টোন জলপ্রপাত** মোহনার অনতিদূরে অবস্থিত। **নাইজার** নদী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের কং পর্বতের নিকট থেকে উৎপন্ন হয়ে কিছুদূর উত্তর

ই উ রো প
আটলান্টিক
মহাসাগর
ভূ ম ধ্য সা গ র
আ টলা স
সাহারা মরুভূমি
টিবেস্টি
এ শি য়া
লোহিত সাগর
নীল নদ
সেনিগাল
গাম্বিয়া
নাইজার নদী
ক্যামেরুন
ইথোপিয়ার
উচ্চভূমি
কঙ্গো নদী
রুয়েনজরি
কেনিয়া
কিলিমানজারো
ভারত
মহাসাগর
আ ট লা ন্টি ক
ম হা সা গ র
জাম্বেসি নদী
লিম্পোপো
কালাহারি
অরেঞ্জ নদী
নিউভেল্ড
ড্রাকেন্সবার্গ
আফ্রিকা
প্রাকৃতিক
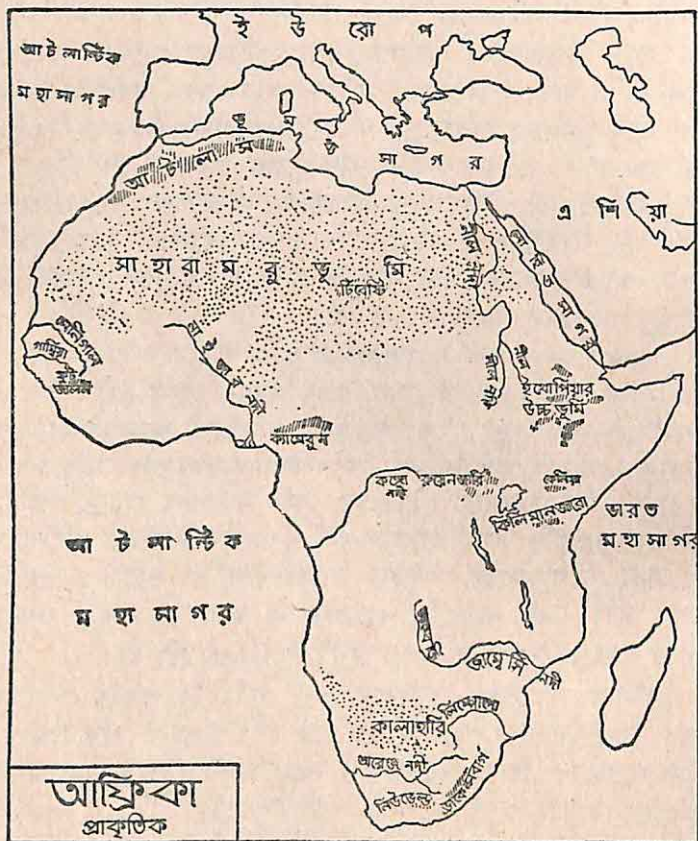
দিকে প্রবাহিত হয়ে পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ফিরে নাইজেরিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে গিনি উপসাগরে পড়েছে। **জাম্বেজি** আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অ্যাঙ্গোলা মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ভারত মহাসাগরে পড়েছে। এর গতিপথে অনেকগুলি খরস্রোত ও জলপ্রপাত আছে। তার মধ্যে **ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত** পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ও সুন্দরতম জলপ্রপাত। **লিম্পোপো** দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারত মহাসাগরে পড়েছে। **অরেঞ্জ, সেনিগাল** ও **গাম্বিয়া** অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী।

মরুভূমি—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মরুভূমি **সাহারা** এই মহাদেশে অবস্থিত। আফ্রিকার উত্তরাংশে আটলান্টিক উপকূল থেকে আরম্ভ করে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তনে এই বিশাল মরুভূমি প্রায় ইউরোপের সমান। আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমেও একটি বিস্তৃত মরুভূমি আছে। এর নাম **কালাহারি**। এই মরুভূমি **সাহারার** তুলনায় অনেক ছোট।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান নগর

মরক্কো—আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পার্বত্য দেশ। কতক অংশ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চলে অবস্থিত বলে গম ও নানারূপ ফল জন্মে। **রাবাট** এখানকার রাজধানী। **কাসাব্লাঙ্কা** সর্বপ্রধান বন্দর ও নগর। **ফেজ** প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। **ট্যাঞ্জিয়ার** আন্তর্জাতিক বন্দর।

আলজিরিয়া—মরক্কোর পূর্বে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। মরক্কোর মতো এদেশের উত্তরাংশে গম ও নানারূপ ফল জন্মে। দক্ষিণের অধিকাংশ স্থান মরুভূমি। **আলজিয়ার্স** এখানকার রাজধানী এবং **ওরান** প্রধান বন্দর।

টিউনিসিয়া—আলজিরিয়ার পূর্বে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। জলপাই-এর প্রচুর চাষ হয়। **টিউনিস্** রাজধানী ও প্রধান বন্দর। এর কাছে প্রাচীন কার্থেজ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। **বিজার্টা** বন্দর ও নৌঘাঁটি।

লিবিয়া—টিউনিসিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মরুময় দেশ। **ট্রিপলি** লিবিয়ার রাজধানী ও বন্দর। **বেনগাজি** প্রধান বন্দর।

মিশর—(ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক)—আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মিশর দেশ অবস্থিত। দেশটি প্রকৃতপক্ষে সাহারারই একটি অংশমাত্র—আয়তনে আমাদের দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমান। এদেশের অধিকাংশ প্রস্তরময় নিম্ন মালভূমি। এই মালভূমির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে নীলনদ প্রবাহিত। সাধারণত মিশর বলতে নীল-নদের এই উপত্যকা ও ব-দ্বীপকেই বুঝায়। দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ লোক এই অঞ্চলে বাস করে। প্রতি বৎসর নীল নদে বন্যা হয়ে দুকূল ছাপিয়ে যায়। বন্যাবাহিত পলিমাটি খুব উর্বর, সেজন্য এখানে জলসেচের সাহায্যে গম, যব, রবিশস্য, ধান, কার্পাস, ভুট্টা ইত্যাদি জন্মে। মিশরে কিছু খনিজ পদার্থ ও খনিজ তেল পাওয়া যায়। মিশর একটি বহু প্রাচীন দেশ। **কায়রো** মিশরের রাজধানী, প্রসিদ্ধ নদী-বন্দর ও বিমানবন্দর। ভূমধ্যসাগরের তীরে **আলেকজান্দ্রিয়া** একটি বড় বন্দর। **রোজেটা, ড্যামিয়েটা ও পোর্টসৈয়দ** অন্যান্য বন্দর।

সুদান—মিশরের দক্ষিণ দিকে এই দেশ অবস্থিত। এ দেশের অধিকাংশ স্থানই মরুভূমি। দক্ষিণের সামান্য অংশে তৃণভূমি ও তারপর নিরক্ষীয় বনভূমি আছে। খেজুর ও গঁদ প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। **খার্টুম** এ দেশের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত **সুয়াকিন** ও **সুদান** দুইটি বন্দর।

ইরিট্রিয়া-ইথিওপিয়া—সুদানের পূর্বদিকে এই যুক্তরাজ্য অবস্থিত। এ দেশের অধিকাংশ স্থান পর্বতময়। এখানকার কতক অংশ তৃণভূমি ও মরুভূমি আর কতক অংশ মৌসুমী অঞ্চলের মতো। প্রচুর ভুট্টা, ধান, কার্পাস ও কফি উৎপন্ন হয়। **আদ্দিস-আবাবা** এখানকার রাজধানী। **মাসাওয়া** প্রধান বন্দর।

সোমালিয়া রিপাবলিক—আফ্রিকার পূর্ব অংশে এই উপদ্বীপ অবস্থিত। এখানকার রাজধানী **মোগাদিসিও**। **জিবুটি** প্রধান বন্দর।

কেনিয়া, উগান্ডা ও টানজানিয়া—সুদানের দক্ষিণে আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব অংশে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত তিনটি

দেশ। বৃষ্টি কম হয় বলে এসব জায়গায় বিস্তৃত তৃণভূমি আছে। তৃণভূমিতে পশুপালন প্রধান উপজীবিকা। জলসেচের সাহায্যে কফি, কমলালেবু, কার্পাস, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয়। কেনিয়ার রাজধানী **নাইরোবি**। **মোম্বাসা** প্রধান বন্দর। উগান্ডার রাজধানী **এন্টেবে** ও টানজানিয়ার[১] রাজধানী **দার-এস-সালেম**।

মালাওয়ি (নিয়াসাল্যান্ড)—আফ্রিকার পূর্বে টানজানিয়া দেশের দক্ষিণে অবস্থিত। মালাওয়ি[২], জাম্বিয়া[৩], দক্ষিণ রোডেশিয়া ও মোজাম্বিক দক্ষিণ উচ্চ মালভূমির অন্তর্গত। মালাওয়ির রাজধানী লিলংগুই। ব্ল্যান্টায়ার প্রধান নগর।

জাম্বিয়া (উত্তর রোডেসিয়া)—মালাওয়ির পশ্চিম দিকে এই দেশ অবস্থিত। এ দেশ নানারকম খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। **লুসাকা** এ দেশের রাজধানী এবং **ব্রোকেনহিল** খনি অঞ্চলের কেন্দ্র। **লিভিংস্টোন** প্রাচীন রাজধানী এবং জলপ্রপাতের জন্য বিখ্যাত।

দক্ষিণ রোডেসিয়া—জাম্বিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে তাম্র সর্বপ্রধান। **স্যালিসবেরি** এ দেশের রাজধানী।

মোজাম্বিক—মালাওয়ি ও দক্ষিণ রোডেসিয়ার পূর্বে অবস্থিত পর্তুগীজ অধিকৃত দেশ। দেশটির পশ্চিমাংশ মরুপ্রায়, কিন্তু পূর্বাংশে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হওয়ায় ধান, গম, ভুট্টা, ইক্ষু ও তামাক জন্মে। **লরেন্সো মার্কুয়েস** এ দেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। **মোজাম্বিক** ও **বীরা** অন্যান্য বৃহৎ বন্দর। মালাগাছি[৪] (মাদাগাস্কার) আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রকাণ্ড দ্বীপ। চা, ইক্ষু, কফি, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্রাফাইট ও স্বর্ণখনিও এই দ্বীপে আছে। **টানানারিভে** এখানকার রাজধানী।

লেসোথো (বেচুয়ানাল্যান্ড)—দক্ষিণ আফ্রিকার ঠিক মধ্যস্থলে এ দেশ

---

[১] টাংগানাইকা ও জাঞ্জিবারের মিলিত নাম **টানজানিয়া**।
[২] নিয়াসাল্যান্ডের বর্তমান নাম **মালাওয়ি**।
[৩] উত্তর রোডেসিয়ার নাম হয়েছে **জাম্বিয়া**।
[৪] মাদাগাস্কারের বর্তমান নাম **মালাগাছি**।

আ ল জি রি য়া
লি বি য়া
মি শ র
এ শি য়া
মা লি
টিম্বাকু
না ই জা র
চাঁ দ রি পা ব লি ক
সু দা ন
খার্টুম
নাইজিরিয়া
ল্যাগোস
ঘানা
আক্রা
ফোর্টলামি
মধ্য আফ্রিকা রিপাবলিক
ইয়াউন্ডে
গাবোঁ
লিব্রেভিল
কঙ্গো
ব্রাজাভিল
লিওপোল্ডভিল
লোয়ান্ডা
অ্যাঙ্গোলা
কাটাঙ্গা
কায়রো
পোর্টসৈয়দ
বেনগাজি
ট্রিপলি
ওরান
রাবাট
জিবুতি
হারগিসা
আদ্দিস-আবাবা
সোমালিয়া রিপাবলিক
মোগাদিসু
নাইরোবি
মোম্বাসা
টা ন জা নি য়া
ডার-এস-সালেম
সালিসবারি
বীরা
মোজাম্বিক
তানানারিভ
দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা
দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন
কেপটাউন
ডারবান
লরেন্সো মার্কুয়েস
মাফেকিং
দক্ষিণ রোডেশিয়া
উত্তর রোডেশিয়া
ভা র ত ম হা সা গ র
আ ট লা ন্টি ক ম হা সা গ র
ভূ ম ধ্য সা গ র

আফ্রিকা

রাজনৈতিক

অবস্থিত। এর পশ্চিমদিকে অবস্থিত কালাহারি মরুভূমির কতকাংশ এ দেশের মধ্যেও বিস্তৃত রয়েছে। **গেবেরোনস্** এখানকার রাজধানী।

বাত্সোয়ানা (বাসুতোল্যান্ড) ও **সোয়াজিল্যান্ড**—দক্ষিণ আফ্রিকার দুটি ক্ষুদ্র রাজ্য। বাত্সোয়ানার রাজধানী **ম্যাজারু** ও **সোয়াজিল্যান্ডের** রাজধানী **ম্বাবানে।**

দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র—আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, নাটাল ও অন্তরীপ প্রদেশ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র গঠিত। এই রাজ্যের উপকূল ভাগ ভিন্ন আর বাকী সমস্ত অংশই উচ্চ মালভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অন্তরীপ প্রদেশের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় ও পূর্ব উপকূলে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। এখানে গম, ভুট্টা, আখ ও নানাপ্রকার ফল জন্মে। এ দেশে খনিজ সম্পদ্ও প্রচুর। পৃথিবীর অধিকাংশ হীরক ও স্বর্ণ এবং প্রচুর কয়লা, তাম্র, সীসা ও ম্যাঙ্গানিজ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এখান থেকে পৃথিবীর অর্ধেক সোনা ও হীরা এবং কিছু কয়লা, মদ, ফল ও উটপাখির পালক রপ্তানি হয়।

ট্রান্সভাল—দক্ষিণ রোডেসিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। **প্রিটোরিয়া** এই প্রদেশের ও সমগ্র সাধারণতন্ত্রের রাজধানী ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র।

জোহান্সবার্গ—দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম নগর। ইহার নিকট পৃথিবীর বৃহত্তম স্বর্ণখনি অবস্থিত।

নাটাল—ট্রান্সভালের পূর্ব দিকে অবস্থিত। রাজধানী **পিটারমরিস্বার্গ**। **ডারবান** এখানকার সর্বপ্রধান বন্দর। **নিউক্যাসল** কয়লা খনির কেন্দ্র।

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট—ট্রান্সভালের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজধানী **ব্লুমফন্টিন।**

অন্তরীপ প্রদেশ—এখানকার রাজধানী **কেপটাউন** দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বপ্রধান বন্দর। **ঈস্ট-লন্ডন** ও **পোর্ট এলিজাবেথ** এখানকার অন্য দুইটি বন্দর।

কিম্বার্লি—হীরক খনির কেন্দ্র। পৃথিবীর অর্ধেক হীরক এখান থেকে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা—বেচুয়ানাল্যান্ডের পশ্চিমে এ দেশ অবস্থিত। বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমি এখানে অবস্থিত। হীরা ও তাম্রখনির জন্য এ স্থান প্রসিদ্ধ। প্রধান নগর **ভিন্ডহুক**।

য়্যাঙ্গোলা—জাম্বিয়ার পশ্চিম দিক্ থেকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত এই দেশ বিস্তৃত। এখানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। **লোয়ান্ডা** এ দেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

কঙ্গো (রাজধানী) লিওপোল্ডভিল[১]—য়্যাঙ্গোলার **উত্তর-পূর্বে** প্রধানত কঙ্গো নদের অববাহিকায় এ দেশ অবস্থিত। এ দেশের অধিকাংশই অরণ্যময় নিম্নভূমি, সামান্য উচ্চভূমি আছে। দেশটি **খনিজ সম্পদে** সমৃদ্ধ। ইউরেনিয়ম ও **তাম্র** প্রধান খনিজ **দ্রব্য**। **লিওপোল্ডভিল** এ দেশের রাজধানী। **বোমা** প্রধান বন্দর। **কাটাঙ্গা** তাম্রখনির কেন্দ্র।

কঙ্গো (রাজধানী ব্রাজাভিল[১]**)**—আফ্রিকার **পশ্চিম ভাগে** বিস্তৃত। এ দেশ প্রধানত কঙ্গো নদের অববাহিকার অরণ্যময় নিম্নভূমি। মধ্যে মধ্যে নিম্ন মালভূমিও আছে। **ব্রাজাভিল** এ দেশের রাজধানী।

গাবোঁ—নিরক্ষীয় বনভূমির কতকাংশ নিয়ে এ দেশ গঠিত হয়েছে। রাজধানী **লিব্রেভিল** এখানকার প্রধান **বন্দর**।

মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিক—গাবোঁর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নিরক্ষীয় বনভূমির দেশ। নিরক্ষীয় বনভূমিপ্রান্তে অবস্থিত **বাঙ্গুই** এখানকার রাজধানী।

চাঁদ রিপাবলিক—নাইজিরিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নূতন রাষ্ট্র। এ দেশের রাজধানী **ফোর্টলামি** চাঁদ হ্রদের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত।

নাইজিরিয়া—আফ্রিকার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এ দেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রচুর টিন, কয়লা, ও পাম তেল পাওয়া যায়। **ল্যাগস** এ দেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

ঘানা (গোল্ডকোস্ট)—নাইজিরিয়ার কিছু পশ্চিমে এই দেশ অবস্থিত। এখানে পৃথিবীর অধিকাংশ কোকো জন্মে। যথেষ্ট স্বর্ণ

---

[১] ফরাসী নিরক্ষীয় আফ্রিকা বর্তমানে কঙ্গো (ব্রাজাভিল), গাবোঁ, মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিক ও চাঁদ রিপাবলিক এই চারিটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত।

ও ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। **আক্রা** এ দেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

সিয়েরালিওন—আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে এই দেশ অবস্থিত। এখানে প্রচুর পাম তেল ও বাদাম পাওয়া যায়। **ফ্রি টাউন** এখানকার রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

গ্যাম্বিয়া—আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে সিয়েরালিওনের উত্তর দিকে একটি ক্ষুদ্র দেশ। রাজধানী **ব্যাথার্স্ট**।

লাইবেরিয়া—আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। এখানকার রাজধানী **মনরোভিয়া**।

ক্যামেরুন রিপাবলিক—নিরক্ষীয় বনভূমির দেশ। এখানকার রাজধানী **ইয়ায়ুন্ডা**।

টোগো রিপাবলিক—এখানকার রাজধানী **লোমতা**। আফ্রিকার পশ্চিমাংশে অবস্থিত ডাহোমি, আইভরি কোস্ট, নাইজার, আপার ভোল্টা, মৌরিটানিয়া, মালি, সেনিগাল ও গিনি প্রভৃতি দেশগুলি বর্তমানে সকলেই স্বাধীন হয়েছে[১]। এসব রাষ্ট্রের রাজধানীর মধ্যে সেনিগালের রাজধানী **ডাকার** এ অঞ্চলের প্রধান বন্দর ও বিমানঘাঁটি। সাহারা মরুভূমি এখনও ফরাসীদের অধিকৃত আছে। **টিম্বাক্টু** মরুভূমি অঞ্চলের **প্রধান নগর**।

---

[১] ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার বহু দেশ বর্তমানে স্বাধীন হয়েছে। তার মধ্যে ডাহোমি, আইভরি কোস্ট, নাইজার, আপার ভোল্টা, মৌরিটানিয়া, মালি, সেনিগাল ও গিনি উল্লেখযোগ্য।

উত্তর আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ ও সম্পূর্ণরূপে উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এশিয়ার মতো উত্তর আমেরিকাও উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে দক্ষিণে প্রায় নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মতো, উত্তর ভাগ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ ভাগ ক্রমশ সংকীর্ণ, আয়তনে ইউরোপের ২½ গুণ।

উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্বে আটলাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর-পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ বেরিং প্রণালী দিয়ে উত্তর আমেরিকা এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু দক্ষিণ দিকে সংকীর্ণ পানামা যোজক দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে সেখানে খাল কেটে দুই মহাদেশ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

প্রধান প্রধান পর্বত—এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম (আলাস্কা) থেকে দক্ষিণে পানামা যোজক পর্যন্ত তিন শাখায় বিভক্ত এক বিরাট্ পার্বত্য অঞ্চল বিস্তৃত। সর্বাপেক্ষা পূর্বের সর্বপ্রধান পর্বত শ্রেণীর নাম **রকি পর্বত**। এজন্য সমুদয় পার্বত্য অঞ্চলকেই রকি অঞ্চল বলা হয়। রকি পর্বত আলাস্কা থেকে মেক্সিকোর দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাস্কার উত্তর অংশের নাম **এন্ডিকট**, মেক্সিকোর দক্ষিণাংশের নাম **সিয়ারামাদ্রো**। দ্বিতীয় শ্রেণীটির যে অংশ আলাস্কায় অবস্থিত, তার নাম **আলাস্কা রেঞ্জ**, যুক্তরাষ্ট্রে নাম কাস্‌কেড এবং আরও দক্ষিণে **সিয়ারা নেভেদা** নামে পরিচিত। সর্ব পশ্চিমের শাখার উত্তর ভাগের নাম **সেন্ট ইলিয়াস** ও দক্ষিণ ভাগের নাম কোস্ট রেঞ্জ। আলাস্কা রেঞ্জের **ম্যাক্‌কিনলি** সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (২০,৪৬৪ ফিট)। রকি পার্বত্য অঞ্চলে পর্বত দ্বারা বেষ্টিত কতকগুলি মালভূমি আছে। মালভূমিগুলির মধ্যে ইউকন, কলম্বিয়া, আইডাহো, গ্রেট বেসিন ও কলোরেডো প্রধান।

উত্তর আমেরিকার পূর্ব অংশেও কতকগুলি পর্বত অবস্থিত। উত্তর-পূর্ব লাব্রাডার মালভূমি ও তার দক্ষিণে **আপেলেশিয়ান** পর্বতমালা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রয়েছে।
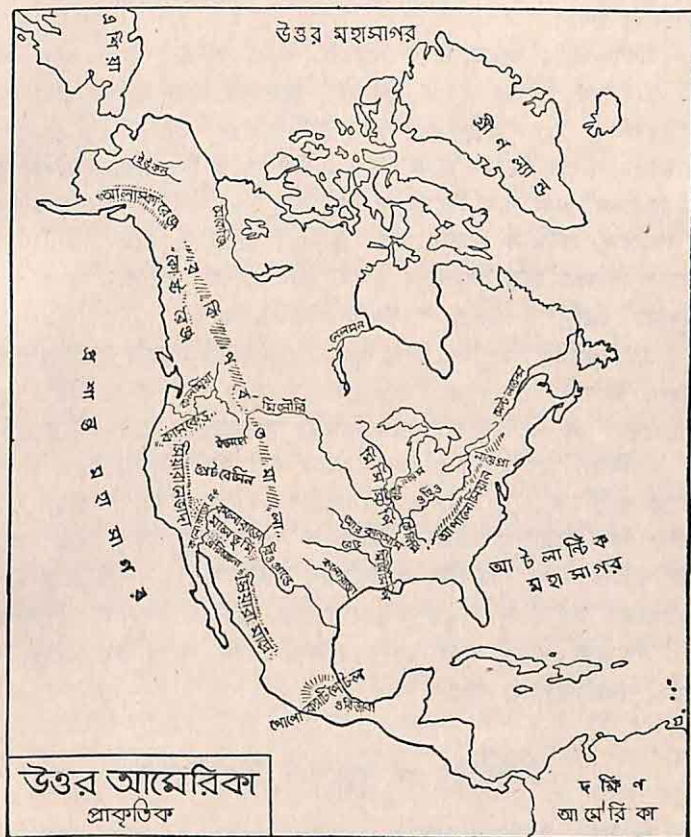
উত্তর আমেরিকা
প্রাকৃতিক

এই মহাদেশের দক্ষিণাংশে মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় বহু আগ্নেয়গিরি আছে। তাদের মধ্যে **পোপোক্যাটিপেটল, ওরিজাবা** ও **কেলিমা** প্রধান।

নদী—উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পর্বত অঞ্চল থেকে বহু নদী উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মধ্য ভাগের সমভূমির উত্তর অংশ থেকে **মিসিসিপি** নদী উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিম দিকের রকি পর্বত অঞ্চল থেকে **মিসৌরি, আরকানসাস** ও **রেড** নদী এবং পূর্ব দিকের আপেলেশিয়ান পর্বত অঞ্চল থেকে **ওহিও, ইলিনয়েস, টেনিসি** প্রভৃতি বহু উপনদী প্রবাহিত হয়ে মিসিসিপির সঙ্গে মিলিত হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে পড়েছে। মিসিসিপি ও তার উপনদী মিসৌরি একত্রে পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী।

মধ্য ভাগের সমভূমির উত্তর অংশ থেকে **সেন্ট লরেন্স** নদী কয়েকটি হ্রদকে সংযুক্ত করে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। এই নদীরই গতিপথে বিখ্যাত **নায়েগ্রা** প্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিম দিকের পর্বত অঞ্চল থেকে বহু নদী উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে পড়েছে। এই নদীগুলির মধ্যে **কলোরেডো, ইউকন** ও **কলম্বিয়া** প্রধান। উত্তরবাহিনী নদীগুলির মধ্যে **ম্যাকেঞ্জি** ও **নেলসন** উল্লেখযোগ্য। **রিওগ্রান্ডে** নদী পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে পড়েছে।

মরুভূমি—উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে **কলোরেডো** বা **এরিজোনা** মরুভূমি আছে।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান নগর

কানাডা—উত্তর আমেরিকার উত্তর অংশে অবস্থিত। আয়তনে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। এই বিরাট্ দেশটির উত্তরে শীতল তুন্দ্রা অঞ্চল, মধ্যে সরল বর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য ও দক্ষিণে নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি বা প্রেয়রী। সরল বর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি থেকে প্রচুর কোমল কাঠ, কাঠের মণ্ড ও পশুর লোম এবং প্রেয়রী

অঞ্চলের তৃণভূমি থেকে প্রচুর গম, যব, রাই ইত্যাদি ফসল পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদেও দেশটি সমৃদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী নিকেল, কোবাল্ট ও অ্যাসবেস্টস্ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এজন্য শিল্পেও দেশটি যথেষ্ট উন্নত। **অটোয়া** এদেশের রাজধানী, কাঠ ও কাগজ শিল্পের কেন্দ্র। **মন্ট্রিল** এদেশের বৃহত্তম নগর ও শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। **হ্যালিফক্স, কুইবেক, টরেন্টো, উইনিপেগ** প্রভৃতি এদেশের বৃহৎ নগর ও শিল্পকেন্দ্র। **ভ্যাঙ্কুবার** পশ্চিম উপকূলের বৃহৎ বন্দর। **সেন্ট জন** নিউফাউন্ডল্যাণ্ডের বন্দর।

যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশটি কানাডার দক্ষিণে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ বলে খ্যাত। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের প্রায় অর্ধেক অংশ ও পূর্ব দিকের কিছু স্থান পার্বত্য অঞ্চল,—বাকী সবই সমভূমি। এই সমভূমির উত্তরে প্রেয়রী অঞ্চলে প্রচুর গম, যব, ভুট্টা ও দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চলে কার্পাস, তামাক, ধান, আখ, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। প্রেয়রীর পশ্চিমাংশে অসংখ্য পশু পালন করা হয়। এ ছাড়া এই দেশের খনিজ সম্পদ্ও প্রচুর। এই সব খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লোহা, তামা, সীসা, দস্তা, গন্ধক ও এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী। কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য এদেশের অসাধারণ শিল্পোন্নতি হয়েছে। লোহা ও ইস্পাত-শিল্প, বয়ন-শিল্প, রাসায়নিক-শিল্প ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিল্পে এদেশ পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য। **ওয়াশিংটন** যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। **নিউইয়র্ক** যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। **চিকাগো** যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় নগর ও পৃথিবীর বৃহত্তম রেলওয়ে জংশন। মাংস ও গম ব্যবসায়ের বৃহত্তম কেন্দ্র। **বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, গ্যালভেস্টন, নিউ অর্লিন্স** অন্যান্য বৃহৎ বন্দর। **স্যানফ্রান্সিস্কো** পশ্চিম উপকূলের সর্ববৃহৎ বন্দর। **লস্ এঞ্জেলসের** নিকট হলিউড সিনেমা শিল্পের কেন্দ্র। **পিটস্বার্গ** পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্র। **ডেট্রয়েট, বাফেলো, ক্লিভল্যান্ড** বিখ্যাত হ্রদ বন্দর। ও লৌহ শিল্পের কেন্দ্র। **সেন্ট লুই, মিনিয়াপোলিস** অন্যান্য প্রধান নগর। **জুনো** আলাস্কার রাজধানী।
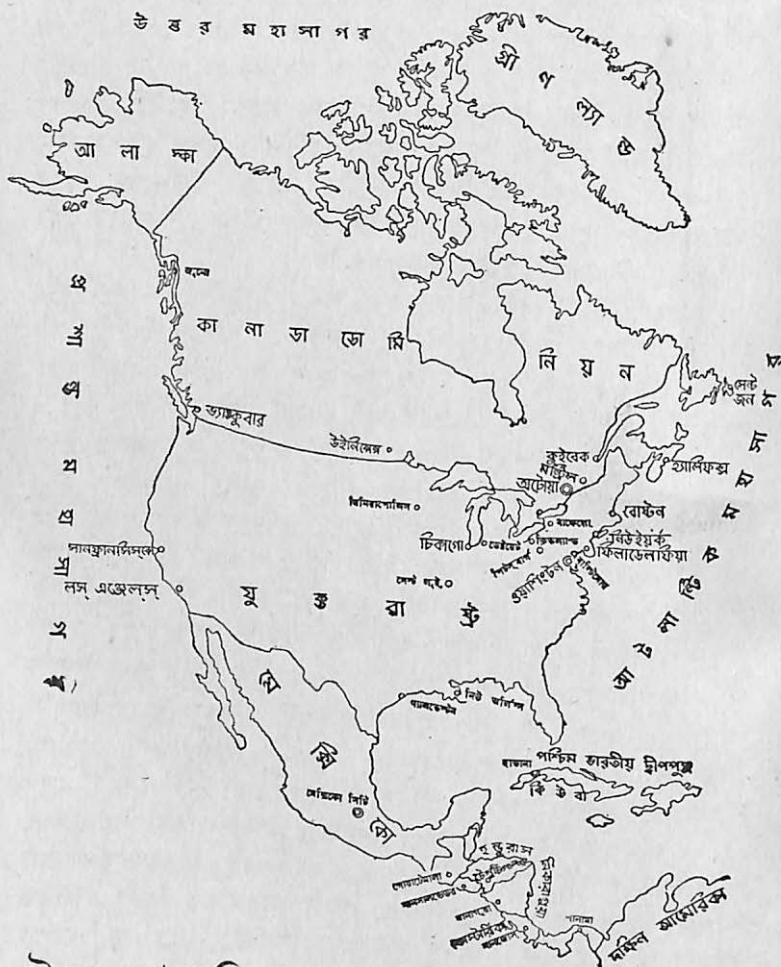
উত্তর আমেরিকা

রাজনৈতিক

মেক্সিকো—যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত লাভাগঠিত পর্বত বেষ্টিত মালভূমি। এখানে অনেক জীবন্ত ও মৃত আগ্নেয়গিরি আছে। দেশটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশের খনিতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রূপা, প্রচুর পরিমাণে তামা, লোহা, কয়লা, দস্তা ও খনিজ তেল পাওয়া যায়। **মেক্সিকো সিটি** এ দেশের রাজধানী। **ভেরাক্রুজ** বন্দর ও বস্ত্র-শিল্পের কেন্দ্র।

মধ্য আমেরিকা—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য ভাগে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল। গোয়াটেমালা, সালভেডর, হন্ডুরাস্, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা ও পানামা নিয়ে মধ্য আমেরিকা গঠিত। জলবায়ু প্রায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের মতো বলে বনে রবার, মেহগনি, আবলুস, কফি, কোকো প্রভৃতি জন্মে। সমতলভূমিতে ধান, ভুট্টা, আখ ইত্যাদি হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সোনা ও রূপা যথেষ্ট পাওয়া যায়।

গোয়াটেমালা গোয়াটেমালার, সানসালভেডর স্যালভেডরের, টেগুসি-গাল্পা হন্ডুরাসের, মানাগুয়া নিকারাগুয়ার, সানজোস্ কোস্টারিকার এবং পানামা পানামার রাজধানী। ব্রিটিশ হন্ডুরাসের রাজধানী বেলিজ।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এখানকার দ্বীপগুলির কয়েকটি প্রবাল-দ্বীপ ও কয়েকটি আগ্নেয় পর্বত। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু থাকাতে প্রচুর পরিমাণে আখ, তামাক, কলা প্রভৃতি জন্মে। দ্বীপগুলির মধ্যে **কিউবা** প্রধান। এই দ্বীপের রাজধানী **হাভানা**। এখান থেকে প্রচুর চিনি ও চুরুট রপ্তানি হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে এই মহাদেশ অবস্থিত। আফ্রিকা মহাদেশের মতো এরও কতক অংশ উত্তর গোলার্ধ ও কতক অংশ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। তবে এই মহাদেশের অতি সামান্য অংশই (শতকরা ১৫ ভাগ) উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত। কাজেই মোটামুটি হিসাবে একে দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশ বলা যেতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার আকৃতিও অনেকটা ত্রিভুজের মত—উত্তর ভাগ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ ভাগ ক্রমশ সংকীর্ণ। এই মহাদেশের উত্তর ও পূর্ব দিকে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণে কুমেরু মহাসাগর। আয়তনে ইউরোপের প্রায় দ্বিগুণ।

প্রধান প্রধান পর্বত—আন্ডিজ পর্বতমালা দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র পশ্চিম ভাগে, উত্তরে পানামা থেকে দক্ষিণে টিয়ারা ডেল ফুয়েগো পর্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যে ৪০০০ মাইল—হিমালয়ের প্রায় তিনগুণ। উচ্চতা হিসাবে হিমালয়ের পরেই ইহার স্থান। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম **য়্যাকোঙ্কাগুয়া**—২৩,০০০ ফিট উঁচু। এই পর্বত অঞ্চলে কয়েকটি পর্বতবেষ্টিত উচ্চ মালভূমি আছে—তার মধ্যে বলিভিয়ার মালভূমি প্রধান। অন্যান্য মালভূমির মধ্যে উত্তরাংশে ভেনিজুয়েলার মালভূমি ও গায়না মালভূমি, পূর্বে ব্রাজিলিয়ান মালভূমি ও ম্যাটোগ্রসো মালভূমি প্রধান। এ ছাড়া এই অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে কিছু আগ্নেয় পর্বত আছে। আগ্নেয় পর্বতগুলির মধ্যে **চিম্বোরাজো** ও **কোটাপাক্সি** প্রধান।

নদী—দক্ষিণ আমেরিকার নদীগুলির মধ্যে **আমাজন**, **লা-প্লাটা** ও **ওরিনাকো** নদী প্রধান। আমাজন পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। মিসিসিপি-মিসৌরি দীর্ঘতম নদী হলেও বিস্তার ও জলরাশির পরিমাণের হিসাবে আমাজন বৃহত্তম। আন্ডিজ পর্বত অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। ব্রাজিল মালভূমি থেকে **প্যারানা** ও **উরুগুয়ে** নদী এবং ম্যাটোগ্রসো মালভূমি থেকে **প্যারাগুয়ে** নদী বিভিন্ন পথে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে, পরস্পরের সঙ্গে

দক্ষিণ আমেরিকা

প্রাকৃতিক

মিলিত হয়ে মিলিত স্রোত **লা-প্লাটা** নামে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। **ওরিনাকো** নদী গিয়ানা মালভূমি থেকে ও **স্যানফ্রান্সিস্‌কো** নদী ব্রাজিল মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে।

মরুভূমি—পেরু রাজ্যের দক্ষিণাংশে ও চিলি রাজ্যের উত্তরাংশে **আটকামা** মরুভূমি অবস্থিত। আর্জেন্টিনার দক্ষিণাংশে **প্যাটাগোনিয়া** মরুভূমি অবস্থিত।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান নগর

ভেনিজুয়েলা—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে অবস্থিত। এই দেশের উত্তরাংশে ও দক্ষিণাংশে উচ্চভূমি, মধ্যে ওরিনাকো নদীর নিম্নভূমি। এখানে প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যায়। **কারাকাস** এদেশের রাজধানী।

কলম্বিয়া—ভেনিজুয়েলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই দেশের পশ্চিমাংশে উচ্চভূমি, পূর্বাংশে নিম্নভূমি ও সেলভা অরণ্য। খনিজ তেল, প্লাটিনাম, সোনা প্রভৃতি নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত **বোগোটা** এ দেশের রাজধানী। **কার্টাজিনা** প্রধান বন্দর।

গিয়ানা—ভেনিজুয়েলার পূর্বে অবস্থিত উচ্চ মালভূমির দেশ। এখানে হীরা, সোনা ও বক্সাইট পাওয়া যায়। ইহা প্রকৃতপক্ষে তিনটি দেশ—ফরাসী গিয়ানা, ওলন্দাজ গিয়ানা ও ব্রিটিশ গিয়ানা। ফরাসী গিয়ানার রাজধানী **কোয়েন, প্যারামারিবো** ওলন্দাজ অধিকৃত গিয়ানার এবং **জর্জ টাউন** ব্রিটিশ গিয়ানার রাজধানী। তিনটি নগরই উত্তর উপকূলে অবস্থিত।

ইকোয়েডর—কলম্বিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। কল্পিত নিরক্ষরেখা এই দেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে বলে এখানকার নাম ইকোয়েডর হয়েছে। এ দেশে যথেষ্ট খনিজ তেল পাওয়া যায়। বিষুবরেখার কাছে অবস্থিত **কিটো** (৯,৩০০ ফিট উচ্চ) এদেশের রাজধানী। জলবায়ুর জন্য এখানে

চিরবসন্ত বিরাজমান। গুইয়াকুইল এখানকার প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

পেরু—ইকোয়েডরের দক্ষিণে পেরু দেশ। পেরুর পশ্চিমে নিম্ন উপত্যকা, মধ্যে আণ্ডিজ পর্বত ও পূর্বে সেলভা অরণ্য। আণ্ডিজ পর্বতের বরফ-গলা জলে এই দেশের উত্তর ভাগে কৃষিকার্য হয়। কফি, কোকো, রবার, ধান ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য। সোনা, রুপা, খনিজ তেল, তামা প্রভৃতি প্রচুর খনিজ সম্পদে এদেশ সমৃদ্ধ। **লীমা** এদেশের রাজধানী। **কালাও** প্রধান বন্দর।

চিলি—পেরুর দক্ষিণে অবস্থিত পার্বত্য দেশ। উপকূলে সামান্য সমভূমি আছে। উত্তরে-দক্ষিণে দেশটি বিস্তৃত বলে বহু রকম জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরে আটাকামা মরুভূমি, মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণে বৃষ্টিবহুল বনভূমি আছে। উত্তরের মরুভূমি অঞ্চলে প্রচুর সোরা, তামা, আয়োডিন ও লবণ পাওয়া যায়। **স্যান্টিয়াগো** এদেশের রাজধানী। **ভ্যালপারিসো** ও **অ্যান্টোফোগাস্টা** প্রধান বন্দর।

বলিভিয়া—চিলির উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি উচ্চ মালভূমি। টিন, য়্যাণ্টিমনি, তামা, সীসা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পাওয়া যায়। **লা-পাজ** এদেশের রাজধানী। **সুক্রে** ও **সাণ্টাক্রুজ** প্রধান নগর।

আর্জেন্টিনা—চিলির পূর্বে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ। আর্জেন্টিনার পশ্চিমাংশে কিছু উচ্চ ভূমি আছে—বাকী সবই সমভূমি। মধ্য ভাগের সমভূমিতে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি থাকাতে কৃষিকার্য ও পশুপালন এখানকার প্রধান উপজীবিকা। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী তিসি ও প্রচুর পরিমাণে গম জন্মে। ভেড়ার মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, প্রচুর পশম, গম ও তিসি এখানকার রপ্তানী দ্রব্য। **বুয়েনস্ এয়ার্স** এদেশের রাজধানী, দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম বন্দর ও নগর। **লা-প্লাটা**, **বাহিয়াব্লাঙ্কা** অন্যান্য বৃহৎ বন্দর।

ব্রাজিল—দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব অংশে অবস্থিত; এই মহাদেশের বৃহত্তম দেশ। এর উত্তরাংশে আমাজন নদীর সেলভা অরণ্য অবস্থিত, মধ্যে ও পূর্বে মালভূমি। অরণ্যে রবার ও কাঠ পাওয়া যায়। এদেশে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কফি, প্রচুর কোকো, তামাক, আখ, ভুট্টা ও
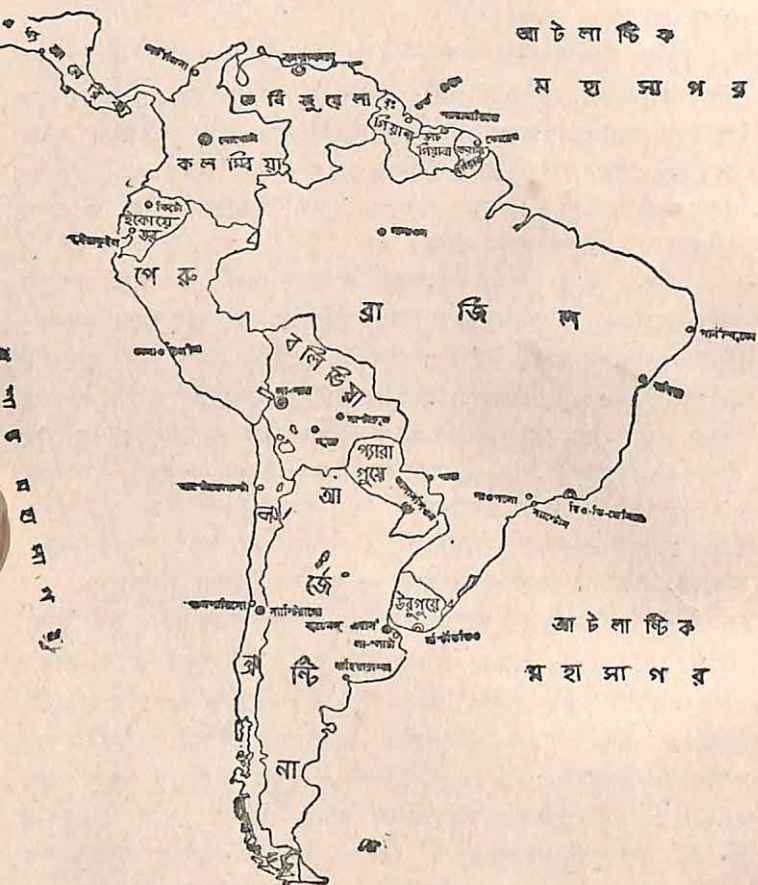
দক্ষিণ আমেরিকা

রাজনৈতিক

কার্পাস জন্মে। এদেশ খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, হীরা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানকার দক্ষিণাংশের তৃণ-ভূমিতে পশুপালন ও গম উৎপাদন করা হয়। রিও-ডি-জেনিরো এদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। রেসিফে (পার্নাম্বুকো) এবং বাহিয়া দুইটি বৃহৎ বন্দর। সাওপলো কফি ব্যবসায়ের কেন্দ্র। স্যান্টোস কফি রপ্তানির বন্দর। মানাওস ও পারা রবার সংগ্রহের কেন্দ্র ও নদী-বন্দর।

প্যারাগুয়ে—ব্রাজিলের দক্ষিণে অবস্থিত। এদেশের বেশির ভাগ সমভূমি, শুধু উত্তর দিকে কিছু অংশ নিম্নভূমি। এদেশের রাজধানী **আসানসিওন**।

উরুগুয়ে—আর্জেন্টিনার উত্তর-পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার একটি উন্নত দেশ। এদেশের **পম্পাস** তৃণভূমিতে প্রচুর মেষপালন ও গম উৎপাদন করা হয়। এজন্য এদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে গম, তিসি, পশম, মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় লোকবসতি ঘন। **মন্টিভিডিও** এদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

অস্ট্রেলেশিয়া

অস্ট্রেলিয়া এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এর সন্নিকটে টাসমানিয়া, নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপ ও অল্প দূরে নিউজীল্যান্ড ও অসংখ্য ছোট দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ আছে। ইহাদের একসঙ্গে **অস্ট্রেলেশিয়া** বলা হয়।

অস্ট্রেলেশিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। আয়তনে এশিয়ার প্রায় ⅕ ভাগ, ভারতের দ্বিগুণের চেয়ে সামান্য বড়। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত বলে আমাদের দেশে যখন শীতকাল অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল এবং আমাদের যখন গ্রীষ্মকাল অস্ট্রেলিয়ায় তখন শীতকাল। এর উত্তরে ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর ও পশ্চিমে ভারত মহাসাগর। এই মহাদেশের উত্তর-পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এক সুদীর্ঘ প্রবাল-প্রাচীর আছে। তার নাম গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ।

প্রধান পর্বতমালা—অস্ট্রেলিয়ার পূর্বদিকে **গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ** সমগ্র পূর্ব উপকূলে বিস্তৃত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোসিয়াস্কো প্রায় ৭,৩০০ ফিট উচ্চ। এই মহাদেশের পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে **ম্যাকডোনেল** ও **ম্যাসগ্রেভ** এবং মধ্যভাগে সেলউইন ও গ্রে নামে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় আছে।

নিউজীল্যান্ডে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি দীর্ঘ পর্বতমালা আছে। তার নাম সাদার্ন আল্পস্। মাউন্ট কুক (১২,৩৫০ ফিট) সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই দ্বীপে কয়েকটি সজীব আগ্নেয়গিরিও আছে।

নদী—অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে বিশাল মরুভূমি থাকায় নদনদী খুব কম। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে মারে নদী প্রথমে পশ্চিমে, পরে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রধান উপনদী ডার্লিং ও অপর উপনদী মারেম্বিডগির সঙ্গে মিলিত হয়ে, মিলিত স্রোত **মারে ডার্লিং** নামে দক্ষিণ মহাসাগরে পড়েছে। **ডায়ামান্টিনা** ও কুপার্সক্রীক দুইটি অন্তর্বাহিনী নদী আয়ার হ্রদে পড়েছে।
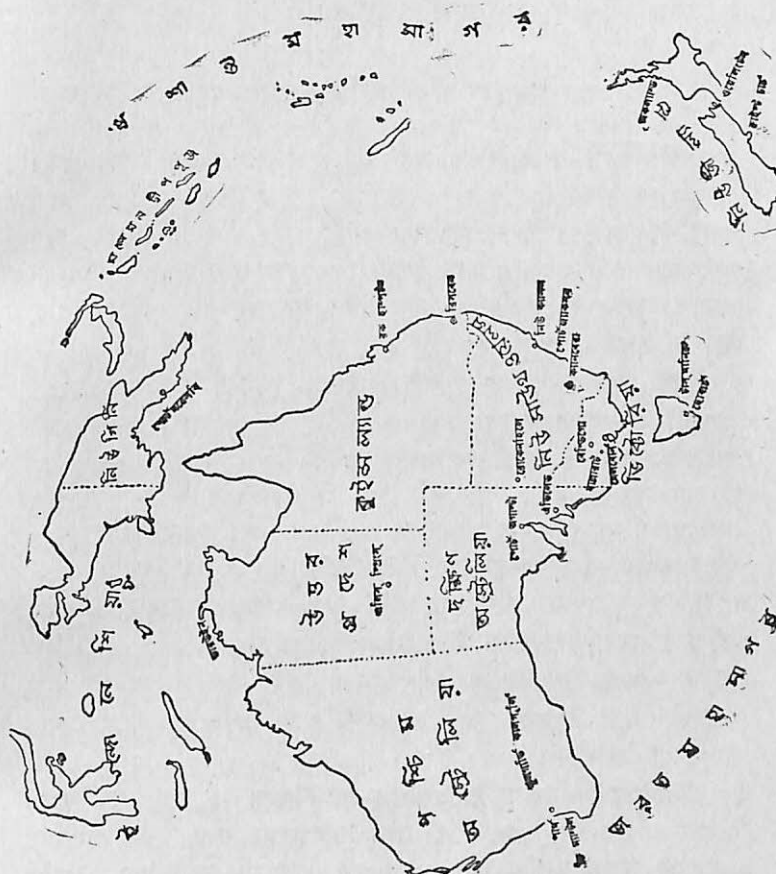
অস্ট্রেলেশিয়া

রাজনৈতিক

মরুভূমি—অস্ট্রেলিয়ার মধ্য ও পশ্চিমভাগে বৃষ্টিপাত হয় না। বৃহৎ বালুকাময় মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

দেশসমূহ ও কয়েকটি প্রধান নগর

কুইন্সল্যান্ড—অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে এই প্রদেশটি অবস্থিত। এর অনেক স্থান অরণ্যময় পার্বত্যভূমি। উপকূলের সমভূমিতে ধান, আখ, কার্পাস ও ভুট্টার চাষ হয়। পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে প্রচুর পশুপালন করা হয়। এখানে সোনা ও তামার খনি আছে। **ব্রিসবেন** এদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। রক হাম্পটন বন্দর থেকে সোনা, তামা ও পশম রপ্তানি হয়।

নিউ সাউথ ওয়েলস্—কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পূর্বে সংকীর্ণ উপকূলে ও মারেমবিডগি নদী উপত্যকায় গম ও ভুট্টার চাষ হয়। পশ্চিমে মারে ডার্লিং অববাহিকার তৃণভূমি অঞ্চলে বৃহৎ পশুচারণ ক্ষেত্র আছে। **সিড্‌নি** এই প্রদেশের রাজধানী। অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীনতম নগর, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও পশম ব্যবসায়ের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। **পোর্টজ্যাকসন** ও **নিউ ক্যাসল** আরও দুইটি বৃহৎ বন্দর। নিউ ক্যাসেলে প্রচুর কয়লা, **ব্রোকেনহিলে** রূপা, সীসা ও দস্তা এবং **ব্যাথার্স্ট**-এ সোনা পাওয়া যায়।

ক্যানবেরা—নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর কিছু অংশ নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রদেশ গঠিত হয়েছে। এখানে অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের রাজধানী অবস্থিত।

ভিক্টোরিয়া—নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর দক্ষিণে এই প্রদেশ অবস্থিত। এখানেও উত্তরের তৃণভূমিতে প্রচুর মেষপালন করা হয়। জলবায়ু অনেকটা ভূমধ্যসাগরীয় বলে প্রচুর গম, আঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি জন্মে। এখানে **বেন্ডিগো** ও **বাল্লারাট** সোনার খনির জন্য বিখ্যাত। এখানে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় লোকবসতি **ঘন**। **মেলবোর্ন** এই প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। **পোর্ট ফিলিপ** অন্যতম বন্দর।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ দিকে এই প্রদেশ অবস্থিত। এই দেশের দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চলে গম, আঙ্গুর, আখ ও কার্পাসের চাষ হয়। উত্তরের তৃণভূমিতে বহু মেষপালন করা হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কিছু আকরিক লোহা ও তামা পাওয়া যায়। এডিলেড এদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। **পোর্ট অগাস্টা** অন্যতম বন্দর।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ ব্যেপে এই প্রদেশ অবস্থিত। এখানকার অধিকাংশ অঞ্চলই মরুতুল্য মালভূমি। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমের সামান্য অংশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বলে গমের চাষ ও মেষপালন করা হয়। উত্তরের (মৌসুমী অঞ্চলের) অতি সামান্য অংশে ধান ও ভুট্টা জন্মে। এই মালভূমির মরু অঞ্চলে নানাস্থানে সোনা পাওয়া যায়। **কালগুর্লি** ও **কূলগার্ডি** বিখ্যাত সোনার খনি। **পার্থ** এই প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। **ফ্রি ম্যান্টল** অন্যতম বন্দর।

উত্তর প্রদেশ বা নর্দার্ন টেরিটরি—অস্ট্রেলিয়ার উত্তর দিকের মধ্য ভাগকে নর্দার্ন টেরিটরি বলা হয়। উত্তর ভাগের মৌসুমী অঞ্চলে ধান, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষ হয়। মধ্যের তৃণভূমিতে মেষপালন করা হয়। দক্ষিণাংশ মরুভূমি। **ডারউইন** এই প্রদেশের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বিমান ঘাঁটি। **এলিস্ স্প্রিংস্** মধ্যভাগের একমাত্র বড় শহর।

টাস্মানিয়া—অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে এই পার্বত্য দ্বীপটি অবস্থিত। এখানে গম, যব, আলু ও নানাবিধ ফলের চাষ হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে তামা, সোনা, সীসা, টিন ও রূপা পাওয়া যায়। **হোবার্ট**—এই দ্বীপের রাজধানী ও বন্দর।

নিউগিনি—অস্ট্রেলিয়ার **উত্তরে** অবস্থিত বৃহৎ পর্বতময় দ্বীপ। এই দ্বীপে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। মূল্যবান কাঠ, কফি, কোকো প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। সোনা এখানকার প্রধান খনিজ দ্রব্য। এই দ্বীপের কতকাংশ ওলন্দাজদের, বাকী অংশ ইংরেজদের অধীন। **পোর্টমরেস্‌বি** এই দ্বীপের রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

নিউজীল্যান্ড—অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর দ্বীপ, দক্ষিণ দ্বীপ ও স্টুয়ার্ট দ্বীপ নিয়ে এই পার্বত্য দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। এখানে বহু

অস্ট্রেলিয়া
প্রাকৃতিক
ভারত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
দক্ষিণ মহাসাগর
নিউজিল্যান্ড
গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ
ভিক্টোরিয়া মরুভূমি
মরুভূমি
অস্ট্রেলিয়ান আল্পস
কুপার
ডার্লিং
মারে
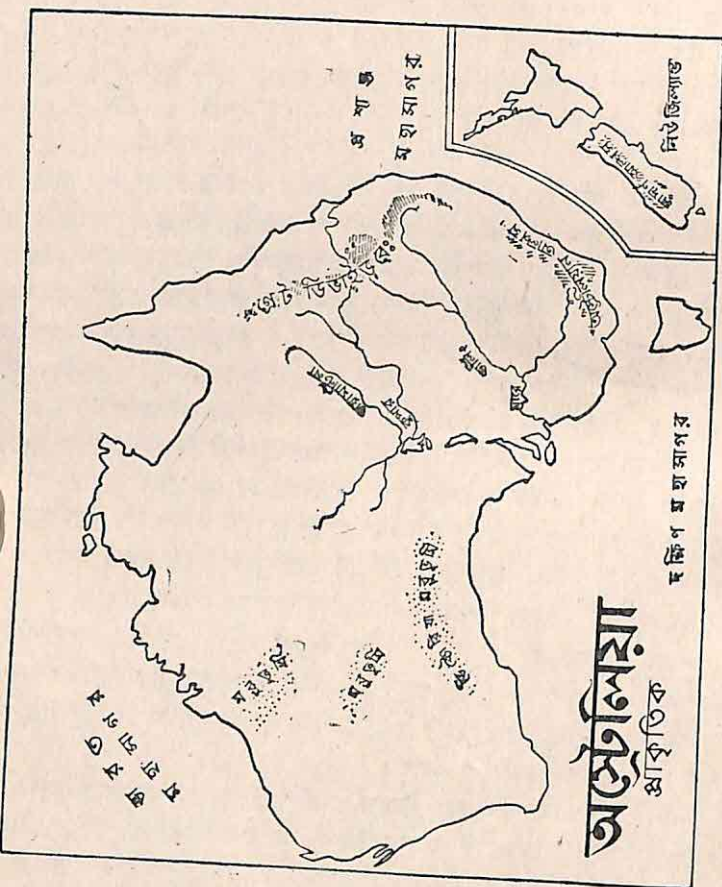
আগ্নেয়গিরি আছে। অরণ্যে নানারকম মূল্যবান্ কাঠ পাওয়া যায়। সমভূমি অঞ্চলে গম, যব, ওট ও নানারকম ফলের চাষ হয়। তৃণভূমি অঞ্চলে প্রচুর গরু ও মেষ পালন করা হয়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, আকরিক লোহা ও সোনা পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রচুর দুগ্ধজাত দ্রব্য, পশম, মাংস ও অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। **ওয়েলিংটন** এখানকার রাজধানী ও একটি বৃহৎ বন্দর। **অকল্যান্ড** এদেশের বৃহত্তম নগর ও বন্দর। **ক্রাইস্ট চার্চ** দক্ষিণ দ্বীপের প্রধান নগর ও বন্দর।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ—মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পলিনেশিয়া। এই দ্বীপগুলির মধ্যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, কুক, সোসাইটি প্রভৃতি দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। হাওয়াই আখ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। **হনলুলু** এই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। **পার্ল হারবার** একটি বড় পোতাশ্রয়।

প্রাচীন ভারতের অভিযান ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উপনিবেশ স্থাপনের কথা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, ধর্মে ভারতবর্ষ তখন উন্নত দেশগুলির অন্যতম ছিল। ভারতের সে সভ্যতা কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের বাহিরে অন্য দেশেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার উপলক্ষে ভারতীয়দের অন্য দেশে গমনাগমনের ফলে সে সব দেশেও ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এভাবে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের নিকটস্থ যে সমস্ত দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রসার লাভ করেছিল, ঐ সব দেশকে 'বৃহত্তর ভারত' বলা হয়েছে।

এশিয়া মহাদেশে ইন্দোনেশিয়া বা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন ও মধ্য এশিয়া এই তিনটি দেশ প্রধানত বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা'ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত ও বর্তমান আফগানিস্তানও বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত ছিল।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপ ভারতীয় সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে শ্রীবিজয়, অযোধ্যা, অমরাবতী প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের ভারতীয় নাম তার সাক্ষ্য দেয়।

যবদ্বীপের কিংবদন্তী অনুসারে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রায় কুড়ি হাজার হিন্দু পরিবার কলিঙ্গ প্রদেশ থেকে এই দ্বীপে এসে বসবাস করেন।

অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীবিজয়ের (সুমাত্রার) বৌদ্ধধর্মী শৈলেন্দ্র বংশ এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। যবদ্বীপও সে সময়ে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। যবদ্বীপের বিখ্যাত বরবদুরের বৌদ্ধস্তূপ এই যুগেই নির্মিত হয়েছিল। নবম শতাব্দীতে যবদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের পত্তন হয়। এই সময়ে এই অঞ্চলে প্রম্বানানে

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মন্দির স্থাপিত হয়। ধর্মে, সভ্যতায় ও নির্মাণ-কৌশলে এই মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয়।

একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণ শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক বিরাট্ অংশ অধিকার করেন। পরে ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানগণ যবদ্বীপ অধিকার করলে রাজপরিবার ও কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার বলিদ্বীপে আশ্রয় নেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলিদ্বীপের একাংশে এই হিন্দুরাজগণের বংশধরেরা রাজত্ব করেছেন।

ইন্দোচীনেও যে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল চম্পা (বর্তমান আনাম) ও কম্বোজে (বর্তমানে কম্বোডিয়া) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পঞ্চাশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চম্পা ও কম্বোজ ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই দুই উপনিবেশে হিন্দুরাজারা বহুদিন পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেছেন। এইসব হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে কম্বোজে আঙ্কোরভাটের বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির স্থাপিত হয়। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশেও এই সময়ে ভারতীয় সভ্যতা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত স্থানে হিন্দু সভ্যতা প্রসার লাভ করে, সে সব স্থান এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি সেই মরুভূমির বালুকাগর্ভ থেকে বহু মঠ, মন্দির ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

তিব্বত, চীন, জাপান ও সিংহলের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। সেজন্য আজও এই সব দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ নিবিড়। সিংহল দ্বীপের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয়গণের বংশধর। সিংহলের ভাষাও আর্য ভাষা। প্রবাদ আছে বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপ জয় করে ইহার নাম সিংহল রেখেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের চোলরাজারাও সিংহল জয় করে সেখানে বহুদিন রাজত্ব করেছিলেন।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীরও পূর্বে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় বসতি স্থাপিত হয়। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা ব্রহ্মদেশের উপকূলে বসতি স্থাপন করে। এখনও এরা 'তালাইঙ্গ' নামে পরিচিত।

প্রোমের নিকটেও একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। নবম শতাব্দীতে এখানকার রাজা আনোয়াররথ মধ্যব্রহ্মে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। পরে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয় ও অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর ভারত শিক্ষা ও দীক্ষার পীঠস্থানে পরিণত হয়। এই সময় থেকে বহু সুপণ্ডিত ধর্মপ্রবর্তক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দলে দলে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। এই সকল ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে মহারাজ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্দ্রও ছিলেন। বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ১০৩৮ খিস্টাব্দে তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে দুর্গম হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

মার্কো পোলো

সর্বপ্রথম যে ইউরোপীয় পর্যটক তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর নাম মার্কো পোলো। ১২৫৪ খিস্টাব্দে ভেনিস শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা নিকোলো পোলো ভেনিসে একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

তখনকার দিনে আজকালকার মতো রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ বা উড়োজাহাজ ছিল না। রাস্তাঘাট ছিল দুর্গম ও বিপজ্জনক। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া সে সময়ে ছিল দুঃসাহসের কাজ। সেই সময় ১২৭১ খিস্টাব্দে পিতা নিকোলো পোলো এবং কাকা মাফেও পোলো মাত্র ১৭ বৎসরের মার্কো পোলোকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর চীনদেশের দিকে রওনা হন। আর্মেনিয়া, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার মালভূমি, তুর্কীস্তান, গোবি মরুভূমি প্রভৃতি পার হয়ে চীনদেশে পৌঁছাতে তাঁদের চার বৎসর সময় লেগেছিল। সে সময়ে কুব্‌লা খাঁ ছিলেন চীনের সম্রাট্। তিনি তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন। মার্কো পোলো অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এজন্য তিনি শীঘ্রই সম্রাটের খুব

প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সম্রাট্ মার্কোকে তাঁর সমস্ত রাজ্য ঘুরে নানারকম তথ্যাদি যোগাড় করার কাজে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ সতের বৎসর ধরে মার্কো এই কাজ করেন। মার্কোর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট্ দূত হিসাবে তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠান। বহুদিন ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ করেন। তারপর চীনে ফিরে যান।

মার্কো পোলো

দীর্ঘকাল এভাবে নানা-দেশ ভ্রমণের পর পোলো স্বদেশে ফিরবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন ও নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে জলপথে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, দক্ষিণ ভারত ও পারস্য হয়ে তেইশ বছর পরে ভেনিসে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর রচনা থেকে তখনকার দিনের ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের অনেক খবর পাওয়া যায়।

ইব্‌ন্ বতুতা

মধ্যযুগের ভূপর্যটকদের মধ্যে ইব্‌ন্ বতুতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কো রাজ্যের তাঞ্জিয়ার শহরে তাঁর জন্ম হয়।

মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ইব্‌ন্ বতুতা মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করেন। উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও পূর্ব আফ্রিকার নানাদেশ ঘুরে পারস্য উপসাগর পার হয়ে তিনি মক্কায় পৌঁছান। মক্কা থেকে তিনি সিরিয়া,

প্যালেস্টাইন, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হয়ে স্থলপথে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। সে সময়ে সুলতান মহম্মদ তুঘলক ছিলেন দিল্লির সম্রাট্। ইব্‌ন্ বতুতার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সুলতান তাঁকে কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। বতুতা আট বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এ কাজ করার পর সুলতানের আদেশে জলপথে চীন সম্রাটের দরবারে যাবার জন্য যাত্রা করেন। পথে ঝড় তুফানে ইব্‌ন্ বতুতার জাহাজ ডুবে যায়। বহুকষ্টে তিনি বাঁচলেন বটে, কিন্তু দিল্লিতে আর ফিরে গেলেন না। তিনি আরব সাগরে অবস্থিত মালদ্বীপ ও ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সিংহল দ্বীপ ঘুরে জলপথে বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে এসে উপস্থিত হন। চট্টগ্রাম থেকে শ্রীহট্টে গিয়ে তিনি ফকির শাহজালালের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর জলপথে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশ ঘুরে অবশেষে চীনদেশে গিয়ে উপস্থিত হন।

বহু বৎসর বিদেশে কাটাবার পর ইব্‌ন্ বতুতা স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন। ফিরবার পথে তিনি আবার সুমাত্রা, দক্ষিণ ভারত, পারস্য-দেশ পরিভ্রমণ করে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দামস্কাস বন্দর হয়ে বহু জায়গা ঘুরে ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে যান।

কিন্তু বেশীদিন তিনি ঘরে থাকতে পারলেন না। পথের নেশায় আবার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এবার তিনি স্পেন দেশ ঘুরে আফ্রিকায় যান। নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে সুবিশাল সাহারা মরুভূমি পার হয়ে নাইগার নদীর তীরে উপস্থিত হন। ঐ অঞ্চলে কিছুদিন থাকার পর ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন। এই সুদীর্ঘ ২৮ বৎসরের ভ্রাম্যমাণ জীবনে তিনি ৭৫ হাজার মাইলেরও অধিক পথ ভ্রমণ করেছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে ইব্‌ন্ বতুতা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থে নিজের ভ্রমণ কাহিনী লিখে গেছেন। এই বইখানির নাম 'সফর নামা'। এই বইখানি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। ইব্‌ন্ বতুতার লিখিত বিবরণ থেকে তখনকার চীনদেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। তিনি লিখে গেছেন যে, সে সময়ে ভারতবর্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক সম্পদে

খুব উন্নত ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যে একটি অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক যোগ ছিল এ কথাও তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখে গেছেন।

কলম্বাস

প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপ ও প্রাচ্য দেশের সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্য চলত। আরব দেশীয় বণিক্‌রা ভারতীয় রেশমী ও পশমী বস্ত্র ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানাপ্রকার মসলা, চিনি ইত্যাদি কিনে ঐসব পণ্যদ্রব্য ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বন্দরে অধিক মূল্যে বিক্রয় করত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কীরা এশিয়া মাইনর জয় করে এই পথ প্রায় বন্ধ করে দেওয়ায় এই স্থলপথের বাণিজ্য সম্পূর্ণই আরব বণিক্‌দের একচেটিয়া হয়ে যায়। এজন্য ইউরোপীয় বণিক্‌রা ভারতবর্ষের সঙ্গে সোজাসুজি বাণিজ্য করার পথ খুঁজতে আরম্ভ করল। স্থলপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলতে থাকে। ইউরোপের, বিশেষতঃ, পর্তুগালের নাবিকরা জলপথে আফ্রিকা ঘুরে নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগল।

কলম্বাস

ইউরোপ থেকে জলপথে পূর্বদিক্ দিয়ে ভারতে আসবার যখন চেষ্টা চলছিল, তখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামে একজন অসম সাহসিক নাবিক পশ্চিম দিক্ দিয়ে জলপথে ভারতে আসবার পথ আবিষ্কার করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন।

ইটালির অন্তর্গত জেনোয়া বন্দরে কলম্বাসের জন্মস্থান। তিনি এক তাঁতীর সন্তান ছিলেন, কিন্তু ছোটবেলা থেকে কলম্বাসের নাবিক

হবার ছিল তীব্র আকাঙ্ক্ষা। প্রথমে তিনি এক জাহাজে সাধারণ নাবিকের কাজ পান। নাবিকের কাজ করতে করতে সমুদ্র, বাতাসের গতিবিধি ও জাহাজ চালনা সম্বন্ধে তাঁর অনেক জ্ঞান জন্মে। পর্তুগীজরা ছিল সে সময়ের সবচেয়ে সেরা নাবিক। কলম্বাস তাই পর্তুগালে এসে জাহাজ চালনা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু শিখে নেন। সে সময়ে কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী গোলাকার। কলম্বাসও সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে সোজা পশ্চিম দিক্‌ দিয়ে এগিয়ে গেলে পৃথিবী ঘুরে যে প্রাচ্যদেশে পৌঁছান যাবে সে সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন।

কলম্বাসের অর্থবল ছিল না। সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি রাজানুগ্রহ লাভের আশায় পর্তুগালের রাজদরবারে গেলেন কিন্তু বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। তারপর তিনি স্পেন ও ইংলন্ডে রাজ-দরবারে গিয়ে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন—কিন্তু সব জায়গাতেই তাঁর চেষ্টা নিষ্ফল হয়। কলম্বাস তবুও নিরাশ না হয়ে অনবরত চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে ছয় বৎসর কেটে যাবার পর স্পেনের রানী ইসাবেলার অনুরোধে স্পেনরাজ কলম্বাসকে সাহায্য করতে রাজী হলেন।

অবশেষে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ অগস্ট, সান্টামেরিয়া, পিন্টা ও নিনা নামে ছোট তিনখানা জাহাজ ১২৮ জন নাবিককে সঙ্গে নিয়ে কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে ভারতে পৌঁছবার জন্য পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। কিছুদিন চলার পর কলম্বাস প্রথমে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান। সেখান থেকে খাদ্য ও জল নিয়ে আবার পশ্চিমের অজানা পথে পাড়ি দিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল, কিন্তু ডাঙার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। কলম্বাসের সঙ্গীরা অধীর হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কলম্বাস ছিলেন অসম সাহসী, তিনি তাদের অনেক বুঝিয়ে মাত্র তিন দিনের সময় নিলেন। তিন দিনের দুই দিনও চলে গেল স্থলের কোন চিহ্নই দেখা গেল না; কিন্তু তৃতীয় দিনে সমুদ্রের জলে একটি পাখির ভাঙা বাসা ও গাছের টাটকা ডাল ও পাতা ভেসে যাচ্ছে দেখা গেল। আরও কিছুদূর চলবার পর ১২ অক্টোবর যাত্রার ঠিক ২ মাস ৮ দিন পরে ডাঙা দেখতে পাওয়া গেল।

জাহাজ কূলে ভিড়লে কলম্বাস দলবলসহ জাহাজ থেকে তীরে নামলেন। দেখা গেল, দেশটি কতগুলি দ্বীপের সমষ্টি। যে দ্বীপে প্রথম নামলেন তার নাম রাখা হল স্যানস্যালভেডর। কলম্বাস ভেবেছিলেন, তিনি বুঝি ভারতবর্ষের কাছাকাছি কোনও দ্বীপে এসেছেন। তাই তিনি ঐ দ্বীপ-পুঞ্জের নাম রাখলেন পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

কলম্বাস স্পেনে ফিরে এসে রাজকীয় সংবর্ধনা পেলেন। এর পর তিনি আরও তিনবার সমুদ্রযাত্রা করেন এবং ত্রিনিদাদ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আরও অনেক দ্বীপ আবিষ্কার করেন। কলম্বাসের এই সম্মান ও প্রতিপত্তি অনেকের হিংসার কারণ হয়। শত্রুপক্ষের চক্রান্তে রাজ আজ্ঞায় তিনি বন্দী হন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করা সত্ত্বেও স্পেনরাজ ফার্ডিনান্ডের কাছে তিনি আর আগের মতো সমাদর পেলেন না। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ভগ্ন হৃদয়ে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে কলম্বাস শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কলম্বাসের পর বহু উৎসাহী নাবিক আবিষ্কারের নেশায় নব আবিষ্কৃত স্থানে যেতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে এই দেশ যে ভারতবর্ষ নয় তাহা বোঝা গেল। আমেরিগো ভেসপুচি নামে একজন ইটালীয় নাবিক ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের কিছুটা আবিষ্কার করেন এবং তাঁরই নামানুসারে নূতন আবিষ্কৃত মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

ভাস্কো-ডা-গামা

আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে সমস্ত ইউরোপে একটা সাড়া পড়ে গেল। সে সময়ে সমুদ্রের উপর আধিপত্য নিয়ে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। দুই পক্ষই ভারতে যাবার পথ আবিষ্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর পর্তুগালের রাজা পুনরায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন ও ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন সাহসী নাবিককে আফ্রিকা ঘুরে পূর্বপথে ভারতের পথ আবিষ্কারের

জন্য সমুদ্রযাত্রায় পাঠান। ছোট তিনখানা জাহাজ ও ১৭০ জন সঙ্গী নিয়ে গামা দুস্তর সমুদ্রযাত্রায় বের হলেন। ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ধার দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রথমে গিনি উপসাগরে পৌঁছান। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে জাহাজ চালিয়ে চার মাস পরে উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছলেন। এর পর বহু বাধা বিপত্তি পার হয়ে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের একুশে মে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হলেন। কালিকটের হিন্দু রাজা জামোরিন ভাস্কো-ডা-গামাকে সাদরে গ্রহণ করেন ও পর্তুগীজদের এ দেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দেন। গামা এ দেশে কিছুদিন থেকে কাপড়, মসলা, পশম ইত্যাদি নিয়ে দু-বৎসর পরে দেশে ফিরে যান ও পর্তুগীজরাজ কর্তৃক পুরস্কৃত ও সম্মানিত হন। জলপথে ভারতে আসার এই পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য প্রসার লাভ করল।

১৫০২ খ্রিস্টাব্দে গামা আবার ভারতবর্ষে আসেন ও পর্তুগীজদের বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে গামা পর্তুগীজ ভারতের রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারতে এসেছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কোচিন শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

কাপ্তেন কুক

কাপ্তেন কুক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ-আবিষ্কারকদের মধ্যে একজন। তিনি ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়র্কশায়ারে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুক মাত্র তের বৎসর বয়সে নাবিকের কাজ আরম্ভ করেন এবং কর্মদক্ষতায় অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চপদ লাভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিউফাউন্ডল্যান্ড ও ল্যাব্রাডার উপকূল জরিপ করে ও সেন্ট লরেন্স নদীর গভীরতা মেপে নিজের কার্যকুশলতার পরিচয় দেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে লন্ডনের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপ থেকে শুক্রগ্রহের গতিপথ লক্ষ্য করবার জন্য তাঁকে সেখানে পাঠান। কুক 'এন্ডেভার' নামক জাহাজে করে দক্ষিণ আমেরিকার হর্ন অন্তরীপ ঘুরে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে তাহিতি

দ্বীপে এসে পৌঁছান। সেখানে কিছুদিন সোসাইটির জন্য নানারকম জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেন। তাহিতি দ্বীপের কাছাকাছি আরও কতকগুলি দ্বীপ তিনি আবিষ্কার করেন ও সেগুলির নাম দেন 'সোসাইটি' দ্বীপপুঞ্জ। সেখান থেকে তিনি নিউজীল্যান্ডে আসেন। নিউজীল্যান্ড দ্বীপটি একটি প্রণালী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই প্রণালীটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এর নাম রাখা হয় কুক প্রণালী। ছয় মাস ধরে সেখানকার দ্বীপগুলি সব ঘুরে তিনি নর্থ আয়ার্ল্যান্ড দ্বীপে পৌঁছান ও সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে উপস্থিত হন। উপকূল ভাগ মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী দেখে ইংলন্ডের নামে তিনি উহা দখল করেন। তারপর আরও অনেক ঘুরে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

কিছুকাল পরে কুক আবার সমুদ্র যাত্রা করেন। এবার তিনি কুমেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের জন্য রওনা হন, কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তির দরুন তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুক আবার সমুদ্রযাত্রা করেন। এবার তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত 'হাওয়াই' 'স্যান্ডউইচ' ইত্যাদি কতগুলি দ্বীপ আবিষ্কার করেন। স্যান্ডউইচ দ্বীপ থেকে তিনি উত্তর মেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের জন্য যাত্রা করেন। অত্যধিক বরফের জন্য সে কাজ অসম্ভব দেখে তিনি আবার হাওয়াই দ্বীপে ফিরে আসেন এবং এই সময় এক রাত্রে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান।

রবার্ট এডুইন পিয়ারী

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুই মেরুপ্রদেশ। মেরুপ্রদেশ সব সময় তুষারাবৃত থাকে। সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে যায় বলে সেখানে জাহাজ পৌঁছানও অসম্ভব। অনেক দুঃসাহসিক আবিষ্কারক মৃত্যুকে তুচ্ছ করে উত্তরমেরু আবিষ্কারের বহু চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। অবশেষে আমেরিকাবাসী এডুইন পিয়ারী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুমেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তিনি পর পর আটবার সুমেরুতে

পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। সাতবার তিনি সফলকাম হতে পারেন নি, কিন্তু প্রত্যেক বারেই পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশী অগ্রসর হতে পারেন এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সমস্ত অভিযানে পিয়ারীকে অশেষ কষ্ট সহ্য করতে হয়। প্রচণ্ড শীতে ও তুষারপাতে তাঁর হাতের আটটি আঙুল খসে পড়েছিল; কিন্তু এত কষ্টেও তিনি উত্তরমেরু জয়ের আশা ত্যাগ করেন নি। অবশেষে ১৯০৮ খৃস্টাব্দে 'রুজভেল্ট' নামে একখানি জাহাজে অষ্টমবার উত্তরমেরু যাত্রা করেন। এবার তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু লোকজন ও স্লেজগাড়ি ছিল। প্রচণ্ড শীতের জন্য পথে স্থানে স্থানে কিছু লোক ও খাবার রেখে তাঁকে এগুতে হলো। সমস্ত অঞ্চল বরফে জমে যাওয়ায় তাঁকে জাহাজ ছেড়ে স্লেজ গাড়িতে অগ্রসর হতে হয়। বহু পরিশ্রম ও দুঃখভোগের পর ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ৬ এপ্রিল তিনি উত্তরমেরু বা সুমেরুতে উপস্থিত হয়ে সেখানে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা থেকে মার্কিন যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে ফিরে আসেন।

রবার্ট এডুইন পিয়ারী

আমুন্ডসেন

১৯০৯ খৃস্টাব্দে পিয়ারী যখন উত্তর মেরু আবিষ্কার করার জন্য সুমেরুর দিকে এগুচ্ছিলেন সেই সময়ে নরওয়ের আমুন্ডসেনও একই উদ্দেশ্যে উত্তর মেরুর দিকে যাত্রা করেন। আমুণ্ডসেন কিছুদূর গিয়েই খবর পেলেন যে পিয়ারী উত্তর মেরু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এ খবর শুনে আমুণ্ডসেন উত্তর মেরুর পথ পরিত্যাগ করে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু আবিষ্কারের জন্য দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন। বিশাল

আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর সীমা থেকে তিনি দক্ষিণ সীমায় পৌঁছলেন। তারপর কুমেরু মহাসাগরের মধ্য দিয়ে অতি কষ্টে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ১৯১১ খিৃস্টাব্দে এক তুষার রাজ্যে উপস্থিত হলেন। এখানে জাহাজ চালান অসম্ভব হওয়ায় কখনও স্লেজ গাড়িতে করে, কখনও বা পায়ে হেঁটে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা বরফের উপর দিয়ে এগুতে লাগলেন। দক্ষিণ মেরু যতই নিকটবর্তী হতে লাগল ততই তীব্র শীতে
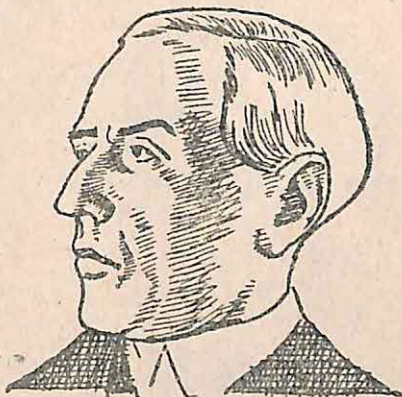
আমুন্ডসেন

সঙ্গীদের মধ্যে অনেকের জীবন বিপন্ন হল। কিন্তু দারুণ তুষার ঝড় ও তীব্র শীত অগ্রাহ্য করেই তাঁরা এগুতে লাগলেন এবং প্রায় দুই বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপাত চেষ্টার ফলে ১৯১১ খিৃস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুন্ডসেন সদলবলে দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হলেন। জয়চিহ্ন স্বরূপ নরওয়ে দেশের জাতীয় পতাকা সেখানে উড়িয়ে দিয়ে তিনি ফিরে আসেন।

কাপ্তেন স্কট

কাপ্তেন স্কট নামে একজন ইংরেজ ও কাপ্তেন আমুন্ডসেন প্রায় একই সময়ে দুই বিভিন্ন পথে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে যাত্রা করেন। ১৯১২ খিৃস্টাব্দের প্রথমে, বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করে চারজন সঙ্গীসহ ১৮ জানুআরি তিনি দক্ষিণ মেরুতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে নরওয়ের জাতীয় পতাকা সগৌরবে

সেখানে উড়ছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে আমুন্ডসেন তাঁর পূর্বেই দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গেছেন। স্কট ক্ষুন্নমনে ফিরে চললেন। কিন্তু

কাপ্তেন স্কট

ফিরবার পথে তাঁদের দুর্দশার সীমা থাকল না। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে একজন সঙ্গী মারা গেলেন। কয়েকদিন পর কাপ্তেন ওট্‌স্‌ নামে আরেকজন সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শুশ্রূষার জন্য দেরি হয়ে গেলে পাছে অন্য সঙ্গীরাও বিপন্ন হয়ে পড়েন, সেজন্য ওট্‌স্‌ তাঁবুর বাইরে গিয়ে তুষার-গর্ভে ঝাঁপ দিয়ে আত্ম-বিসর্জন দিলেন। তুষার-পাতের ফলে স্কট ও তাঁর অবশিষ্ট দুইজন সঙ্গীও তুষাররাশির মধ্যে সমাহিত হয়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন।

এভারেস্ট অভিযানের কথা

এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ। উচ্চতায় ইহা ২৯,০০২ ফিট—প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল। এভারেস্টের শিখরে আরোহণের প্রচেষ্টা বহু পূর্বেই আরম্ভ হয়। কিন্তু এই অভিযানে অনেক বাধা ছিল। প্রথমত তিব্বত ও নেপাল রাজ্যের দুর্গম পথ পার হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছুতে হয়। পূর্বে তিব্বত ও নেপাল সরকারের অনুমতি পাওয়া বিদেশীদের পক্ষে একেবারেই সহজ ছিল না। তা ছাড়া পর্বতে আরোহণ করার পথ অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল,—বিশেষ করে উচ্চতর অঞ্চলে হিমালয়ের তুষার-ঝড় এবং হিম-প্রবাহের আশঙ্কা। অত উঁচুতে

বায়ুর চাপও খুব কম। যত উঁচুতে ওঠা যায় ততই শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কষ্টসাধ্য। এই সব বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এভারেস্ট বিজয়ের চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, এবং পর পর সাতবার অভিযান ব্যর্থ হবার পর অষ্টম অভিযান সফল হয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিযান শুরু হয়। পর্বত আরোহণের সুবিধা, অসুবিধা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অভিযানের নেতা ছিলেন কর্নেল হাওআর্ড বেরী। বিশিষ্ট তিব্বত অভিযানকারী স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যান্ড, জেনারেল ব্রুস্, মিঃ ম্যালোরি, মিঃ নর্টন, ডাঃ ক্যালাস ও ডাঃ রায়বোর্ন এই দলে ছিলেন। এঁরা দার্জিলিং থেকে ১৮ মে তিব্বতের পথে রওনা হলেন। পথে দুঃসহ শীতে ডাঃ ক্যালাস মারা যান ও ডাঃ রায়বোর্ন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন ম্যালোরির নেতৃত্বে অভিযাত্রীরা চার মাস বহু কষ্ট করে এগুবার পর চব্বিশে সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে এভারেস্টে উঠবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু প্রবল ঝড়ে তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আবার জেনারেল ব্রুসের নেতৃত্বে, বহুসংখ্যক কুলী ও অশ্বতর নিয়ে দ্বিতীয়বার এভারেস্ট অভিযানের আয়োজন হল। বিখ্যাত পর্বতারোহী ম্যালোরিও এই দলে ছিলেন। ম্যালোরিই প্রথম এভারেস্টে উঠবার পথ আবিষ্কার করেন। এই পথের নাম নর্থ কোল। দারুণ তুষার ঝঞ্ঝার মধ্যেও তাঁরা প্রায় ২৭,০০০ ফিট পর্যন্ত উপরে উঠেছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁদের অক্সিজেন যন্ত্র বিকল হওয়ায় তাঁরা নেমে আসতে বাধ্য হন। শুধু ম্যালোরি কয়েকজন কুলী নিয়ে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হিমানী স্তূপ ভেঙে পড়ে বেশির ভাগ কুলী মারা যাওয়ায় তিনিও ফিরে আসেন।

দুই বৎসর পরে, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আবার জেনারেল ব্রুসের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ অভিযাত্রী এভারেস্ট জয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করলেন। মিঃ নর্টন ও মিঃ ম্যালোরিও এই দলে ছিলেন। ইহাই ম্যালোরির শেষ অভিযান। তিনি ও তাঁর সহযাত্রিগণ এবার প্রচণ্ড দুর্যোগ সত্ত্বেও ২৮,১৩০ ফিট অবধি উপরে উঠতে সক্ষম হন। আর

মাত্র এক হাজার ফিট বাকী। ম্যালোরি ও আরভিন্ উৎসাহের সঙ্গে আরও উঠতে লাগলেন। নিচের তাঁবু থেকে কিছুক্ষণ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের দেখা গেল। তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ম্যালোরি ও আরভিন্ আর ফিরলেন না।

চতুর্থবার অভিযান চলে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে এবার ১৪ জন অভিযাত্রী নেপালের পথে প্রথম অভিযান চালান। ২৩,০০০ ফিট অবধি ওঠার পর তাঁরা এভারেস্টের তুষার প্রাচীরে সিঁড়ি কেটে এগুতে লাগলেন। এমন সময় দারুণ তুষার ঝঞ্ঝা শুরু হলো। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা ২৮,১০০ ফিট পর্যন্ত উঠলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্যোগের তাড়নায় তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। এরপর আরও তিনবার তিনটি দল এভারেস্ট জয় করবার চেষ্টা করে বিফল হন। আবার ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে একদল সুইস্ অভিযাত্রী এভারেস্ট অভিযান করেন। তাঁরা এক নতুন পথে যাত্রা করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ২৮,২১৫ ফিট পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হন। তাঁদের আগে আর কোনও অভিযাত্রিদল এভারেস্ট অভিযানে এত উঁচুতে উঠতে সক্ষম হন নি। এই দলে ছিলেন তেনজিং শেরপা ও ল্যাম্বার্ট। আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় তাঁরা তখনকার মতো নিচে নেমে আসেন ও কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আবার অভিযান আরম্ভ করেন। কিন্তু এবারেও অভিযান ব্যর্থ হয়।

অবশেষে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এবং সুইস্ এলপাইন ক্লাব একত্রে কর্নেল হান্টের নেতৃত্বে বারজন সভ্যকে এভারেস্ট অভিযানে পাঠান। ১০ মার্চ নেপাল থেকে অভিযাত্রিদল যাত্রা শুরু করেন। ভারতীয় শেরপা তেনজিংও এঁদের সঙ্গে ছিলেন। অভিযাত্রী দল কয়েকদিন নামচে বাজারে কাটিয়ে থায়াংবকের দিকে এগুতে থাকেন। থায়াংবকেই এই অভিযাত্রী দলের প্রথম ঘাঁটি ও ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপিত হয়। থায়াংবক থেকে এঁরা ২৭,০০০ ফিট উঁচুতে তাঁদের অষ্টম ঘাঁটিতে উপস্থিত হলেন। এখানেই এঁদের মূল শিবির স্থাপিত হল। এখান থেকে একদল প্রথম এভারেস্টের শিখরে উঠবার চেষ্টা করেন। কিছুদূর উঠে তাঁরা সূর্যাস্তের আগে শিবিরে ফিরবার

সম্ভাবনা নেই দেখে সন্ধ্যার আগেই ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হয়ে গেল। সকলেই মনে করলেন এবারেও অভিযান ব্যর্থ হল। কিন্তু ক্রমে ঝড়ঝঞ্ঝা কেটে আকাশ পরিষ্কার হতে লাগল— অদৃশ্য এভারেস্ট আবার দেখা গেল। ২৯ মে আবার অভিযান শুরু হল। সকলেই এভারেস্টে পৌঁছুবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগুতে লাগলেন। ভারতীয় শেরপা তেনজিং নোরকে ও নিউজিল্যান্ড-বাসী এড্মণ্ড হিলারী দুর্জয় সংকল্প নিয়ে শেষ বাধা অতিক্রম করে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছলেন। এইভাবে এতদিনে এভারেস্ট মানব-শক্তির কাছে পরাজিত হল।

তেনজিং নোরকে

এরপর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এক ভারতীয় অভিযাত্রী দল এভারেস্ট শিখর জয় করতে সমর্থ হন। এবারকার এভারেস্ট বিজয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে, এবং ভারতীয়দের নিয়ে এই অভিযান সংগঠিত হয়েছিল। পর্বতারোহণের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিও ভারতবর্ষ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। লেঃ কর্নেল এম. এস. কোহ্লী এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। এই দলে এস. এস. চীমা ও নোয়াং গোম্বু, ২০ মে প্রথমে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে ঐ অভিযাত্রীগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত শিখরে পর পর চার বার আরোহণ করেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীর আর কোনও অভিযাত্রীদল একই অভিযানে এতবার এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হন নি।

গ্রাম ও শহর পর্যবেক্ষণ

গ্রামে বা শহরে যে যেখানে থাকে তাকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে চারিদিক নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। আমাদের দেশের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে গ্রামে বাস করে। কাজে কাজেই গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁদের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে জানা দরকার। গ্রাম পর্যবেক্ষণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

গ্রামের চার সীমায় কি আছে? গ্রামের জমি সমতল কিনা? অসমতল জমি থাকলে তাহা কোন্ দিকে উঁচু, কোন্ দিকে নিচু? কাছাকাছি পাহাড় বা উচ্চভূমি থাকলে উহা কোন্ দিকে অবস্থিত ও কত উঁচু? গ্রামে জলাভূমি আছে কিনা? গ্রামের পাশে নদী অথবা খাল আছে কিনা? ঐ নদী বা খাল কোন্ দিক্ থেকে কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? নদী বা খালের জল সুপেয় বা লবণাক্ত? গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও গ্রামের জল নিকাশের উপায় কি কি? গ্রামে কতগুলি পুষ্করিণী আছে? কতগুলির জল পান করার উপযোগী—আর কতগুলি অনুপযোগী? পানীয় জলের জন্যে কোনও সংরক্ষিত পুষ্করিণী আছে কিনা? গ্রামে কয়টি নলকূপ আছে এবং জেলা পরিষদ ঐগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে কিনা?

গ্রামের মাটি চাষের উপযোগী কিনা? চাষের জমিগুলি গ্রামের কোন্‌দিকে অবস্থিত? জমিতে কোন্ কোন্ ফসলের চাষ হয় এবং কখন কিসের চাষ হয়? ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি হয় কিনা—না কৃত্রিম উপায়ে জল দিতে হয়? ঐভাবে জল দিবার কি ব্যবস্থা আছে? গ্রামে অনাবাদী জমি আছে কিনা? থাকলে সেখানে অন্য কোনও শস্য উৎপাদন করা যায় কিনা সব লক্ষ্য করতে হবে।

গ্রামে পাকা রাস্তা আছে কিনা এবং থাকলে ঐ রাস্তা কতদূর গেছে—কাঁচা রাস্তাই বা কয়টি আছে,—কোন্ পাড়া থেকে কোন্ পাড়ায় গেছে সব জানতে হবে। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তাগুলি দিয়ে

চলাচল সম্ভব কিনা? কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে চলাচল সম্ভব? কাছাকাছি রেলপথ আছে কিনা? থাকলে কোন্ দিক্ দিয়ে কোথায় গেছে? স্টেশন কতদূরে সব খবর নিতে হবে। গরুর গাড়ি, মোটর, লরি, রেলপথ, নৌকা বা স্টীমারের সাহায্যে মালপত্র আনা-নেওয়ার কিরূপ ব্যবস্থা আছে সেসব খবরও সংগ্রহ করা দরকার।

গ্রামে পাঠশালা, স্কুল, লাইব্রেরি, ডাকঘর আছে কিনা—থাকলে কয়টি আছে? এগুলি সব কোন্ জায়গায় অবস্থিত? গ্রামে বাজার আছে কিনা—হাট হলে সপ্তাহে ক'দিন ও কোথায় বসে—হাটে প্রধানত কি কি জিনিস আসে—কোথা থেকে আসে ও কোথায় যায়? দরিদ্র রোগীদের জন্য হাসপাতাল বা গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কিনা ও ইউনিয়ন বোর্ড বা ব্লক ডেভেলপমেন্টের অফিস আছে কিনা ইত্যাদি সব খবর নিতে হবে।

গ্রামের লোকসংখ্যা কত ও কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক বাস করে? কোন্ শ্রেণী গ্রামের কোন্ অংশে বাস করে? গ্রামের লোকদের উপজীবিকা কি? গড় আয় কত? সাধারণ লোকের অবস্থা কি রকম? গ্রামের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত? গ্রামে কিরূপ ঘর বেশী—খড় বা টিন অথবা টালির? পাকা বাড়ি কয়টি আছে? নর্দমা পায়খানা প্রভৃতির অবস্থা কেমন এসব লক্ষ্য করতে হবে।

শহর পর্যবেক্ষণকালেও এরূপ নানা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। ছোট শহর হলে অবশ্য কতকটা গ্রামের মতোই পর্যবেক্ষণ করা যায়, কিন্তু বড় শহর হলে সে ভাবে পর্যবেক্ষণ অসম্ভব। শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী, কাজকর্মও বেশী—লোকসংখ্যাও বেশী। এইসব কারণে শহরে প্রায়ই রাস্তাঘাট পাকা এবং সংখ্যায় বেশী। শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা লক্ষ্য করবার সময় দেখতে হবে সেখানে যানবাহন-ব্যবস্থা কিরূপ? কিরকম যানবাহন বেশী চলে? শহরের কোন্ অংশে রাস্তাঘাট বেশী পাকা ও প্রশস্ত—কোন্ অংশে রাস্তাঘাট কম ও নিকৃষ্ট। শহরের কেন্দ্রস্থল কোথায়—সব রাস্তা সেখানে এসে মিশেছে কিনা? শহরের কোন্ অংশে লোকজন বেশী বাস করে? শহরের লোকসংখ্যা কত? কোন্ শ্রেণীর লোক শহরে বেশী বাস করে? শতকরা কতজন শিক্ষিত?

শহরবাসীরা কিভাবে জীবিকা উপার্জন করে? কিরূপ বাড়িতে বাস করে ইত্যাদি সবই লক্ষ্য করতে হবে।

অপিস, আদালত, ডাকঘর, স্টেশন, থানা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শহরের কোন্ অংশে অবস্থিত? কয়টি আছে? হাসপাতাল সংলগ্ন হাসপাতালের কর্মচারীদের বাসস্থান আছে কিনা? স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটি থাকলে তৎসংলগ্ন কর্মী ও শিক্ষকগণের বাসস্থান বা ছাত্রাবাস আছে কিনা ইত্যাদি সবই লক্ষ্য করতে হবে। শহরে অনেক বাজার থাকে। এসকল বাজারে কোথা থেকে জিনিস আসে—কোন্ জিনিসের জন্য কোন্ বাজার প্রসিদ্ধ?

শহরটি শিল্পবাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ হলে, সেখানে কি কি শিল্প আছে,—শিল্পের জন্য কাঁচামাল, কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি কোথা থেকে আসে—শিল্পজাত দ্রব্যগুলি কোথায় বেশী পাঠান হয়—কিভাবে পাঠান হয় সব লক্ষ্য করতে হবে।

ভূচিত্রাবলীর সংকেত চিহ্ন, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

মানচিত্রের সাহায্য ভিন্ন ভূগোল শেখা অসম্ভব। মানচিত্রের উপর দিক্ উত্তর, নিচের দিক্ দক্ষিণ, ডান দিক্ পূর্ব আর বাঁ দিক্ পশ্চিম বলে ধরা হয়।

ভূভাগের যে অংশ মানচিত্রে আঁকা থাকে তা মানচিত্রটির আয়তন থেকে অনেক বড়। এজন্য নকশা আঁকার সময় দেশের আয়তন ও তার বিভিন্ন স্থানের পরস্পর দূরত্বকে ছোট করে নেওয়া হয়। মানচিত্রে যে অনুপাতে দেশের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ ছোট করা হয় তাকে তার স্কেল বলে। মনে কর ১ মাইল দীর্ঘ একটি জায়গাকে নকশার ১ ইঞ্চি জায়গায় দেখান হল। এই হিসাবে এই মানচিত্রের স্কেল হল ১″ = ১ মাইল। সাধারণত মানচিত্রের নিচে একপাশে স্কেল লেখা থাকে।

আজকাল নানারকম মানচিত্র তৈরী হয়। কোন মানচিত্রে পাহাড়, পর্বত, নদনদী প্রভৃতি দেখান হয়। কোন মানচিত্রে বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্রের সীমা, প্রধান নগর, বন্দর ইত্যাদি দেখান হয়। কোথাও বা যাতায়াতের

পথ, জলবায়ুর অবস্থা, স্বাভাবিক গাছপালা, কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি দেখান হয়। এসব বিভিন্ন জিনিস বোঝাবার জন্য বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা রং ব্যবহার করা হয়। যে মানচিত্রে যে সকল চিহ্ন বা রং দিয়ে যে যে জিনিস বোঝান হয়, মানচিত্রের পাশে সে সকল চিহ্ন বা রং-এর পাশে তাহা লিখে দেওয়া হয়। বই পড়বার আগে যেমন অক্ষর চেনা দরকার, তেমনি মানচিত্র পড়বার আগে এই সাংকেতিক চিহ্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। নদী, পর্বত, রেললাইন, নগর ইত্যাদি বোঝাবার জন্য সাধারণত যে সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় নিচে তাদের কয়েকটি দেওয়া হলঃ

প্রদেশের সীমা
জেলার সীমা
পাকা রাস্তা
পাকা রাস্তা ও সেতু
কাঁচা রাস্তা
রেলপথ
ব্রডগেজ রেলপথ
নদী
পর্বত
নগর ও শহর
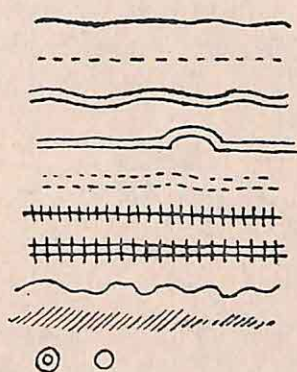
এইসব সাংকেতিক চিহ্নগুলি আমাদের দেশের সব মানচিত্রেই ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক মানচিত্রে স্থলভাগের উঁচু নিচু এবং পাহাড়ের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতা নানারকম রং-এর সাহায্যে বোঝান হয়। কোন্ রং কতখানি উচ্চতা বুঝানর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানচিত্রের এক দিকে লিখে দেওয়া হয়। সাধারণত নীল রং-এর বিভিন্ন শেড দিয়ে জলের গভীরতা ও বাদামী রং-এর বিভিন্ন শেড দিয়ে স্থলভাগের উঁচু নিচু বোঝান হয়।

এক রং-এর মানচিত্রে স্থলভাগের উচ্চতা দেখানর জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠের সমান উঁচু জায়গাগুলিকে রেখা দ্বারা যোগ করা হয়। এই রেখাগুলিকে

সমোন্নতি রেখা (contour line) বলে। যেখানে ভূমি বেশী উঁচু নয় সেখানে ক্ষীণ রেখা দিয়ে এবং যেখানে ভূমি খুব উঁচু সেখানে ঘন রেখা দিয়েও তা দেখান হয়।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

পৃথিবীর মানচিত্র বা কোনও ভূগোলক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তার উপর উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ কতগুলি রেখা আঁকা আছে। এই রেখাগুলি সবই কল্পিত। পৃথিবীর উপরে কোনও স্থানের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য এই রেখাগুলি কল্পনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু দুইটি পৃথিবী-পৃষ্ঠে দুইটি নির্দিষ্ট স্থান। উত্তর মেরুবিন্দুর নাম সুমেরু ও দক্ষিণ মেরুবিন্দুর
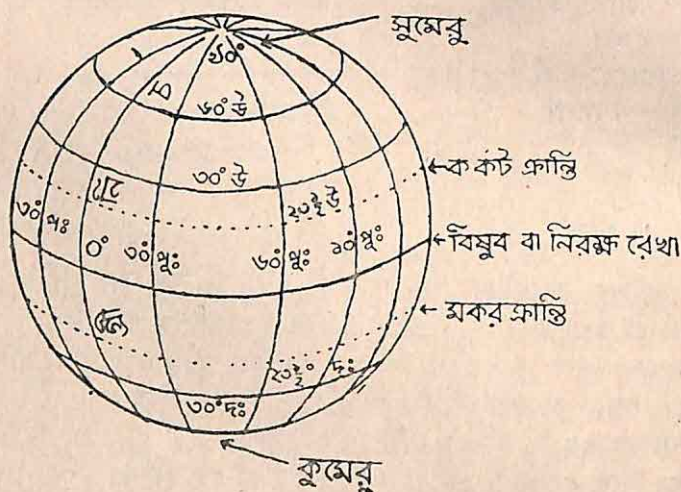
নাম কুমেরু। এই দুই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমান দূরে যে কল্পিত রেখা পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে আছে তার নাম বিষুবরেখা

বা নিরক্ষবৃত্ত। এই রেখা পৃথিবীকে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ এই দুই সমান অংশে বিভক্ত করেছে।

পৃথিবী গোলাকার এবং এর পরিধি একটি পূর্ণবৃত্ত। সুতরাং পৃথিবীর কৌণিক মাপ ৩৬০°। সেই হিসাবে নিরক্ষরেখা থেকে সুমেরু বা কুমেরু পর্যন্ত পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে অংশ আছে তা পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ। সুতরাং তার পরিমাণ ৯০° ডিগ্রি। ইহাকে ৯০টি সমান অংশে ভাগ করে এক এক ডিগ্রি অন্তর পৃথিবী-পৃষ্ঠে বিষুবরেখার সমান্তরাল, পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যেসব রেখাবৃত্ত কল্পনা করা হয়েছে সেইগুলিকে অক্ষরেখা বলে। নিরক্ষ-রেখাকে ০° ডিগ্রি ধরে সুমেরু ও কুমেরু বিন্দু পর্যন্ত ১° অন্তর উত্তর দিকে ৮৯টি ও দক্ষিণ দিকে ৮৯টি অক্ষরেখা কল্পনা করা হয়েছে। এইগুলির সাহায্যে পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোনও স্থান বিষুবরেখা থেকে কত উত্তরে বা কত দক্ষিণে অবস্থিত তাহা নির্ণয় করা যায়। বিষুবরেখার উত্তর দিকের রেখাবৃত্তগুলিকে উত্তর অক্ষরেখা ও দক্ষিণ দিকের রেখাবৃত্তগুলিকে দক্ষিণ অক্ষরেখা বলা হয়। বিষুবরেখা বা নিরক্ষ-বৃত্তই বৃহত্তম অক্ষরেখা। বিষুবরেখার উত্তরের ও দক্ষিণের অক্ষরেখা-গুলি বৃত্তাকারে ক্রমশ ছোট হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

অক্ষরেখাগুলিকে ছেদ করে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকার কতগুলি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এই রেখাগুলিকে দ্রাঘিমারেখা বলে। বিষুবরেখা একটি বৃত্ত। আগেই বলা হয়েছে যে বৃত্তের কৌণিক মাপ ৩৬০° ডিগ্রি। সুতরাং বিষুবরেখার এক এক ডিগ্রিতে এক একটি দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হয়েছে। দ্রাঘিমা-রেখাগুলির মধ্যে একটিকে মূল দ্রাঘিমারেখা বলে ধরে নিতে হবে। নানা বিষয়ে সুবিধার জন্য লণ্ডনের নিকটবর্তী গ্রীনিচ শহরের উপর দিয়ে যে দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হয়েছে, তাকেই মূল দ্রাঘিমারেখা বা মূল মধ্যরেখা বলে ধরা হয়। মূল মধ্যরেখাকে ০° ডিগ্রি ধরে তার পূর্বে প্রতি ডিগ্রি অন্তর ১টি করে ১৮০টি পূর্ব দ্রাঘিমারেখা এবং ঠিক এইভাবে পশ্চিম দিকে ১৮০টি পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা কল্পনা

করা হয়েছে। মূল দ্রাঘিমারেখার পূর্ব দিকের দ্রাঘিমারেখাগুলিকে পূর্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিম দিকের দ্রাঘিমারেখাগুলিকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে। দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে কোনও স্থান গ্রীনিচের কত পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত তাহা জানা যায়।

অতএব দেখা গেল কোনও স্থানের অবস্থান সঠিক জানতে হলে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

মানচিত্র সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ

মানচিত্রে পাহাড়-পর্বতের অবস্থান **মোটা কাল রেখা** দিয়ে, নদীর গতিপথ **সরু রেখা** দিয়ে, নগরাদির অবস্থান **বিন্দু** দিয়ে এবং কোন অঞ্চলের অবস্থান **ঘেরা** দিয়ে নির্দেশ করবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে নামটি যথাস্থানে লিখবে।

পশ্চিমবঙ্গ

১। পশ্চিমবঙ্গের একখানি মানচিত্র এঁকে পদ্মা ও ভাগীরথী নদী দেখাও। ভাগীরথীতীরে বহরমপুর, চুঁচুড়া ও কলকাতা দেখাও।

২। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ অংশে বন আছে? তাদের কোন্‌টির কি নাম? কোন্ বনে কোন্ কোন্ জাতীয় গাছপালা বেশী জন্মে?

৩। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গায় ধান, চা ও গম বেশী জন্মে? কোন্ প্রকার ভূমিতে চা-গাছ বেশী জন্মে?

৪। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জায়গায় কয়লা বেশী পাওয়া যায়? কয়লাখনির আশেপাশে কোন্ কোন্ শিল্প বেশী উন্নত?

৫। পশ্চিমবঙ্গের পাট এবং লোহা ও ইস্পাত শিল্পের বিবরণ দাও।

৬। নিম্নলিখিত জায়গাগুলি কেন বিখ্যাতঃ

কৃষ্ণনগর, হাওড়া, চিত্তরঞ্জন, নবদ্বীপ, আলিপুর, খড়গপুর, পলাশী, কল্যাণী, দমদম ও দুর্গাপুর।

৭। পশ্চিমবঙ্গের একখানি মানচিত্রে এই রাজ্যের প্রধান রেলপথগুলি এবং ৬ সংখ্যক প্রশ্নের জায়গাগুলি দেখাও।

ভারত ইউনিয়ন

৮। ভারতের একখানি মানচিত্র এঁকে তাতে এদেশের প্রধান পাহাড়-পর্বতগুলির অবস্থান এবং প্রধান নদীগুলির গতিপথ দেখাও।

৯। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী কেন পূর্ববাহিনী? আর উত্তর ভারতের প্রধান নদীগুলি কেন দক্ষিণ বাহিনী? এই নদ-নদীগুলিতে আমাদের কি কি উপকার হয়, তা অল্প কথায় বল।

১০। আজকাল নদীগুলির জল বেশী কাজে লাগাবার জন্যে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে? দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

১১। ভারতের কোন্ ঋতুতে বেশী বৃষ্টি হয় ও কোথায় কম হয়, তা বুঝিয়ে বল।

১২। ভারতের পৃথক্ পৃথক্ মানচিত্র এঁকে এদেশের কোন্ অঞ্চলে নিচের লেখা কৃষিদ্রব্যগুলি বেশী জন্মায় তা এঁকে দেখাও। ধান, গম, চা, কার্পাস ও আখ।

১৩। ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ-সম্পদ্ কি? তা কোথায় বেশী পাওয়া যায়?

১৪। ভারতের একটি মানচিত্র এঁকে তাতে এদেশের প্রধান খনিজ দ্রব্যগুলি কোথায় কোথায় বেশী পাওয়া যায়, তা এঁকে দেখাও।

১৫। ভারতের একটি মানচিত্র এঁকে তাতে এদেশের প্রধান রেলপথগুলি এঁকে দেখাও এবং প্রত্যেক অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অফিসটি কোথায় দেখাও।

১৬। বর্তমান ভারতে কটি গভর্নর শাসিত রাজ্য আছে? তাদের প্রত্যেকের রাজধানীর নাম লেখ। একটি মানচিত্রে ঐ রাজধানীগুলির অবস্থান দেখাও। এদেশে এখন কটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল আছে? তাদের নাম লেখ।

১৭। ভারতে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত? এই সব জায়গায় এই শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণ কি?

১৮। ভারতে কার্পাস ও পাটশিল্পে কোন্ কোন্ অঞ্চল বেশী উন্নত? এর কারণ কি?

১৯। নিম্নলিখিত শিল্পগুলির প্রধান কেন্দ্র কোথায়, তা একটি মানচিত্রে দেখাওঃ

রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বিমানপোত নির্মাণ ও মোটরগাড়ি নির্মাণ।

২০। নিম্নলিখিত স্থানগুলির কোন্‌টি কেন বিখ্যাত তা বল এবং একটি মানচিত্রে তাদের অবস্থান দেখাওঃ

বোম্বাই, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, বিশাখাপত্তনম্, নাগপুর, কান্দলা, অমৃতসর, চন্ডীগড়, শ্রীনগর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, জামসেদপুর, কলকাতা, গৌহাটি ও ইম্ফল।

পৃথিবী পরিচয়

২১। ট্রেস করা এশিয়ার মানচিত্রে এই মহাদেশের প্রধান পর্বত ও নদীগুলি দেখাও।

২২। ট্রেস করা উত্তর আমেরিকার এবং ইউরোপের মানচিত্রে ঐ দুই মহাদেশের প্রধান পর্বত ও নদীগুলি দেখাও।

২৩। পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোন্‌টি? উহা কোন্‌ মহাদেশে অবস্থিত?

২৪। পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বত কোন্‌টি? এটি কোন্‌ মহাদেশে অবস্থিত? এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি? এটি কত উঁচু?

২৫। নীলনদের উৎপত্তি কোন্‌ জায়গায় আর কোথায় এ নদ পড়ছে? এতে কোন্‌ দেশের সবচেয়ে বেশী উপকার হচ্ছে? এই নদীর ধারের তিনটি বড় নগরের নাম লেখ এবং এদের কোন্‌টি কেন বিখ্যাত বল।

২৬। মিসৌরি-মিসিসিপি নদী কোন্‌ মহাদেশে প্রবাহিত? এর ধারে অবস্থিত দুটি প্রধান নগরের ও এর মোহানাতে অবস্থিত একটি প্রধান বন্দরের নাম লেখ।

২৭। সাহারা কি এবং কোথায়? সেখানকার জলবায়ু কিরকম?

২৮। নিম্নলিখিত স্থানগুলির কোন্‌টি কোথায় অবস্থিত ও কেন বিখ্যাত বলঃ

লন্ডন, মস্কো, প্যারিস, বন, জুরিখ, রোম, নিউইয়র্ক, ওআশিংটন, স্পিট্‌স্‌বার্গ, অটোয়া, বুয়েনস এয়ার্স, রিও-ডি-জেনিরো, কিওটো, সিডনি, পার্থ, ওয়েলিংটন, ক্যানবেরা, কায়রো, আদ্দিস আবাবা, নাইরোবি, লিওপোল্ড-ভিল, টোকিও, করাচি, তেহ্‌রান, রেঙ্গুন, কুয়ালালামপুর ও সাইগন।

প্রাচীনকালে ভারতের অভিযান ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উপনিবেশ স্থাপনের কথা

২৯। প্রাচীনকালে ভারতের অধিবাসীরা এদেশের বাইরে কোন্‌ জায়গায় বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল? তাদের মধ্যে কে কোথায় কোন্‌ উদ্দেশ্যে গিয়েছিল তা বল।

৩০। মার্কো পোলো কোন্‌ দেশের লোক? তিনি কি ভাবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ঘুরেছিলেন, তা বর্ণনা কর।

৩১। ভাস্কো-ডা-গামা কোন্‌ দেশের লোক? তিনি কি ভাবে ভারতে আসেন? তাঁর প্রথমবার এদেশে আসার বিবরণ দাও।

৩২। কলম্বাস কবে এবং কিভাবে আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তা বল। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের দ্বীপসমূহের নাম পশ্চিমভারত দ্বীপপুঞ্জ হওয়ার কারণ কি? আর ঐ মহাদেশের নাম আমেরিকা হল কেন?

৩৩। উত্তর মেরু কে আবিষ্কার করেন? সেই আবিষ্কারের কাহিনী বল।

৩৪। আমুন্ডসেনের ও স্কটের দক্ষিণমেরু অভিযান বর্ণনা কর।

৩৫। পৃথিবীর কোন্‌ দেশের লোক সর্বপ্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ

করে? সেই অভিযানের আগে যেসব অভিযান হয়েছিল, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

গ্রাম ও শহরের পর্যবেক্ষণ

৩৬। কোন একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে গেলে সেখানকার কি কি বিষয় লক্ষ্য করবে, তা সংক্ষেপে লেখ।

৩৭। তোমাদের গ্রামের একটি মানচিত্র এঁকে তাতে গ্রামের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দাও।

৩৮। কোন জায়গার সঠিক অবস্থিতি কিভাবে নির্দেশ করা হয়? কলকাতার সঠিক অবস্থিতি কিভাবে নির্দেশ করবে, তা বল।

৩৯। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ কাকে বলে?

৪০। সর্বোচ্চ অক্ষাংশ কত ডিগ্রি এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রাঘিমাংশ কত ডিগ্রি?